শ্রীগণেশায় নমঃ

শ্রীসীতারাম নাম বৈভব

শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, উপপুরাণ, সংহিতা, তন্ত্র, যামল, ডামর, সাহিত্য, রহস্য, শ্রীরামায়ণাদি শাস্ত্র-গ্রন্থ সমূহের প্রমাণ দ্বারা শ্রীরামনাম মাহাত্ম্য এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

সমগ্র আর্য্য শাস্ত্রের সমাবেশ

শ্রীঅযোধ্যান্তর্গত লক্ষ্মণকোট নিবাসী
শ্রীমদ্ তরণ্ তারণ্ স্বামী ১০৮ শ্রীযুগলানন্দ শরণ মহারাজ
কর্ত্তৃক সংগৃহীত।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
এম, এ, বি, এল্।
কর্ত্তৃক অনূদিত

সন ১৩৪৩ সাল

সূচিপত্র

শ্রীসীতারামভ্যাং নমঃ

সূচনা

শ্রীমদ্ সদ্‌গুরু পরমহংস স্বামী "শ্রীসিয়ারাম বাবার" কৃপায় রাম নাম অবলম্বনের প্রেরণা লাভ করিয়া রাম নাম মাহাত্ম্য সম্বন্ধে শাস্ত্র সমূহের সিদ্ধান্ত জানিতে ইচ্ছা জাগে। শ্রীশ্রীসীতা রামের কৃপায় এই বিষয় লইয়া যথাসম্ভব অনুসন্ধান করিতেও ত্রুটি করি নাই। গুরুদেবের উপদেশ অনুসারে শ্রীঅযোধ্যা হইতে "শ্রীসীতারাম নাম প্রতাপ-প্রকাশ" গ্রন্থখানি লাভ করিয়াছিলাম। সন্ত-শ্রেষ্ঠ পরমহংস প্রবর শ্রীযুগলানন্দশরণ মহারাজ ইহার প্রণেতা। তিনি অপার মনীষা ও বিদ্যা বলে সমগ্র আর্য্য শাস্ত্র মন্থন করিয়া এই অপূর্ব্ব সংগ্রহ লিপিবদ্ধ করিয়া যান। কিন্তু তাঁহার ব্যাখ্যা হিন্দি ভাষায়। বাংলা দেশবাসী জন সাধারণ পক্ষে তাহা অবোধ্য। [illegible] আমি উক্ত গ্রন্থখানি বঙ্গ-ভাষায় অনুবাদ করিলাম। আমার বাল্য বন্ধু উত্তরপাড়া নিবাসী শ্রীবিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় এই অনুবাদ কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। তাহার নিকট আমি চির কৃতজ্ঞ। প্রুফসীট সংশোধনে অনভিজ্ঞতা হেতু স্থানে স্থানে ছাপার ভুল রহিয়া গেল। সুধী-পাঠক ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। এই গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কণের জন্য আমি মণ্ডল প্রেসের সত্ত্বাধিকারী শ্রীমান্ মণিন্দ্রনাথ রায়ের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

শ্রীসীতারামার্পণমস্তু

(কৃপাজীবি) শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

"কৃপাকুঞ্জ" মন্দির ঘাট, উত্তরপাড়া

গুরুদত্ত নাম—শ্রীজানকী বল্লভ শরণ

সন ১৩৪৩ সাল অগ্রহায়ণ মাস।

শ্রীরাম সর্ব্বস্বস্তোত্রম্

রামো মাতা মৎপিতা রামচন্দ্রো ভ্রাতা রামো মৎসখা রামচন্দ্রঃ।
রামঃ স্বামী রাম এবার্থদাতা রামাদন্যং নৈব জানে ন জানে ॥ ১
রামঃ সেব্যো বন্দনীয়োঽপি রামো রামো নিত্যং মাদৃশৈশ্চিন্তনীয়ঃ।
রামো জ্ঞানং ধ্যানগম্যোঽপি রামো রামাদন্যং নৈব জানে ন জানে ॥ ২
রামো মুক্তি ভক্তি দাতাচ রামো রামেঽস্মাকং রাজতে রাজ রাজঃ।
লোকেঽস্মাভি দৃশ্যতে রামচন্দ্রো রামাদন্যং নৈব জানেনজানে ॥ ৩
রামো ধর্ম্ম কর্ম্ম রামো মদীয়ং রামো মহ্যং কর্ম্ম সিদ্ধি প্রদাতা।
রামো সাধ্যঃ সাধনং রাম ভদ্রো রামাদন্যং নৈব জানে ন জানে ॥ ৪
রামোঽস্মাভি পূজনীয়ো নিতান্তং রামোঽস্মাভি প্রত্যহং কীর্ত্তনীয়ঃ।
রামোঽস্মাভি গোপনীয়ো গুহান্তে রামাদন্যং নৈব জানেনজানে ॥ ৫
রামোঽস্মাকং দুঃখহন্তা ত্রিলোকে রামোঽস্মাকং সৌখ্যকর্ত্তাসদৈব।
রামো বিদ্যা বিত্তমপ্যেব রামো রামাদন্যং নৈব জানে ন জানে ॥ ৬
রামো জ্ঞাতি খ্যাতিরপ্যেব রামো রামো কীর্ত্তিঃ পূর্ত্তিরপ্যেব রামঃ।
সর্ব্বস্বং মে রামচন্দ্রঃ পৃথিব্যাং রামাদন্যং নৈব জানে ন জানে ॥ ৭
গ্রামেঽরণ্যে জাগরে স্বপ্নকালে মার্গে দুর্গে গচ্ছতস্তিষ্ঠতো মে।
শশ্বল্লোকে রক্ষকস্ত্বেব রামো রামাদন্যং নৈব জানে ন জানে ॥ ৮
এবং ত্রিসন্ধ্যাং প্রপঠন্তি নিত্যং শ্রীরাম সর্ব্বস্বমনণ্যভক্ত্যা।
শ্রীরাম রামেন কৃতং কৃতার্থাস্তেপ্যচ্যুতং রাম পদং প্রযান্তি ॥ ৯
ইতি শ্রীহনুমৎ সংহিতায়াং হনুমৎ কথিত শ্রীরাম সর্ব্বস্ব স্তোত্রং সমাপ্তং।

বাৎসল্য রস সম্পূর্ণাং মদীয় কুলদেবতাম।
রাম ভদ্রাঙ্ক সম্পন্নাং বন্দে জনকজামহম্।

গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলাচরণ :—

কল্যাণানাম্. নিধানম্ কলিমল মথনং পাবনং পাবনাণাম্
পাথেয়ং যম্মুমুক্ষোঃ সপদি পরপদ প্রাপ্তয়ে প্রস্থিতস্ত।
বিশ্রাম স্থানমেকং কবিবর বচসাং জীবনম্ সজ্জনাণাম্
বীজং ধর্ম্মদ্রুমস্ত প্রভবতু ভবতাম্ ভূতয়ে রাম নাম ॥

অর্থ :—মঙ্গলাচরণ তিন প্রকার—১। বস্তু নির্দ্দেশাত্মক (যাহা দ্বারা বস্তু নির্দ্দিষ্ট হয়), ২। নমস্কারাত্মক, ৩। আশীর্ব্বাদাত্মক।

উক্ত শ্লোকে শ্রীহনুমানজী জীব মাত্রকেই রাম নাম দান করিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছেন, (শ্লোকের পদ গুলি রাম নামেরই বিশেষণ মাত্র; অতএব বস্তু নির্দ্দেশক)। সমস্ত কল্যাণের দিব্য নিবাস, কলিমল-জনিত-পাপতাপ-নাশকারী, পাবন তীর্থাদির পবিত্রকারী, মুক্তিরূপ পরধাম যাত্রীর পাথেয়, মনিষীগণের বিশ্রাম স্থান, সজ্জনের জীবন এবং ধর্ম্মবৃক্ষের বীজ স্বরূপ শ্রীরাম নাম জীব মাত্রকেই পরমৈশ্বর্য্য ও পরম কল্যাণ প্রদান করুন।

মুক্তি স্ত্রীকর্ণপুরৌ মুনি হৃদয়বয়ঃ পক্ষাতীতীর ভূমৌ
সংসারাপার-সিন্ধোঃ কলিকলুষতমস্তোম সোমার্ক বিম্বৌ

উন্মীলৎ পুণ্য পুঞ্জ দ্রুম ললিতদলে লোচনে চ শ্রুতীণাম্
কামংরামেতি বর্ণৌ শমিহ কলয়তাম্ সন্ততং সজ্জনাণাম্ ॥

অর্থ :—এই শ্লোকে ভগবান শিব সজ্জনগণকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন (ইহা মহাশম্ভু সংহিতা হইতে উদ্ধৃত)। রাম নামে 'র' ও 'ম' এই দুইটী যে বর্ণ আছে তাহার স্বরূপ বর্ণিত হইতেছে। এই দুইটী বর্ণ মুক্তিরূপা স্ত্রীর সধবাত্ব সূচক দুইটী কর্ণফুল, অর্থাৎ "রাম নাম" সম্বন্ধ ব্যতীরেকে মুক্তি ও বিধবার ন্যায় অশোভনা। আর এই দুই বর্ণ মুনি হৃদয় রূপ বিহঙ্গের দুইটি পক্ষ স্বরূপ অর্থাৎ মুণিগণ হৃদয় রূপ (অন্তরাকাশে) এই দুই পক্ষ দ্বারা ব্রহ্ম বস্তু স্পর্শ করেন এবং পরব্রহ্মে লীন হন। অপার সংসার সাগরের দুইটী তীর ভূমি অর্থাৎ ভবসাগর-পারকারী। মহাতমসাচ্ছন্ন কলিজীবের তমপুঞ্জকে নাশ করিবার জন্য এই দুই বর্ণ সূর্য্য ও চন্দ্রের সমান। আর সুকৃতি পুঞ্জ হইতে উদ্ভূত পুণ্য বৃক্ষের প্রথম দুইটী ললিত দল। শ্রুতীগণের দুইটী লোচন এই দুই বর্ণ সজ্জনগণের কল্যাণপ্রদ হউক্।

শ্রীসীতারাম নাম বৈভব

প্রথম প্রপাঠ।

শ্রুতি প্রমাণ।

সাম বেদ পিপ্পলায়ন শাখা :—

ওঁ অথাহ ভারদ্বাজো যাজ্ঞবল্ক্যম, সহোবাচ শ্রীরামমন্ত্রস্য মাহাত্ম্যং নো ব্রূহি ভগবন্। সহোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ স্ব-প্রকাশ পরম্ জ্যোতিঃ স্বানুভূত্যেক চিন্ময়ঃ। তদেব রামচন্দ্রস্য মনোরাত্যক্ষরং স্মৃতং॥

অথৈৎেক রসানন্দ স্তারকং ব্রহ্মসংজ্ঞকং।
রামায় ইতি স বিজ্ঞেয় সত্যানন্দ চিদাত্মকঃ॥
নমঃ পদং স বিজ্ঞেয় পূর্ণানন্দৈক বিগ্রহঃ।
সদা নমন্তি হৃদয়ে সর্ব্বে দেবা মুমুক্ষবঃ॥

য এবং মন্ত্ররাজং শ্রীরামচন্দ্রস্য নিত্যং অধীতে সোঽগ্নিনা পূতো ভবতি। স বায়ুনা, স আদিত্যেন, স সোমেন, স ব্রহ্মণা, স বিষ্ণুনা, স রুদ্রেণ পূতো ভবতি।

স সর্ব্বৈ দেবৈর্জ্ঞাতো ভবতি। তেনেতিহাস পুরানাণাম্ রুদ্রাণাম্ শত সহস্রানি জপ্তানি ভবন্তি। প্রণবং নাম যুতং কোটী জপ্তং ভবতি। দশ পূর্ব্বান্, দশ পুরাণ্ পূণাতি। সহি ক্রিয়াবান্ ভবতি স মহান্ ভবতীতি।

অর্থ ঃ—ভরদ্বাজ মুনি যাজ্ঞবল্ক্য ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্, শ্রীরামমন্ত্রের মাহাত্ম্য বর্ণিত করুন। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, প্রথম অক্ষর "র" স্বয়ং প্রকাশ, পরম জ্যোতিঃ চিন্ময় স্বানুভব বস্তু। "শ্রীরামায়", অখণ্ড একরস, আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম। "নমঃ" পদ পূর্ণানন্দ বিগ্রহ স্বরূপ। ইহাই শ্রুতিতে তারকব্রহ্ম সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছে। সমস্ত দেবতা ও মুমুক্ষুগণ সর্ব্বদা ইহাকে নমস্কার করেন। যিনি এই মন্ত্ররাজ নিত্য অধ্যয়ন করেন তিনি অগ্নি, আদিত্য, চন্দ্র, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র কর্ত্তৃক পবিত্রীকৃত হন। সমস্ত দেবতার জানিত হন। ইতিহাস পুরাণ রুদ্রাধ্যায় তৎকর্ত্তৃক শত সহস্র বার জপ্ত হয়। এবং প্রণব কোটী জপ্ত হয়। পূর্ব্ব দশ পুরুষ ও পর দশ পুরুষ পবিত্র হয়। তিনি ক্রিয়াবান, তিনি মহান হয়েন।

যজুর্ব্বেদ বৃহদারণ্যক শ্রুতি ঃ—

জন্তোঃ প্রাণেষু উৎক্রমমানেষু রুদ্রস্তারকং ব্রহ্ম ব্যাচষ্টে, যেনাসৌ অমৃতী ভূত্বা মোক্ষী ভবতি। অথৈনং ভারদ্বাজ প্রপ্রচ্ছ যাজ্ঞবল্ক্যং, কি তারকং? কি তারকং?

কিং তরতীতি ? সহোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ। তারকং দীর্ঘা-নলং বিন্দু পূর্ব্বকং, দীর্ঘানলং পুনর্মায় নমঃ—।
তারকত্বাৎ তারকো ভবতি। তদেব তারকং ব্রহ্ম ত্বম বিদ্ধি। তদেব উপাস্যং ইতি জ্ঞেয়ং। গর্ভজন্মজরা মরণসংসার মহৎ ভয়াৎ সন্তারায়তি ইতি। তস্মাৎ উচ্যতে তারকং। য এতৎ তারকং ব্রহ্মণো নিত্যং অধীতে স পাপ্যানং তরতি, স ব্রহ্মহত্যাং তরতি, স ভ্রূণহত্যাং তরতি, স বীরহত্যাং তরতি, স সর্ব্বহত্যাং তরতি, স সর্ব্বং তরতি বিমুক্তাত্মাশ্রিতো ভবতি। স মহান ভবতি, সোঽমৃতত্বং গচ্ছতীতি।

অর্থ :—প্রাণ * উৎক্রমণকালে যে জীব রুদ্রদত্ত তারকব্রহ্ম রাম নাম উচ্চারণ করে সে অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়া মোক্ষভাগী হয়। ভরদ্বাজ যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তারক কোন বস্তু ? কে জীবকে ত্রাণ করে ? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, অগ্নি বীজ "র" দীর্ঘ করিলে "রা" শব্দ হয় তাহার সহিত বিন্দু "ম্" যুক্ত করিলে যে শব্দ হয় তাহাই তারক। তাহাই উপাস্য। গর্ভ, জন্ম, জরা, মরণ সংসারাদি মহৎ ভয় হইতে জীবকে ত্রাণ করে বলিয়া "রাম" শব্দকে তারক বলিয়া অভিহিত হয়। যে নিত্য এই তারক নাম পাঠ করে সে পাপ হইতে ত্রাণ পায়। ব্রহ্মহত্যা, ভ্রূণহত্যা, বীরহত্যা, সর্ব্ব প্রকার হত্যা হইতে ত্রাণ পায়, সে বিমুক্ত হইয়া আত্মস্থিত হয়। সে মহৎ হয় এবং অমৃতত্ব লাভ করে।

শ্রীরাম তাপনী শ্রুতি :—

সীতা রামৌ তন্ময়া বত্র পূজ্যৌ জাতান্যাভ্যাম্ ভুবনানি দ্বিসপ্তস্থিতান্যেব, এষ সর্ব্বেশ্বর, এষ সর্ব্বজ্ঞ, এষ অন্তর্য্যামী, এষ যোনিঃ, সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ ।

অর্থ :—শ্রীসীতারাম উপাস্য ব্রহ্ম বস্তু। ইহা হইতে জগৎ সৃষ্ট হইয়া চতুর্দ্দশ ভুবনাকারে স্থিত। ইঁহারাই সর্ব্বেশ্বর, অন্তর্য্যামী, যোনী, এবং জন্ম স্থিতি লয়াদির কারণ।

শ্রীরাম তাপনী শ্রুতি :—

রমন্তে যোগীনোঽনন্তে সত্যানন্দে চিদাত্মনি ।
ইতি রামপদে নাসৌ পরব্রহ্মাভিধীয়তে ॥

অর্থ :—যোগীগণ যে অনন্ত সত্য স্বরূপ আনন্দ স্বরূপ চিন্ময় আত্মাতে রমণ করেন তাহার নাম রাম। এই "রাম" শব্দের দ্বারা পরমব্রহ্ম অভিহিত হইয়া থাকেন।

শ্রীরাম তাপনী উপনিষৎ :—

যথৈব বটবীজস্থং প্রাকৃতশ্চ মহাদ্রুমঃ ।
তথৈব রাম বীজস্থং জগদেতৎ চরাচরম ॥

অর্থ :—যেমন ক্ষুদ্র বট বীজে বিরাট বৃক্ষ অবস্থিত থাকে সেইরূপ রূপ "রাম" বীজে সমগ্র চরাচর জগৎ অবস্থিত রহিয়াছে।

শ্রীশ্রীরাম নাম বৈভব

শ্রীরামতাপনী শ্রুতিতে ঃ—

যথা বীজাত্মকো মন্ত্রো মন্ত্রিনোঽভিমুখো ভবেৎ ।
ধর্ম্ম মার্গো চরিত্রেণ জ্ঞান মার্গঞ্চ নামতঃ ॥
তথা ধ্যানেন বৈরাগং ঐশ্বর্য্যং তস্য পূজনাৎ ॥
রাম নাম ভুবিখ্যাতং অভিরামেন বা পুনঃ ।
অগ্নি সোমাত্মকং বিশ্বং রামবীজ প্রতিষ্ঠিতং ॥

অস্যার্থ ঃ—যেরূপ মন্ত্রগণ বীজাত্মক এবং মন্ত্রীর (উপাস্যের) অভিমুখ করিয়া দেয় ; সেইরূপ রামবীজ জীবকে শ্রীরাম সম্মুখ করিয়া দেয়। বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্ম এবং শুভাচরণাদি, চরিত্রাদি দ্বারায় উপদিষ্ট হয়। কিন্তু জ্ঞানের মার্গ নাম হইতেই উদ্ভুত হইয়াছে ; অর্থাৎ নাম গ্রহণ বিনা জীব আত্ম স্বরূপ বোধ করিতে পারে না। পূজাদ্বারায় ধ্যান বৈরাগ্য ঐশ্বর্য্যাদি লাভ হয়। পরন্তু ভুবনে শ্রীরাম নাম বিখ্যাত। ইহা স্বাভাবিক অভিরাম ও সুন্দর। এই বিশ্ব অগ্নিও সোমাত্মক। ইহা রামবীজে অবস্থিত। "র" অগ্নিবীজ "ম" চন্দ্রবীজ।

শ্রীরামোপনিষদ্ ঃ--

রাম এব পরং ব্রহ্ম রাম এব পরং তপঃ ।
রাম এব পরং তত্ত্বং শ্রীরাম ব্রহ্মাতারকং ॥
স্বভূর্জ্যোতির্ম্ময়োঽনন্তরূপী স্বেনৈব ভাসতে ।
জীবত্বেনেদমো স্বষ্টি স্থিতি হেতুর্ল্ময়্যচ ॥

অস্যার্থ ঃ—শ্রীরাম পরব্রহ্ম, পরম তপঃ পর তত্ত্ব তারক ব্রহ্ম। ইনি স্বয়ম্ভূ ও জ্যোতির্ম্ময়, ইনি আপনি প্রকাশিত। অনন্ত

শক্তি সম্পন্ন। ইহাই প্রণবের প্রাণস্বরূপ। কারণ ইহা হইতেই সৃষ্টি-স্থিতি-লয় হইতেছে।

শ্রীরাম তাপনী উপনিষৎ :—

রেফা রূঢ়া মূর্ত্তয়ঃস্যুঃ শক্তয়স্তিস্র এবচ।

অর্থ :—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, নিজ নিজ শক্তি সহিত কেবল 'র' কে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন।

শ্রীরাম তাপনী উপনিষৎ :—

রামেতি একাক্ষরং যোগিনঃ সমুপাসতে।

অর্থ :—যোগীগণ একাক্ষর মন্ত্ররাজ "রাম" ইতি পদের উপাসনা করেন।

মর্ত্তামর্ত্তস্য তে ভূরি নাম প্রণামহে বিপ্রাসো জাতবেদসঃ।

অর্থ :—যিনি অমর তাঁহার নাম মরণশীল জীব বারম্বার স্মরণ করিলে অগ্নি সম তেজস্বী হয়েন।

যজুর্ব্বেদ :—

যস্য নাম মহৎযশঃ

অর্থ :—শ্রীরাম নাম মহাযশস্বী।

অথর্ব্ব বেদ—

জপাত্তেনৈব দেবতা দর্শনং করোতি, কলৌ নান্যেষাম্।

অর্থ :—শ্রীরাম নাম জপের দ্বারা শ্রীরাম স্বরূপ দর্শনলাভ হয়; কলিযুগে অন্য সাধনে দর্শন লাভ দুর্লভ।

যজুর্ব্বেদে :—

রামনাম জপাদৌ মুক্তির্ভবতি :—

রামনাম জপেই মুক্তি হয়।

ভাল্লেয় শ্রুতি :—

সর্ব্বানি নামানি যমাবিশন্তি।

সমস্ত নাম যাহাতে প্রবেশ করে তিনি পরমব্রহ্ম।

ঋগ্বেদে :—

ওঁ পরংব্রহ্ম জ্যোতির্ম্ময়ং নাম উপাস্যং মুমক্ষুভি :—

অর্থ :—মুমুক্ষগণের উপাস্য পরব্রহ্ম জোতির্ম্ময় নাম।

সামবেদে :—

ওঁ ইত্যেকাক্ষরং যস্মিন প্রতিষ্ঠিতং
তন্নাম ধ্যেয়ং সংস্থতি পারং ইচ্ছে।

অস্যার্থ :—ওঁ এই অক্ষর যাহাতে প্রতিষ্ঠিত সংসার পারেচ্ছুগণের তাঁহারই নাম ধ্যেয়।

শ্রীরাম তাপনী শ্রুতি :—

এবং ভূতম্ জগদাধার ভূতং রামং বন্দে সচ্চিদানন্দ রূপং।

অর্থ :—এইরূপ সমস্ত জগতের আধার স্বরূপ সচ্চিদানন্দ "রাম" কে বন্দনা করি।

শ্রীরামোপনিষৎ :—

অকারোকারমকারমর্দ্ধমাত্রা সহিতং জপিত্বা যো রামচন্দ্রমন্ত্রং জপতে, তস্য শুভ করোঽহং স্যাম্ । স্বর বেদাগ্নি—তণাদীন্ উচ্চার্য্য ন্যাসং কৃত্বা প্রনব মন্ত্রান্ দ্বিগুণং জপ্তা পশ্চাৎ রামচন্দ্রমাদ্যন্ত প্রণবং যো জপতে স রামো ভবেৎ।

অর্থাৎ—রামচন্দ্রের আদি ও অন্ত প্রণব উচ্চারণ করতঃ যিনি রামমন্ত্র জপ করেন তিনি রাম স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হয়েন। ইহা রাম বলিয়াছেন। প্রণব "রামের" অঙ্গমন্ত্র।

শ্রীরামোত্তর তাপনী উপনিষদ :--

"ওঁ যো হ বৈ শ্রীরামচন্দ্র স ভগবানদ্বৈত পরমানন্দ আত্মা"

অর্থ :—শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং ভগবান, অদ্বৈত পরমানন্দ আত্মা।

ইতি শ্রুতি প্রমাণ প্রথম প্রপাঠ—

দ্বিতীয় প্রপাঠ।

পুরাণ প্রমাণ।

নাম চিন্তামণিং রাম শ্চৈতন্য পরবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্য মুক্তো নভিন্নো নাম নামিনোঃ॥

অর্থ ঃ—পদ্মপুরাণে ভগবান শিব পার্ব্বর্তীকে বলিতেছেন ; শ্রীরাম নাম চিন্তামণি স্বরূপ, সমস্ত পাপ তাপ নাশকারী। চৈতন্য বিগ্রহ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ স্বপ্রকাশ। পূর্ণ, শুদ্ধ, নিত্য মুক্ত এবং নামী হইতে অভিন্ন। অতএব নাম ও নামীতে কোন ভেদ নাই।

অতঃ শ্রীরামনামাদি ন ভবেদ্‌গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
স্ফুরতি স্বয়মেবৈতৎ জিহ্বাদৌশ্রবণে মুখে॥

অর্থঃ—ব্রহ্ম বস্তু হইতে অভিন্ন বলিয়া শ্রীরামনাম ইন্দ্রিয়াদির অগোচর। তবে ভগবানের জীবের প্রতি অহৈতুক কৃপাবলে ইহা প্রাণ, মুখ, কণ্ঠ ও হৃদয়াদি স্থানে স্বয়ং প্রকাশিত হয়েন।

রাম রামেতি রামেতি রমে রামে মনোরমে।
সহস্র নাম তত্তুল্যং রাম নাম বরাননে॥

অর্থ :—কোন সময় মহাদেব প্রসাদ গ্রহণকালে পার্ব্বতীকে তাঁহার সহিত ভোজন করিতে আহ্বান করেন। পার্ব্বতী সেই সময় শ্রীহরির সহস্র নাম জপ করিতেছিলেন। পার্ব্বতী শিবকে বলেন যে সহস্র নাম শেষ না করিয়া যাইতে পারিতেছি না। তাহা শুনিয়া ভগবান শিব পার্ব্বতীকে বলেন, হে বরাননে, একবার মাত্র রামনাম উচ্চারণ করিলেই শ্রীহরির সহস্র নাম জপ্ত হয়। আমি স্বয়ং সর্ব্বদা শ্রীরামনামে রমণ করি। সহস্র হরি নামের তুল্য একটি রাম নাম শিব মুখে উপদেশ পাইয়া পার্ব্বতী সকৃৎ শ্রীরামনাম উচ্চারণ করিয়া মহাদেবের সহিত সানন্দে ভোজন করেন।

জপতঃ সর্ব্ববেদাংশ্চ সর্ব্বমন্ত্রাংশ্চ পার্ব্বতি।
তস্মাৎ কোটী গুণং পূণ্যং রাম নাম্নৈব লভ্যতে ॥

অর্থ :—সমস্ত বেদ এবং মন্ত্রাদি কোটিবার জপ করিলে যে ফল হয়, শ্রীরাম নাম দ্বারায় তাহার কোটী গুণ ফল লাভ করা যায়।

যে যে প্রয়োগাস্তন্ত্রেষু তৈ স্তৈ যৎসাধ্যতে ফলং।
তৎ সর্ব্বং সিদ্ধতি ক্ষিপ্রং রাম নাম্নৈব কীর্ত্তনাৎ ॥

অর্থ :—হে পার্ব্বতী! তন্ত্রশাস্ত্রাদিতে সাধন সম্বন্ধে যে সকল প্রয়োগ নির্দ্ধারিত আছে সে সকলের অপেক্ষা শ্রীরামনাম কীর্ত্তনের দ্বারা ক্ষিপ্র সিদ্ধি লাভ করা যায়।

ভূত প্রেত পিশাচাশ্চ বেতালশ্চেটকাদয়ঃ।
কুষ্মাণ্ডা রাক্ষসা ঘোরা ভৈরবা ব্রহ্মরাক্ষসাঃ।
শ্রীরামনাম গ্রহণাৎ পলায়ন্তে দশো দিশঃ ॥

অর্থ :—ভূত প্রেত পিশাচ, বেতাল, রাক্ষস ভৈরব কুষ্মাণ্ডাদি ভূতযোনী শ্রীরামনাম উচ্চারণ মাত্রেই দশ দিকে পলায়ণ করে।

প্রাণ প্রয়াণ সময়ে রাম নাম সকৃৎ স্মরেৎ।
সভিত্বা মণ্ডলং ভাণোঃ পরমধামাভিগচ্ছতি॥

অর্থ :—প্রাণত্যাগ সময়ে একবার মাত্র যিনি রাম নাম স্মরণ করেন তিনি সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিয়া পরমধামে গমন করেন।

অর্দ্ধমাত্রে স্থিতৌ শ্রীমৎ সীতারামৌ পরাৎপরৌ।
হ্যাকারেষু ত্রয়ো দেবা বিন্দৌ শক্তিরণুত্তমাম্॥

অর্থ :—অর্দ্ধ মাত্রারূপ অকার রহিত "র" কার অর্থাৎ ("ˊ" রেফে) পরব্রহ্ম স্বরূপ সীতারাম স্থিত আছেন। আর "র" শব্দের পরে যে "অ" (কার) আছে তাহাতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর তিন দেব অধিষ্ঠিত আছেন। তাহার পর যে "ম্" কার আছে তাহা বিন্দু স্বরূপ, তাহাই আদি শক্তি। (প্রণব অর্দ্ধ মাত্রা ও অ, উ, ম, তিন বর্ণের সমষ্টি)।

অসংখ্য মন্ত্রনাম্নাস্তু বীজং শর্ম্মাস্পদং পরং।
অনাদৃত্য মহামন্দাঃ সংশক্তাশ্চাণ্য সাধনে॥

অর্থ :—শ্রী"রাম" শব্দ অসংখ্য মন্ত্রের বীজ এবং পরম সুখের আস্পদ। মন্দমতি জীব এইরূপ রাম নামকে অনাদর করিয়া অন্য সাধনে সংশক্ত হয়।

নাম সাধনের নীতি :—

জপ কালে সদা দেবী নামার্থংচ পরাৎ পরং।
চিন্তায়েৎ চেতসা সাক্ষাৎ বুদ্ধ্যা শ্রীরামরূপকম্ ॥

অর্থ :—জপকালে রাম নামার্থ মনন করা উচিত এবং চিত্তকে একাগ্র করিয়া সীতারাম স্বরূপের ধ্যান দ্বারা মনোবৃত্তিকে লীন করা উচিত। এই করিলে স্বল্প কালেই পরমানন্দ অনুভূত হয়। ঐ পদ্মপুরাণে রাম নাম বা হরিনাম সাধনের উপদেশ—

অশনং সম্ভাষণম্ শয়নমেকান্তং খেদ বর্জ্জিতং।
ভোজনাদি ত্রয়ং স্বল্পং তুরীয়ে সংস্থিতিস্তদা ॥

অর্থ :—যিনি নাম সাধন করিবেন তাঁহার নিম্ন লিখিত কয়েকটী নিয়ম প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য। যথা :—১। অল্প অশন এবং শুদ্ধ আহার (রজোগুণী ও তমোগুণী অন্ন গ্রহণ করা উচিত নহে।) ২। অল্প সম্ভাষণ অর্থাৎ বেশী কথা কহা উচিত নহে। মিতভাষিতা বিশেষ ভাবে অভ্যাস করা উচিত। ৩। অল্প নিদ্রা, কারণ নিদ্রা তমো গুণের কার্য্য। ৪। একান্তে নির্জ্জন গৃহে অবস্থিতি। খেদ ও বিক্ষেপ আদি বর্জ্জিত স্থানে অবস্থিতি। অর্থাৎ যে সঙ্গে থাকিলে খেদ ও মনের বিক্ষোভ জন্মিতে পারে সেই সঙ্গ ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। ৫। গুণাতীত তুরীয় অবস্থায় অবস্থিতি। এই অবস্থায় নামানন্দ সেবা লাভ হয়।

সংযমং সর্ব্বদা ধার্য্যং নৈব ত্যাজ্যং কদাচন।
সংযমাৎ নাম চিন্মাত্রে প্রীতি সঞ্জায়তেঽধিকা ॥

অর্থ:—(৫) সর্ব্বদা ইন্দ্রিয় সংযম রক্ষা করিতে হইবে। কদাচ সংযম ত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। যিনি যথার্থ সংযম ধারণ করিতে পারেন তিনি অচিরে চিন্ময় স্বরূপ শ্রীরাম নামে অধিকতর প্রীতি লাভ করেন।

প্রথমাভ্যাস কালেচ গ্রন্থং নামাত্মকং সুধীঃ।
দ্বিযামং একযামং বা চিন্তনীয়ং প্রযত্নতঃ ॥

অর্থ:—(৬) প্রথম নাম সাধন অভ্যাস কালে নামপরত্ব প্রতিপাদক গ্রন্থ সাবধান চিত্তে দ্বিযাম, অন্ততঃ এক যাম মনন ও বিচার করা বিধেয়। (যাম = প্রহর)

যদা নাম্নি লয়ং যাতি চিত্তং ক্লেশ বিবর্জ্জিতং।
তদান চিন্তয়েৎ কিঞ্চিৎ লব্ধাহ্যানন্দ মন্দিরং ॥

অর্থ:—উক্তরূপে নাম সাধন করিতে করিতে চিত্ত নামে লীন হইয়া যাইবে। নামে চিত্ত লয় হইলেই জীব পরমানন্দ মন্দিরে প্রবেশ করে এবং তাহার আর কোন চিন্তা থাকে না। উক্ত রূপে নাম রটন বা সাধনের যিনি অভ্যাস না করেন তিনি নামের প্রতাপ শীঘ্র অবগত হয়েন না।

তত্রৈব পদ্ম পুরাণে শ্রীবিরিঞ্চি বাক্যং নারদং প্রতি
চিন্তামণি সমং কায়ং লকারৈ জায়তেঽমলং।
সংস্মরেৎ পুরুষো নাম ঘোরাংহস প্রভৃতি ক্রমং ॥

অর্থ ঃ—ঐ পদ্মপুরাণে ব্রহ্মা নারদকে উপদেশ দিতেছেন, চিন্তামনি সম মনুষ্য দেহ ভারতখণ্ডে লাভ করিয়া যিনি রাম নাম স্মরণ না করেন তিনি নিশ্চয়ই মোহ প্রাপ্ত হইয়া পতিত হয়েন।

মানুষং দুর্ল্লভং প্রাপ্য সুরৈরপি সমচ্চিতং।
জপ্তব্যং সাবধানেন রাম নামাখিলেষ্টদং॥

অর্থ ঃ—দেবদুর্ল্লভ মনুষ্য দেহ প্রাপ্ত হইয়া অখিল ইষ্টদাতা শ্রীরাম নাম সাবধানতাপূর্ব্বক জপ করা কর্ত্তব্য।

শ্রুত্বাশ্রীনাম মাহাত্ম্যং যথার্থং শ্রুতি পূজিতম্।
সর্ব্বাশাম্ সংবিহায়াশু স্মর্ত্তব্যং সর্ব্বদাবুধৈঃ॥

অর্থ ঃ—শ্রুতি পূজিত সত্য শ্রীরাম নাম মাহাত্ম্য শ্রবণ পূর্ব্বক সর্ব্বাশা ত্যাগ করিয়া নাম স্মরণ করাই বুধগণের কর্ত্তব্য।

বিষ্ণু নারায়নাদিনী নামানি চামিতান্যপি।
তানি সর্ব্বানি দেবর্ষে জাতানি রাম নামতঃ॥

অর্থ ঃ—হে নারদ ভগবানের বিষ্ণু, নারায়ণ, বাসুদেবাদি অনন্ত নাম আছে তাহারা সকলেই রাম নাম হইতে জাত হইয়াছে।

শৃণু নারদ সত্যন্তম্ গুহ্যাৎ গুহ্যতমং মতং।
রাম নাম সকৃৎ জপ্তা যাতি রামাস্পদং পরম্॥

অর্থ ঃ—হে নারদ আমি তোমায় সত্য করিয়া আমার গুহ্য

হইতে গুহ্যতম মত বলিতেছি ঃ—শ্রীরাম নাম একবার মাত্র উচ্চারণ করিলে জীব পরমপদ প্রাপ্ত হয়।

সর্ব্বেষাম্ হরিনাম্নাং বৈ বৈভবং রাম নামতঃ।
জ্ঞাতং ময়া বিশেষণ তস্মাৎ শ্রীনামসংজপ ॥

অর্থ ঃ—হে নারদ হরিরনাম সকলের যে সকল বৈভব আছে তাহা রাম নাম হইতে জাত হইয়াছে। আমি বিশেষ ভাবে জ্ঞাত হইয়া তোমাকে বলিতেছি। তুমি শ্রীরাম নাম জপ কর।

ক্ষণার্দ্ধং জানকী জাণের্নাম বিস্মৃত্য মানবঃ।
মহাদোষালয়ং যাতি সত্যং বচ্মি মহামুনে ॥

অর্থ ঃ—ক্ষণার্দ্ধ কাল নাম বিস্মৃত হইলে জীবহৃদয় মহা দোষের আলয় হইয়া উঠে। ইহা পরম সত্য বলিয়া জানিবে।

রাম নাম প্রভাবনে সীতারামং পরশ্বেরম্।
সাক্ষাৎ কারং প্রপশ্যন্তি রাম নামার্থ চিন্তকাঃ ॥

অর্থ ঃ—রাম নামার্থ চিন্তা করিতে করিতে যিনি রামনাম জপ করেন নাম প্রভাবে তাঁহার পরমেশ্বর সীতারামের সাক্ষাৎ কার লাভ হয়।

তত্রৈব পদ্ম পুরাণে নারদং প্রতি সনৎকুমার বাক্যং।

সর্ব্বাপরাধ কৃদপি মুচ্যতে হরি সংশ্রয়ঃ।
হরেরপ্যাপরাধান্ যঃ কুর্য্যাৎ বিপদ পাংশনঃ ॥

ঐ পদ্ম পুরাণে নারদকে সনৎ কুমার বলিতেছেন শ্রীহরির শরণাগত হইলে জীব নিষ্পাপ এবং সর্ব্বাপরাধ মুক্ত হয় বটে কিন্তু যিনি শ্রীহরির প্রতি অপরাধ করেন বা শ্রীহরির প্রতিকূল আচরণ করেন তিনি কৃতার্থতা বা সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন না।

নামাশ্রয়ং কদাচিৎ স্যাৎ তরত্যেব স নামতঃ।
নাম্নোহি সর্ব্ব সুহৃদো হ্যপরাধাৎ পতত্যধঃ॥

অর্থ ঃ—কিন্তু ঐরূপ অপরাধীও যদি নামের শরণ গ্রহণ করে বা আশ্রয় লাভ করে তাহা হইলে সে কৃতার্থ হইতে পারে। পরন্তু এই রূপ সর্ব্ব সুহৃদ নামের প্রতি যিনি অপযস করেন তাহার অধঃ পতন অবশ্যম্ভাবি।

শ্রীনারদ উবাচ ঃ—

কে তে হ্পরাধা বিপ্রেন্দ্র নাম্নোঃ ভগবতঃ কৃতা।
বিনঘ্নন্তি নৃণাং কৃত্যং প্রাকৃতং হ্যানয়ন্তি হি॥

অর্থ ঃ—শ্রীনারদজী সনৎকুমারকে বলিলেন—হে ব্রহ্মর্ষে! নাম সম্বন্ধে যে অপরাধের কথা বলিলেন তাহা কি প্রকারের। যে সকল অপরাধ করিলে জীবের সুকৃতির নাশ হয় এবং প্রাকৃত গতি প্রাপ্তি হয়।

শ্রীসনৎকুমারোবাচ ঃ—

সতাং নিন্দা নাম্নঃ প্রথমাপরাধং বিতনুতে।
যতঃ খ্যাতিং যাতাং কথমুৎসহতে তৎ বিগর্হাং।

শিবস্য শ্রীবিষ্ণো যইহ গুণাণামাদি সকলং।
ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলুহরিনামাহিতকরঃ॥
• গুরোরবজ্ঞা শ্রুতি শাস্ত্র নিন্দনম্।
তথার্থবাদো হরি নাম্নি কল্পনং।
নাম্নো বলাৎ যস্যহি পাপ বুদ্ধি।
ন বিদ্যতে তস্য যমৈর্হি শুদ্ধিঃ॥
ধর্ম্মব্রত ত্যাগ হুতাদি সর্ব্ব
শুভক্রিয়া সাম্যমপি প্রমাদঃ।
অশ্রদ্দধানেঽপ্য মুখেপ্য শৃণ্বতি
যশ্চোপদেশং সনামাপরাধঃ॥

অর্থ ঃ—নারদকে সনৎকুমার নামসম্বন্ধিয় যে দশ বিধ অপরাধ আছে তাহা বলিলেন যথা ঃ—

১। সজ্জনের নিন্দা, প্রথম নামাপরাধ, সাধু ভক্ত গণ ভগবানের নাম প্রচার করিয়া থাকেন তাঁহাদের নিন্দা নাম সহ্য করিতে পারেন না।

২। শ্রীশিব ভগবানের গুণ নামাদিক যিনি শ্রীবিষ্ণুর নাম ঐশ্বর্য্যাদি হইতে ভিন্ন মনে করেন তিনি নামের নিকট অপরাধী।

৩। শ্রীগুরু দেবকে অবজ্ঞা করা নামাপরাধ।

৪। বেদ পুরানাদি সৎ সাস্ত্রের নিন্দা করা ৪র্থ অপরাধ।

৫। নামের বৈভব ও মাহাত্ম্য শুনিয়া যিনি বিশ্বাস করেন না বা কেবল রুচি আনিবার জন্য প্রশংসা মাত্র করা হইয়াছে,

বলিয়া কল্পনা করেন তিনি নামাপরাধী অর্থাৎ নাম মাহাত্ম্য কেবল অর্থবাদ মাত্র মনে করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে।

৬। নাম জপের বল লইয়া পাপাচরণে প্রবৃত্ত হওয়া মহা অপরাধ। এ প্রকার নাম জাপক কখনও শুদ্ধ হন না। এমন কি যমলোকে নরক ভোগাদি করিয়াও শুদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন কি সন্দেহ।

৭। ধর্ম্ম, ব্রত, দান, ত্যাগ, তপস্যা ও শুভাচরণ আদি ক্রিয়াকলাপকে নামের সমকক্ষ মনে করা নামাপরাধ।

৮। লোভে বশীভূত হইয়া যিনি নাম উপদেশ করেন, তিনি এবং শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির মুখ হইতে যিনি নামোপদেশ শ্রবণ ও গ্রহণ করেন তাঁহারা উভয়েই অপরাধী।

৯। হিংসা প্রমাদাদি ত্যাগ না করিয়া নাম জপ করা নামাপরাধ।

১০। শ্রী নাম মাহাত্ম্য শুনিয়া যিনি নামে প্রীতি রহিত থাকেন এবং আমি ও আমার এই অহঙ্কার বুদ্ধিতে সদাভিনিবিষ্ট থাকেন তিনিও অপরাধী। নাম অপরাধ প্রধানতঃ এই দশ প্রকার জানিবে।

অপরাধ বিনির্ম্মুক্তো পলং নাম্নি সমাচর।
নাম্নৈব তব দেবর্ষে সর্ব্বমেষ্যতি নান্যতঃ॥

হে নারদ অপরাধ বিনির্ম্মুক্ত হইয়া শ্রীরাম নাম জপ মাত্রেই তোমার সমস্ত সিদ্ধি লাভ হইবে, অন্য সাধনে ঐ রূপ হইবে না।

জাতে নামাপরাধেতু প্রমাদেন কথঞ্চন।
সদা সংকীর্ত্তয়ন্নাম তদেব শরণো ভবেৎ ॥

অর্থঃ—ভুল বশতঃ যদি নামাপরাধ ঘটিয়াযায় তাহা হইলে এ নামেরই শরণাপন্ন হইবে এবং সদা নাম কীর্ত্তনের দ্বারা অপরাধ নষ্ট হইয়া যাইবে।

নামাপরাধ যুক্তাণাং নামাণ্যেব হরন্ত্যঘঃ।
অবিশ্রান্ত প্রযুক্তানি তান্যেবার্থ করানি যৎ ॥

অর্থঃ—নাম জপে দ্বারাই নামাপরাধ নষ্ট হয় পরন্তু অবিশ্রান্তভাবে নাম রটনের প্রয়োজন।

নামৈকং যস্য বাচি স্মরণ পথিগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা
শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং তারয়ত্যেব সত্যং।
তচ্চেৎ দেহ দ্রবিন জনতা লোভ পাষণ্ড মধ্যে
নিক্ষিপ্তং স্যাৎ নফলজনকং শীঘ্রমেবাত্র বিপ্র ॥

অর্থঃ—হে নারদ শ্রীরাম নাম একক ত্রাণ করিতে সমর্থ ইহা পরম সত্য। নাম যাহার বাক্য স্মরণ, বা শ্রবণ—গত হইয়াছে তাহার ত্রাণ নিশ্চয়। শুদ্ধভাবে বা অশুদ্ধভাবে প্রযুক্ত হইলেও নাম জীবকে ত্রাণ করে। ইহা পরম সত্য। কিন্তু দেহ, ধন, মান, প্রতিষ্ঠা, জনতা, লোভ, দম্ভ, পাষণ্ডবুদ্ধি, সম্পন্ন ব্যক্তির মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলে নাম শীঘ্র ফলদায়ক হয় না। অনেকেই এই কারণে নাম অবলম্বন করা সত্ত্বেও শীঘ্র কৃতার্থতা লাভ করিতে পারেন না। যেমন পাথরের উপর

সহজে দাগ পড়ে না সেই রূপ তাঁহাদের হৃদয়ে নাম প্রবেশ করেন না।

তত্রৈব বশিষ্ঠ বাক্যং শ্রীভরদ্বাজং প্রতি ঃ—

অহো মহামুনে! লোকে রাম নামাভয়প্রদং
নির্গুণং নির্ম্মলং নিত্যং নির্ব্বিকারং সুধাস্পদং।
প্রত্যক্ষং পরমং গুহ্যং সৌশীল্যাদি গুণার্ণবং
ত্যক্ত্বা মন্দাত্মকা জীবা নানা মার্গানুযায়িণঃ॥

অর্থ ঃ—বশিষ্ট বলিলেন হে মহামুণি ভরদ্বাজ রাম নাম প্রত্যক্ষ অভয়দাতা, গুণাতীত, নির্ম্মল নির্ব্বিকার এবং অমৃতের আস্পদ। সৌশীল্যাদি গুণের সাগর, এবং পরম গুহ্য বস্তু। ইহাকে অনাদর করিয়া মন্দবুদ্ধি জীব নানা মার্গগামী হয়।

যত্রতত্র স্থিতোবাপি সংস্মরেৎ নাম মুক্তিদং
সর্ব্ব পাপ বিমুক্তাত্মা সগচ্ছেৎ পরমাংগতিং॥
মোহানলো লসজ্জ্বালা, জ্বলল্লোকেস্থ সর্ব্বদা।
শ্রীনামাম্ভোধরক্ষায়াম্ প্রবিষ্টো নৈব দহ্যতে॥

অর্থ ঃ—যে কোন স্থানে বসিয়া মুক্তিদাতা নামকে স্মরণ করিলে সমস্ত পাপ তাপ নষ্ট হয় এবং পরম গতি লাভ হয়। মোহরূপ অগ্নিতে সমস্ত সংসার জলিতেছে। ভাগ্যবশে যে জীব শ্রীনামের স্নিগ্ধমেঘছায়াতলে আশ্রয় লাভ করেন তিনি শীতল হন। তিনি মোহাদিজনিত দাহ প্রাপ্ত হন না।

তত্রৈব অম্বরিষং প্রতি নারদ বাক্যং—

সকৃত্ উচ্চারয়েৎ যস্তু রাম নাম পরাৎপরং
শুদ্ধান্তঃ করণো ভূত্বা নির্ব্বাণং অধিগচ্ছতি ॥
কীর্ত্তয়ন্ শ্রদ্ধয়া যুক্তো রাম নামাখিলেষ্টদং
পরমানন্দং আপ্নোতি হিত্বা সংসার বন্ধনং ॥

পরাৎ পর রাম নাম এক বার মাত্র উচ্চারর্ণ করিলে জীব শুদ্ধান্তকরণ হয় এবং নির্ব্বান পদের অধিকারী হয়। শ্রদ্ধার সহিত যিনি নাম কীর্ত্তন করেন তাঁহার সকল মনোরথ পূর্ণ হয়। তিনি পরমানন্দ প্রাপ্ত হন এবং তাঁহার সংসার বন্ধন ও ছুটিয়া যায়।

অনন্য গতয়ো মর্ত্ত্যা ভোগিনোপি পরন্তপাঃ
জ্ঞান বৈরাগ্য রহিতা ব্রহ্মচর্য্যাদি বর্জ্জিতা
সর্ব্বোপায় বিনির্মুক্তা নামমাত্রৈক জল্পকাঃ
জানকী বল্লভস্যাপি ধাম্নি গচ্ছন্তি সাদরং ॥
দুর্লভং যোগীনাং নিত্যং স্থানং সাকেত সংজ্ঞকং
সুখ পুর্ব্বং লভেত্তত্তু নাম সংরাধনাৎ প্রিয়ে ॥

অর্থঃ—যিনি রাম নামে অনন্য ভক্তি লাভ করিয়াছেন তিনি ভোগী হইলেও জ্ঞান বৈরাগ্য ব্রহ্মচর্য্যাদি রহিত হইলেও রাম নাম উচ্চারণ বলে শ্রীজানকী বল্লভের স্বধামে গমন করিবেন। যোগী জনের দুর্লভ সাকেত সংজ্ঞক যে প্রসিদ্ধ পরধাম আছে তাহাই জানকী বল্লভের নিত্যধাম। সম্যক নাম

আরাধনার দ্বারা জীব সেই পরমানন্দ ধাম সুখে লাভ করে। (ভগবান শিব পার্ব্বতীকেও এই উপদেশ করিয়া থাকেন)

তত্রৈব শ্রীকৃষ্ণং বাক্যং অর্জ্জুনং প্রতি ঃ—

অর্জ্জুনোবাচঃ—

ভুক্তি মুক্তি প্রদানৃনাং সর্ব্বকাম ফলপ্রদ।
সর্ব্ব সিদ্ধি করানন্ত নমস্তুভ্যং জনার্দ্দন ॥
যৎ কৃত্বা শ্রীজগন্নাথ মানবা যান্তি সদ্গতিং
মমোপরি কৃপাং কৃত্বা তত্ত্বং ব্রূহি সুখালয়ং॥

অর্থ ঃ—ঐ পদ্মপুরাণে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিতেছেন ঃ—

অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন হে ভুক্তি মুক্তিদাতা সর্ব্বকাম সিদ্ধিদাতা সুখালয় জনার্দ্দন আপনাকে প্রণাম। মনুষ্য দিব্য-ধাম কিরূপে প্রাপ্ত হয় কৃপা করিয়া আমাকে বলুন।

শ্রীকৃষ্ণ উবাচঃ—

যদি পৃচ্ছসি কৌন্তেয়! সত্যং সত্যং বদাম্যহং।
লোকানান্তু হিতার্থায় ইহলোকে পরত্রচ ॥
রাম নাম সদা পুণ্যং নিত্যং পঠতিমো নরঃ।
অপুত্রো লভতে পুত্রং সর্ব্বকাম ফল প্রদং
মঙ্গলানি গৃহে তস্য সর্ব্ব সৌখ্যানি ভারত।
অহোরাত্রং চ যে নোক্তং রাম ইত্যেক্ষর দ্বয়ং ॥*

গঙ্গা স্বরস্বতী রেবা যমুনা সিন্ধু পুষ্করে।
কেদারেত্বূদকং পীতং রাম ইত্যক্ষরদ্বয়ং ॥
অতিথেঃ পোষণং চৈব সর্ব্বতীর্থাবগাহনং।
সর্ব্ব পূণ্যং সমাপ্নোতি রাম নাম প্রসাদতঃ ॥
নগঙ্গা নগয়া কাশী নর্ম্মদা চৈব পুষ্করং।
সদৃশং রাম নাম্নাতু নভবন্তি কদাচন ॥
তেন দত্তং হুতং তপ্তং সদা বিষ্ণু সমর্চ্চিতং।
জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে যস্য রাম ইত্যক্ষর দ্বয়ং ॥
সর্ব্বং কৃত্যং কৃতং তেন যেনোক্তং রামনামকং।
প্রায়শ্চিত্তং কৃতং তেন মহাপাতক নাশনং ॥
তপ স্তপ্তং চ যে নোক্তং রাম ইত্যক্ষরদ্বয়ং।
চত্বারঃ পঠিতাঃ বেদা সর্ব্বে যজ্ঞাশ্চ যাজিতাঃ
ত্রিলোকি মোচিতা তেন রাম ইত্যক্ষর দ্বয়ং ॥
ভুতলে সর্ব্ব তীর্থানি আসমুদ্রে সরাংশিচ।
সেবিতানি চ যেনোক্তং রাম ইত্যক্ষরদ্বয়ং ॥

অর্থ ঃ—শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন

হে অর্জ্জুন তুমি যে প্রশ্নটী করিলে তাহা ইহ ও পর উভয় লোকের পরম হিতকর। আমি যাহা বলি সাবধান পূর্ব্বক শ্রবণ কর।

রাম নাম পরম পবিত্র সত্য। এ নাম যিনি উচ্চারণ করেন তিনি সর্ব্ব প্রকার সুখ লাভ করেন তাঁহার সকল কামনা

পরিপূর্ণ হয়। অপুত্র হইলে পুত্র লাভ করেন এবং অহোরাত্র এই দুই অক্ষর যিনি উচ্চারণ করেন সমস্ত মঙ্গল তাঁহার গৃহে বিরাজ করে এবং সকল প্রকার সুখ তাঁহার গৃহে বাস করে। যিনি রাম এই দুই অক্ষর উচ্চারণ করেন তিনি গঙ্গা যমুনা স্বরস্বতী রেবা সিন্ধু পুষ্কর কেদার আদি সমস্ত তীর্থের উদক পান করার ফল লাভ করেন। অতিথি সৎকার বা সমস্ত তীর্থাবগাহনাদির পূণ্য রাম নাম প্রসাদে লাভ করেন। গঙ্গা গয়া কাশী নর্ম্মদা ও পুষ্করাদি তীর্থ কেহই রাম নামের সদৃশ মহিমাশালী নহে। নিশ্চয় জানিও যিনি "রাম" এই দুই অক্ষর জিহ্বাগ্রে স্থিত করিয়াছেন তিনি সমস্ত দান, যজ্ঞ, তপস্যা, এবং বিষ্ণু সমর্চ্চন সেবার সমস্ত ফল লাভ করেন। সমস্ত সৎ-কৃত্যের ফল প্রাপ্ত হন। মহাপাতক নাশন প্রায়শ্চিত্ত ও তপস্যাদির ফল প্রাপ্ত হন। এই দুই অক্ষর উচ্চারণের দ্বারা চতুর্ব্বেদ পঠিত হয়। সমস্ত যজ্ঞ যাজিত হয় এবং এই দুই অক্ষর ত্রিলোককে ত্রাণ করে।

অর্জ্জুনোবাচ ঃ—

যদা ম্লেচ্ছময়ী পৃথ্বী ভবিষ্যতি কলৌযুগে
কিং করিষ্যতি লোকোহয়ম্ পতিতো রৌরবালয়ে ॥

অর্জ্জুন প্রশ্ন করিলেন ঃ—হে ভগবান যখন কলিযুগে সমগ্র পৃথিবী ম্লেচ্ছময়ী হইবে এবং জীবগণ রৌরব নরক গামী হইবে তখন তাহাদিগকে ত্রাণ করিবার কি উপায় থাকিবে ?

শ্রীকৃষ্ণউবাচ :—

ন সন্দেহস্ত্বয়া কার্য্যা ন বক্তব্যং পুনঃ পুনঃ
পাপী ভবতি ধর্ম্মাত্মা রাম নাম প্রভাবতঃ ॥
ন ম্লেচ্ছ স্পর্শনাৎ তস্য পাপং ভবতি দেহিনঃ
তস্মাৎ প্রমুচ্যতে জন্তু যস্মরেৎ রামদ্ব্যক্ষরং ॥
রামস্তবমধীয়ানঃ শ্রদ্ধাভক্তি সমন্বিতঃ
কুলাযুতং সমুদ্ধৃত্য রামলোকে মহীয়তে ॥
রাম নামামৃতং স্তোত্রং সায়ং প্রাতঃপঠেন্নর
গোঘ্নঃ স্ত্রী বালঘাতীচ সর্ব্ব পাপৈঃপ্রমুচতে ॥

অর্থ :—

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন :—

হে অর্জ্জুন এইরূপ সন্দেহ করিয়া পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য নহে। যেরূপ পাপীই হউক রাম নাম প্রভাবে ধর্ম্মাত্মা হইবে ম্লেচ্ছ স্পর্শজনিত পাপ তাহার হইবে না। আর শ্রদ্ধাভক্তি সমন্বিত হইয়া যিনি রামস্তবাদি পাঠ করিবেন তিনি অযুত কুল উদ্ধার করিয়া শেষে রামলোক প্রাপ্ত হইবেন। যিনি শ্রীরামনামময় অমৃতস্বরূপ স্তোত্রাদি সায়ং প্রাতঃ পাঠ করিবেন তিনি গো হত্যা স্ত্রীহত্যা বালহত্যা ইত্যাদি সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইবেন।

তত্রৈব অগস্ত্যবাক্যং শ্রীরামচন্দ্রং প্রতি—

বিশ্বরূপস্য তে রাম বিশ্ব শব্দাহি বাচকাঃ।
তথাপি রাম নামেদং প্রভো। মুখ্যতমং স্মৃতং ॥

অর্থ :—

ঐ পদ্মপুরাণে অগস্ত্য মুণি শ্রীরামচন্দ্রকে বলিতেছেন :—

হে বিশ্বরূপ রাম! বিশ্বের সমস্ত শব্দই আপনার বাচক তথাপি আমার মনে হয় শ্রীরাম নাম মুখ্যতম।

অর্থ :—

তত্রৈব শ্রীব্যাস বাক্যং বিপ্রং প্রতি ঃ—

রাম নামাংশতো জাতা ব্রহ্মাণ্ডা কোটি কোটিশঃ।
রাম নাম্নি পরে ধাম্নি সংস্থিতা স্বামিভিঃ সহ ॥
বিশ্বাসঃ সুদৃঢ়ং নাম্নি কর্ত্তব্যো সাধকোত্তমঃ।
নিশ্চয়ং হি পরাং সিদ্ধিং শীঘ্রং প্রাপ্নোত্যসংশয়ম ॥
চিত্তস্যৈকাগ্রতা বিপ্রা, নাম্নি কার্য্যা প্রযত্নতঃ।
বৃত্তি রোধং বিনা হার্দং দুর্লভং মুণিমামপি ॥
অহোভাগ্যং অহোভাগ্যং অহোভাগ্যং পুনঃ পুনঃ
যেষাম্ শ্রীমৎ রঘুত্তংস নাম্নি সংজায়তে রতিঃ ॥

ঐ পদ্ম পুরাণে ব্যাসদেব বিপ্রগণকে বলিতেছেন :—

শ্রীরাম নামাংশ হইতে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড উদ্ভূত হইয়াছে। পরধাম শ্রীরাম নামে সদা সংস্থিত। অন্যান্য ধাম স্ব স্ব স্বামির সহ রাম নামে সংস্থিত। হে বিপ্রগণ! রামনামের উত্তম সাধন প্রয়োজন। সর্ব্ববিষয় হইতে মনকে প্রত্যাহার করিয়া সুদৃঢ় বিশ্বাসপুর্ব্বক রামনামে চিত্তৈকাগ্রতা লাভ করিলে অনায়াসে পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাবৎ রজঃ ও

তমোগুণ নিবৃত্ত না হয় তাবৎ মুণিগণও পরমানন্দ অনুভব করিতে সমর্থ হন না। আহা যাঁহাদের শ্রীরাম নামে যথার্থ রতি জন্মিয়াছে তাঁহারা পরম ভাগ্যবান পরম ভাগ্যবান।

শ্রীশিব বাক্যং শিবানিং প্রতি ঃ—

কামাৎ ক্রোধাৎ ভয়াৎ মোহাৎ মৎসরাদপি যঃ স্ময়েৎ
পরং ব্রহ্মাত্মকং নাম রাম ইত্যক্ষরদ্বয়ং
যেষাম শ্রীরাম নাম্নি পরাপ্রীতিরচঞ্চলা
তেষাম্ সর্ব্বার্থ লাভশ্চ সর্ব্বদাস্তি শৃনু প্রিয়ে ॥
গিরিজে হৃদ্রিসুতে ধন্যা নাস্তি তৎসদৃশী কচিৎ।
যস্মাৎ তব মহাপ্রীতি বর্ত্ততে রাম নাম্নি বৈ ॥
সর্ব্বেঽবতারা শ্রীরাম নাম শক্তি সমুদ্ভবাঃ
সত্যং বদামি দেবেশি নাম মহাত্ম্যমদ্ভুতম্ ॥

অর্থ ঃ—

স্কন্দ পুরাণে শিবানীকে শিব বলিতেছেন—কাম, ক্রোধ, মোহ, হর্ষ, ঈর্ষাদি পরবশ হইয়াও পরব্রহ্ম বাচক রামনাম স্মরণ করিলে জীব কৃতার্থ হয়। বিশুদ্ধ চিন্ময় রাম নামে যাঁহার প্রীতি অচলা তাহার সর্ব্বদা সমস্ত মনোরথ পূর্ণ হয়। হে দেবেশী তুমি ধন্যা যেহেতু রামনামে যাহার প্রীতি অচলা তাহার সর্ব্বদা সমস্ত মনোরথ পূর্ণ হয়। হে দেবেশী তুমি ধন্যা যেহেতু রামনামে তোমার অপার প্রীতি। শ্রীরামনামের বৈভব অধিক কি বলিব। ভগবানের সমস্ত অবতার নামশক্তি হইতে উদ্ভুত ইহা সত্য জানিও।

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ ঃ—

জয়স্বরঘুনন্দন রাম চন্দ্র,
প্রপন্ন দীনার্ত্তি হরাখিলেশ।
বাঞ্ছামহে নাম নিরাময়ং সদা
প্রদেহি ভগবন্ কৃপয়া কৃপালো॥
তন্নাম সংকীর্ত্তনতো নিশাচরা।
দ্রবন্তি ভূতা ন্যপযান্তি চারয়।
নাশং তথা সংপ্রতি যান্তি রাজন।
ততঃপরং ধাম প্রযাতি সাক্ষাৎ॥
সুখপ্রদং রামনাম মনোহরং
যুগাক্ষরং ভীতিহরং শিবাকরং
যশস্করং ধর্ম্মকরং গুণাকরং
বচোবরং মে হৃদয়েঽস্তু সাদরং॥

অর্থ ঃ—ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে ধর্ম্মরাজ শ্রীরামচন্দ্রের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন। হে রামচন্দ্র আপনার জয় হউক। আপনি প্রপন্ন, দীনের আর্ত্তিহারি অখিলেশ্বর। আমার সবিনয় প্রার্থনা আপনি আমাদিগকে আপনার নিরাময় রাম নাম দান করুন। আপনার নাম যথায় কীর্ত্তিত হয় তথা হইতে সমস্ত ভূত প্রেত রাক্ষসাদি পলায়ন করে। আপনার শ্রীরাম নাম অতিশয় সুখপ্রদ, মনোহর, সর্ব্বভীতিহারি মঙ্গলময়, যশস্কর, সর্ব্বগুণাকর। আমার প্রার্থনা এই যে পরম অক্ষর ব্রহ্ম হৃদয়ে নিবাস করে।

তত্রৈব ঃ—

রাম নাম প্রভাদিব্যাবেদবেদান্ত পারগাঃ
যেষাং স্বান্তে সদাভাতিতে পূজ্যা ভুবনত্রয়ে ॥

অর্থ ঃ—শ্রীরাম নামের প্রভাব পরম দিব্য। বেদ বেদান্তের পারগামী। যাঁহার হৃদয়ে রামনাম প্রকাশিত হয় তিনি ত্রিভূবন পূজিত হয়েন।

বিষ্ণুপুরাণ ঃ—

ব্যাস বাক্যং শুকং প্রতি ঃ—

অবশেঽপি, যন্নাম্নি কীর্ত্তিতে সর্ব্বপাতকৈ ঃ—
সদ্য পাপাৎ বিমুচ্যন্তে সিংহস্ত্রস্তা মৃগাইব ॥
ধ্যায়ন্ কৃতে·যজন্ যজ্ঞে ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চয়ন্
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ শ্রীরাম কীর্ত্তনাৎ ॥

অর্থ :—বিষ্ণুপূরাণে ব্যাস শুকদেবকে বলিতেছেন ঃ—কলি যুগে অবশে অবজ্ঞায়ও রাম নাম কীর্ত্তন করিলে জীব সর্ব্বপাপ মুক্ত হয়। বস্তুতঃ সিংহ ত্রস্ত মৃগের ন্যায় পাপ আপনি পলায়ন করে।

সত্যযুগে ধ্যানের দ্বারায় জীব কৃতকৃত্যহয়েন, ত্রেতায় যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা এবং দ্বাপর যুগে ভগবানের অর্চ্চনা দ্বারা কৃত কৃতার্থ হয় পরন্তু কলিযুগে কেবল রাম নাম কীর্ত্তনের দ্বারা জীব ঐ ফল লাভ করে।

তত্রৈব শ্রীসনৎ কুমার বাক্যং বশিষ্ঠং প্রতি

প্রসঙ্গেনাপি শ্রীরাম নাম নিত্যং বদন্তি যে।
তে কৃতার্থা মুনিশ্রেষ্ঠ সর্ব্বদোষোদ্গতা সদা॥
দৃষ্টং শ্রুতং ময়া সর্ব্বং যৎকিঞ্চিৎ সারমুত্তমম্।
পরন্তু রাম নামৈক বৈভবংতু পরাৎ পরম॥

অর্থ :—ঐ বিষ্ণুপুরাণে সনৎ কুমার বশিষ্ঠকে বলিতেছেন। প্রসঙ্গক্রমে রাম নাম উচ্চারণ করিলে জীব কৃতার্থ এবং পাপ রহিত হয়। আমি সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া যাহা উত্তম সার বস্তু বলিয়া বুঝিয়াছি তাহা শ্রীরাম নাম। ইহার বৈভব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

তত্রৈব বিরিঞ্চি বাক্য মরীচিং প্রতি :—

কেচিৎ যজ্ঞাদিকং কর্ম্ম কেচিৎ জ্ঞানাদিসাধিনং।
কুর্ব্বন্তি নাম বিজ্ঞান বিহীনা মানবা ভুবি॥
তত্র যোগরতা কেচিৎ কেচিৎ ধ্যান বিমোহিতাঃ
জপে কেচিত্তু ক্লিশ্যন্তি নৈব জানন্তি তারকং॥
অহংচ শঙ্করো বিষ্ণু স্তথা সর্ব্বেদিবৌকসঃ
রাম নাম প্রভাবেন সংপ্রাপ্তা সিদ্ধিমুত্তমাম্॥
নির্ব্বর্নং রাম নামেদং বর্ণানাং কারণং পরং
যে স্মরন্তি সদা ভক্ত্যা তে পূজ্যাভুবনত্রয়ে॥

অর্থ :—ঐ বিষ্ণু পুরাণে ব্রহ্মা মরীচিঋষিকে বলিতেছেন কেহ যজ্ঞাদি কর্ম্ম কেহ জ্ঞানাদি সাধন লইয়া ব্যস্ত। পরন্তু তাঁহারা রামনাম বিজ্ঞান অবগত নহেন। নামের প্রভাব অবগত নহেন বলিয়াই তাঁহারা ঐ সকল সাধনে রত। কেহ

যোগ রত কেহ ধ্যান মোহিত কেহ বা জপ ক্লিষ্ট, কিন্তু কোন্ বস্তু যে তারক তাহা অবগত নহেন। আমি মহাদেব এবং বিষ্ণু ভগবান তথা সমস্ত দেবতাগণ শ্রীরাম নাম প্রভাব দ্বারা সমস্ত উত্তমা সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছি ও হইয়াছেন রাম নাম নির্ব্বর্ন অর্থাৎ কেবল মাত্র অর্দ্ধমাত্রা (´) রেফ ও (ং) বিন্দু রূপ মাত্র। সমস্ত বর্ণের পরম কারণ। ভক্তি পূর্ব্বক এই রাম নাম জপ করিলে জীব ত্রিভুবন পূজিত হয়।

ভবিষোত্তর পূরাণ ঃ—

শ্রীনারায়ণ বাক্যং লক্ষ্মীং প্রতি ঃ—

ভজস্ব কমলে নিত্যং নাম সর্ব্বেশ পূজিতং
রামেতি মধূরং সাক্ষাৎ ময়া সংকীর্ত্ত্যতে হৃদি।
রামা নামাত্মকং গ্রন্থ শ্রবনাৎ প্রাণবল্লভে
শুদ্ধান্তঃকরণো ভূত্বা সগচ্ছেৎ রাম সন্নিধিং।
জীবাঃ কলিযুগে ঘোরা রামপাদ পরাঙ্মুখাঃ
ভবিষ্যন্তি প্রিয়ে সত্যং রাম নাম বিনিন্দিকা।
গমিষ্যন্তি দুরাচারা নিরয়ে নাত্র সংশয়ঃ।
কথং সুখং ভবেদ্দেবী রাম নাম বহির্মুখে।
সর্ব্বোষাং সাধনাং বৈ শ্রীনামোচ্চারণং পরম,
বদন্তি বেদ মর্ম্মজ্ঞা নিমগ্না জ্ঞান সাগরে।
যৎ প্রভাবাৎ ময়া নিত্যং পরমানন্দ দায়কং
রূপং রস ময়ং দিব্যং দৃষ্টং শ্রীজানকী পতেঃ।

ভবিষ্যোত্তর পুরাণে শ্রীনারায়ণ লক্ষ্মী দেবীকে বলিতেছেনঃ— হে কমলে শ্রীরাম নাম ভজন কর এই নাম সমস্ত ঈশ্বর কর্ত্তৃক পূজিত এবং অতীব মধুর। আমি সর্ব্বদা হৃদয়ে কীর্ত্তন করিয়া থাকি। শ্রীরামাত্মক গ্রন্থ পাঠে হৃদয় শুদ্ধ হয় এবং জীব ভগবৎ সান্নিধ্য লাভ করে। কলির জীব মহামলিন। রাম পাদ পরাঙ্মুখ এবং রাম নাম নিন্দক এই রূপ দুরাচারী অবশ্যই নরক গামী হইবে। রাম নাম বিমুখ জীব কখনই সুখ লাভ করে না। সাধন সকলের মধ্যে নাম উচ্চারণই শ্রেষ্ঠ। জ্ঞান নিমগ্ন বেদজ্ঞদিগের ইহাই মত। আমি রাম নাম প্রভাবে সেই নিত্য নিরঞ্জন দিব্য রস স্বরূপ জানকী পতিকে দর্শন কবিয়া থাকি।

তত্রৈব নারদ বাক্যং ভরদ্বাজং প্রতি ঃ—

যোগাদি সাধনে ক্লেশং দুস্তরং সর্ব্বথা মুনে
অথ সৌলভ্য সন্মার্গ সংগচ্ছেৎনাম সংস্মরণ্‌।
অনায়াসেন সর্ব্বস্বং দুর্লভং মুনিসত্তম।
প্রভাবাৎ রাম নাম্নাস্তু লভতে রূপমদ্ভূতং।

ঐ পুরাণে শ্রীনারদ ভরদ্বাজ মুণিকে বলিতেছেন যোগাদি সাধন ক্লেশকর ও দুস্তর। নাম স্মরণ সুলভ সৎ মার্গ। ইহা দ্বারা অনায়াসে দুর্লভ সিদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং ভগবানের দিব্যরূপ সাক্ষাৎ করা হয়।

শ্রীনারদীয় পুরাণ

সুত বাক্যং শৌনকং প্রতি ঃ—

ভয়ং ভয়ানাং অপহারিণী স্থিতে
পরাৎ পরেনাম্নি প্রকাশ সংপ্রদে
যস্মিণ স্মৃতে জন্ম শতোদ্ভবানি
ভয়ানি পাপানিচ যান্তি তাত ॥
আয়াসঃ স্মরণে কোঽস্তি স্মৃতৌ যচ্ছতি শোভনং
পাপ ক্ষয়শ্চ ভবতি স্মরতাং তদহর্নিশং
প্রাতর্নিশি তথা সন্ধ্যা মধ্যাহ্লাদিষু সংস্মরণ্
শ্রীমৎ রামাৎ সমাপ্নোতি সদ্য পাপক্ষয়ো নরঃ ॥
রাম সংস্মরণাৎ শীঘ্রং সমস্ত ক্লেশ সংক্ষয়ং
মুক্তিং প্রযাতি বিপ্রেন্দ্র তস্য বিঘ্নো ন বাধতে ॥

নারদীয় পুবানে সূত শৌনাককে বলিতেছেন ঃ—

অর্থ ঃ—শ্রীরাম নাম ভয় সমুহের ভয় দায়ক। স্বয়ং প্রকাশ পরাৎপর, বস্তু, স্মরণে শত জন্মের পাপ নাশ হয়, স্মবণে কোন বিশেষ শ্রম নাই তথা অনন্ত প্রকার লাভ আছে। অহর্নিশি স্মরণে সমস্ত পাপই ক্ষয় হয়। প্রাতে, রাত্রিতে, মধ্যাহ্নে, সায়ং কালে, যে কোন সময়ে নাম স্মরণে পাপ ক্ষয় ও ক্লেশ ক্ষয় হইয়া থাকে পরে মুক্তিলাভ হয় এবং কোন বিঘ্ন বাধিতে পারে না।

তত্রৈব শ্রীনারদ বাক্যং ব্যাসং প্রতি ঃ—

সর্ব্বেষাম্ সাধনানাংচ সংদৃষ্টং বৈভবং ময়া
পরন্তু নাম মাহাত্ম্যং কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্

ভবতাপি পরিজ্ঞাতং সর্ব্ব বেদার্থ সংগ্রহম্
নাম্ন পরং ক্বচিৎ তত্ত্বং দৃষ্টং সত্যং বদস্ববৈ ॥

এই পূরাণে নারদ ব্যাসকে বলিলেন ঃ—

হে ব্যাস আমি সর্ব্বপ্রকার সাধনের বৈভব অবগত আছি কিন্তু কেহই নামের ষোড়শ ভাগের সমান নহে। আপনিও সমস্ত বেদ পবিজ্ঞাত আছেন। নাম হইতে শ্রেষ্ঠ যদি কিছু পাইয়া থাকেন বলুন।

বহু ধাপি ময়া পূর্ব্বং কৃতং যত্নং মহামুণে
নৈব প্রাপ্তং পরানন্দ সাগরং জন্ম কোটিভিঃ
যাবচ্ছ্রী রাম নাম্নস্ত প্রভাবং বৈ পরাৎ পরং
নোভ্যস্তং হৃদয়ে ব্রহ্মণ তাবন্নানার্থ নিশ্চয়ং ॥

নারদ পুনরায় বলিলেন। হে ব্যাস পরানন্দ প্রাপ্তির জন্য আমি বহু প্রযত্ন করিয়াছি। পবন্তু যত দিন না শ্রীরাম নাম অভ্যস্ত হইয়া হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে ততদিন পরানন্দ প্রাপ্ত হই নাই এবং নানাবিধ সাধন লইয়াছিলাম।

শিব পূরাণ ঃ—

সীতয়া সহিতং রাম নাম জাপ্যং প্রযত্নতঃ
ইদমেব পরং প্রেম কারণং সংশয়ংবিনা।
সকৃৎ উচ্চারণাদেব মুক্তিং আয়াতি নিশ্চিতং
নজানেহহং শতাদীনাং ফলং বেদৈরগোচরং ॥

শিব পূরাণে নারদের প্রতি শিব বাক্যঃ —

অর্থ ঃ—প্রযত্ন পূর্ব্বক সীতাসহিত রাম নাম জপ করা কর্ত্তব্য! পরাভক্তি ও প্রেমের ইহাই নিশ্চংশয় কারণ। একবার মাত্র উচ্চারণে মুক্তি লাভ হয়। আর শত সহস্র উচ্চারণে যে ফল হয় তাহা বেদেরও অগোচর।

যন্নাম সততং ধ্যাত্বা হ্ বিনাশিত্বং পরং মুনে
প্রাপ্তং নাম্নৈব সত্যং চ সগোপ্যং কথিতং ময়া।

অর্থ ঃ—হে নারদ তোমায় গুহ্য কথা বলিতেছি—শ্রীরাম নাম সতত ধ্যান বলে আমি অবিনাশী পদ প্রাপ্ত হইয়াছি।

তত্রৈব ঃ—

শ্রীরাম নাম সকলেশ্বরমাদিদেবং
ধন্যা জনা ভুবিতলে সততং স্মরন্তি
তেষাম ভবেৎ পরমং মুক্তি প্রযত্নভঃ তথা
শ্রীরাম নাম ভক্তি রচলা বিমলা প্রসাদদা॥

অর্থঃ—অখিলেশ্বর রাম নাম যিনি জপ করেন তিনি ভূমিতলে ধন্য এবং পরম মুক্তির অধিকারী। তথাচ অবিচলা বিমলা প্রসন্নতা দায়িনী পরাভক্তি প্রাপ্ত হয়েন।

রাম নাম সদা সেব্যং জপরূপেন নারদ
ক্ষণার্দ্ধং নাম সংহীনং কালং কালাতি দুঃখদং॥

অর্থঃ—রাম নাম সদা সেব্য জপ রূপে। নাম রহিত ক্ষণার্দ্ধ কালও অতি দুঃখ দায়ক।

শ্রীমদ্ভাগবত :—

শুকদেব বাক্যং পরিক্ষিতং প্রতি :—

আপন্নঃ সংস্মৃতিং ঘোরাং যন্নাম বিবশো গৃনন।
ততো সাদ্যো—বিমুচ্যেত যদ্বিভেতি স্বয়ং ভয়ম্।
কলিং সভাজয়ত্যার্য্যা গুনজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ
যত্র সংকীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বস্বার্থা-ভিলভ্যতে॥

শুক দেব পরিক্ষীৎকে বলিতেছেন :—"ঘোর সংসার দুঃখে পতিত হইয়া বিবশ অবস্থায়ও যে রাম নাম উচ্চারণ করে, তাহার শীঘ্র সমস্ত ক্লেশ দূর হয়। এই নামকে স্বয়ং ভয়ও ভয় করে। কলি যুগের এই প্রশংসা যে কেবল নাম উচ্চারণের দ্বারা সমস্ত সুখ ও স্বার্থ লাভ হয়। ইহা মহাত্মা সারগ্রাহী গণ সর্ব্বদা বলিয়া থাকেন।

অজ্ঞানাৎ অথ বা জ্ঞানাৎ উত্তম শ্লোক নাম যৎ
সংকীর্ত্তিতং অঘং পূংসাং দহত্যেধো—যথানলঃ।
ব্রহ্মহা পিতৃহাগোঘ্নো মাতৃহা চার্য্যহা ঘবান—
শ্বাদঃ পুক্কসকোবাপি শুদ্ধেরন্ যস্য কীর্ত্তনাৎ॥

নাতঃ পরং কর্ম্ম বিবন্ধ কৃন্তনম্
মুমুক্ষতাং তীর্থ পদানুকীর্ত্তনাৎ—
নতৎ পুনঃ কর্ম্মসু সজ্জতমনো
রজস্তমোভ্যাম্ কলিলং পরম্ যথা॥

এবং ব্রতঃ সপ্রিয় নাম কীর্ত্ত্যা
জাতানুরাগো ব্রত চিত্ত উচ্চৈঃ
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়
ত্যুন্মাদ বৎ নৃত্যতি লোক বাহ্য ॥

শুকদেব পরীক্ষিতকে বলিতেছেন :—

কলিযুগের বিশেষত্ব এই যে কলিকালে ভগবানের নাম উচ্চারণ দ্বারা সর্ব্বার্থ লাভ হয়। অজ্ঞানে উত্তম শ্লোকঃ রাম-নাম স্মরণ করিলে পাপ সকল প্রনষ্ট হয়, যেমন অগ্নি শুষ্ক পত্রাদিকে জ্বালাইয়া ভস্মসাৎ করে। ব্রহ্মঘাতী, পিতৃঘাতী, মাতৃঘাতী ও গোঘাতি পাপ রহিত হয়। চণ্ডাল পুক্কসাদি মহা নীচ জাতিও নামের প্রভাবে শুদ্ধ হয়। কীর্ত্তনের তুল্য কর্ম্ম বন্ধন কাটাইবার সামর্থ্য কাহারও নাই। ইহাতে মন নির্ম্মল হয়, রজঃ ও তম গুণ নষ্ট হয়। প্রেম লক্ষণাভক্তি জীব প্রাপ্ত হয়। সেই জাতানুরাগ ব্যক্তির লক্ষণ বলিতেছি শুন। তিনি কখন হাসিতে থাকেন, কখন কাঁদিয়া উঠেন, কখন উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে থাকেন, এবং কখনও উন্মাদের ন্যায় নর্ত্তনাদি করেন এবং লোক লোকাচারের বহির্ভূত হয়েন।

তত্রৈব ঃ—

যথাগদং বীর্য্যতমং উপযুক্তং যদৃচ্ছয়া।
অজানতো আত্ম গুণং কুর্য্যাং মন্ত্রোপ্যুদাহৃতঃ ॥

অর্থঃ—যেমন কোন শক্তিমান ঔষধি (সুরা, বিষাদি) আপনা আপনিই ফল উৎপাদন করে সেইরূপ অজ্ঞাত অবস্থায়

বা জ্ঞান বিনা রাম নাম গ্রহণ করিলে আপনাআপনি সংসার দুঃখ মিটিয়া যায়।

মার্কণ্ডেয় পূরাণ ঃ—

শ্রীব্যাস বাক্যং শিষ্যান্ প্রতি ঃ—

ধর্ম্মান শেষ সংশুদ্ধান্ সেবন্তে যে দ্বিজোত্তমাঃ
তেভ্যোহনন্ত গুণং প্রোক্তং শ্রেষ্ঠং শ্রীনাম কীর্ত্তনম্।
যস্যানুগ্রহতো নিত্যং পরমানন্দ সাগরং
রূপং শ্রীরাম চন্দ্রস্য সুলভং ভবতি ধ্রুবং ॥
বেদানাং সার সিদ্ধান্তং সর্ব্ব-সৌখ্যৈক কারণম
রাম নাম পরম ব্রহ্ম সর্ব্বেষাম্ প্রেমদায়কং ॥
তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রাম নাম মাঙ্গল্য কারকং
ভজধ্বং সাবধানেন ত্যক্ত্বা সর্ব্বদুরাগ্রহান্ ॥
নিত্যং নৈমিত্তিকং সর্ব্বং কৃতং তেন মহাত্মনা
যেন ধ্যাতং পরম প্রাপ্যং নাম নির্ব্বান দায়কং ॥
জিহ্বা সুধাময়ী তস্য যস্য নামামৃতে রুচিঃ।
কৃতকৃত্য স এব স্যাৎ সর্ব্ব দোষৈক দাহকঃ ॥

অর্থ ঃ—ব্যাস শিষ্য দিগকে বলিতেছেন ঃ—

শুদ্ধ ব্রাহ্মণ গণ ধর্ম্মাদি সেবা করিয়া যে ফল লাভ করেন, তাহা হইতে রামনাম কীর্ত্তন, অনন্ত গুণ ফল দায়ক। শ্রীরাম নামের অনুগ্রহে জীবের পরমানন্দ সাগর শ্রীরামরূপ সাক্ষাৎ হয়। রাম নাম বেদের সার সিদ্ধান্ত সর্ব্ব সুখের কারণ

এবং সহজ প্রেমদায়ক অতএব হে শিষ্যগণ মঙ্গল ময় রাম নাম সাবধানে ভজন কর। বৃথা বাদবিবাদ ত্যাগ কর। যিনি ঐ রূপ করেন তিনি নৈমিত্তাকাদি শুভাচরণের পুণ্য লাভ করেন। তিনি কৃতকত্য ও সর্ব্ব দোষ দাহক। রাম নামামৃতে যাঁহার রুচি হইয়াছে তাঁহার জিহ্বা সুধাময়ী।

তত্রৈব ব্যাস বাক্যং সুতং প্রতি ঃ—

রাম নাম পরং গূহ্যং সর্ব্ব-বেদান্ত বন্দিতং
যে রসজ্ঞা মহাত্মনঃ তেজানন্তিপরেশ্বরম।
নাম স্মরণনিষ্ঠানাম্ নির্ব্বিকল্পৈক চেতসাং
কি দুলর্ভং ত্রিলোকেষু তেষাং সত্যং বদাম্যহম॥
অজ্ঞান প্রভবং সর্ব্বং জগৎ স্থাবর জঙ্গমং
রাম নাম প্রভাবেন বিনাশং জায়তে ধ্রুবং॥
ভজস্ব সততং নাম জিহ্বায়াম্ শ্রদ্ধয়া সহ।
স্বল্পকেনৈব কালেন মহামোদঃ প্রজায়তে॥
ধন্যং কুল বরং তস্য যস্মিন শ্রীরাম তৎপরঃ
জায়তে সত্য সংকল্প পুত্র শ্রীশেষু বল্লভঃ॥

অর্থ ঃ—ঐ পূরাণে শ্রীসুতের প্রতি ব্যাস বাক্য ঃ—

রাম নাম শ্রীভগবানের মহাগূহ্য নাম। সর্ব্ব বেদান্ত বর্ণিত, রসজ্ঞ মহাত্মাগণ এই নাম পরেশ্বরের বিজ্ঞান অবগত আছেন। নাম স্মরণ নিষ্ঠ বিকল্পাদি রহিত চিত্তসম্পন্ন মহাত্মার ত্রিলোকের কোন বস্তুই অপ্রাপ্য নাই। স্থাবর জঙ্গমাদি বিচিত্র যে

সৃষ্টি দৃষ্ট হইতেছে তাহা অজ্ঞান প্রসূত। রাম নামের প্রভাবে সেই অজ্ঞান বিনষ্ট হয়, অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়, এবং সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ পরম ব্রহ্মের দৃষ্টি লাভ হয়। যিনি শ্রদ্ধাসহ রাম নাম ভজন করেন তিনি অল্প কালের মধ্যেই পরমানন্দ প্রাপ্ত হয়েন। শ্রীরাম তৎপর পুত্র যে কুলে জন্মগ্রহণ করে সে কুলধন্য কারণ সেই পুত্রই সত্য সংকল্প এবং শ্রীভগবানের প্রিয় কৃপা পাত্র।

গরুড় পূরাণ ঃ—

শ্রীবিষ্ণু বাক্যং বৈনতেয় প্রতি ঃ—

শ্রীরাম রাম রামেতি যে বদন্ত্যপি পাপিনঃ
পাপ কোটী সহস্রেভ্যঃ তেষাং সন্তরণংধ্রুবং ॥
কলৌ সংকীর্ত্তনাদেব সর্ব্ব পাপং বিমোহতি।
তস্মাৎ শ্রীরাম নামস্তু কার্য্যং সংকীর্ত্তনং বরং ॥

অর্থ ঃ—যিনি শ্রীরাম রাম রাম ইতি জপ করেন, তিনি সহস্র কোটী পাপ হইতে মুক্ত হন। কলিযুগ নামের যুগ। নাম কীর্ত্তনের দ্বারাই সর্ব্ব পাপ ইহ যুগে বিনষ্ট হয়। অতএব শ্রীরাম নাম কীর্ত্তন, জীব মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

অগ্নি পূরাণ ং—

শ্রীমহাদেব বাক্যং দুর্ব্বাসসং প্রতি

নভয়ং যম দূতানাং নভয়ং রৌরবা দিকং
নভয়ং প্রেত রাজস্য শ্রীমন্নামানু কীর্ত্তনাৎ।
যশ্চ পরাহ্নে পূর্ব্বাহ্নে মধ্যাহ্নেচ তথা নিশি
কায়েন, মনসা বাপি কৃতং পাপং দুরাত্মনা ॥

পরং ব্রহ্ম পর্ম ধাম পবিত্রং পরমঞ্চযৎ
রাম নাম জপাৎ শীঘ্রং বিনষ্টং ভবতি ধ্রুবং ॥
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ স্ত্রী শূদ্রাদ্যা স্তথান্ত্যজাঃ
যত্র কুত্রান্ন কুর্ব্বন্তি রাম নামান্ন কীর্ত্তনং

অর্থ ঃ—অগ্নি পূরাণে মহাদেব দুর্ব্বাষা ঋষিকে বলিতেছেন রাম নাম কীর্ত্তনে যম দুতাদি তথা রৌবব নরকাদির ভয় থাকে না। প্রাতে মধ্যাহ্ণে, অপরাহ্ণে অথবা রাত্রিকালে দুরাত্মা জীব যে পাপ সঞ্চয় করে পবিত্র পরম প্রভাবশালী পরম উদার শ্রীরাম নাম স্মরণে সে সকল বিনষ্ট হয়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র তথা অন্যান্য অন্ত্যজ জাতি, যথা তথা এনাম কীর্ত্তন করিতে পারেন।

তত্রৈব প্রহ্লাদ বাক্যং বালান্ প্রতি ঃ—

যৎ প্রভাবাৎ অহং সাক্ষাৎ তীর্ত্ত্বা ঘোর ভয়ার্ণবং।
অনায়াসেন বাল্যেপি তস্মাৎ শ্রীনাম কীর্ত্তনং ॥
কর্ত্তব্যং সাবধানেন ত্যক্তা সর্ব্ব দুরাগ্রহং।
সাধনান্যং বিহায়াশু বদ্ধা বৈরস্যমাত্মনি ॥
যদ্ভূজন্যৎ শয়ন্ তিষ্ঠন্ গচ্ছন বৈজাগ্রতি স্থিতৌ।
কৃতবান্ পাপ মদ্যাহং কায়েন মনসা গিরা ॥
যৎ স্বল্পং অপিযৎ স্থূলং কুযোনি নরাকাবহং।
তৎ যাত প্রশমং সর্ব্বং রাম নাম্মান্ন কীর্ত্তনাৎ ॥

ক্রিয়া কলাপহীনোবা সংযুতোবা বিশেষতঃ
রাম নামানিশং কুর্ব্বন কীর্ত্তনংমুচ্যতে ভয়াৎ ॥
যদীচ্ছেৎ পরমা প্রীতং পরমানন্দদায়িনীং
তদা শ্রীরাম ভদ্রস্য কার্য্যং নামানুকীর্ত্তনং ॥

অর্থ ঃ—ঐ পূরাণে প্রহ্লাদ বালকদিগকে বলিতেছেন ঃ—হে দৈত্য বালকগণ আমি অতি বাল্য বয়সে রাম নামের প্রভাবে পিতার কোপ এবং ভয়ানক ভয় সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছি তোমরা অদ্য সমস্ত দুরাগ্রহ সাধনাদি ত্যাগ করিয়া শ্রীরাম নাম তৎপর হও। ভোজন করিতে বসিতে উঠিতে, চলিতে চলিতে জাগ্রত শয়ন কালে মন কায় ও বাক্য দ্বারা যে সকল পাপ অনুষ্ঠিত হয় রাম নামের প্রতাপে তাহা নষ্ট হয়। অল্প বা অধিক যে সকল পাপ কুযোনি সঞ্জাত বলিয়া মহা ঘেরি নরকে জীবকে নিপাতিত করে রাম নাম কীর্ত্তনের দ্বারা তাহারা সমস্ত উপশম প্রাপ্ত হয়। বেদোক্ত আচার শীল ব্যক্তিই হউন অথবা সদাচার বর্জ্জিত হউন, রাম নাম কীর্ত্তন করিলে জন্ম মরণাদির ভয় হইতে রক্ষা পাইবেন। যদি পরমানন্দ দায়িনী, পর প্রীতি লাভের ইচ্ছা থাকে তবে শ্রীরাম ভদ্রের নাম কীর্ত্তন কর।

ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত্য পূরাণ ঃ—
শিব বাক্যং নারদং প্রতি ঃ—

ঘ্নন্তং ব্রাহ্মণং অত্যন্তং কামতো বা সুরাং পিবন্।
রাম রামেত্যহো রাত্রং সংকীর্ত্ত্য শুচিতামিয়াৎ ॥

অপি বিশ্বাস ঘাতীচ তথা ব্রাহ্মণ নিন্দকঃ।
কীর্ত্তয়েৎ রাম নামানি পাপৈব পরিভূয়তে ॥

অর্থঃ—ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত্য পূরাণে শিব নারদকে বলিতেছেন, অতি নীচ দুরাশয় ব্যক্তি ব্রাহ্মণ বধ ও সুরা পানাদি জনিত পাপ অহোরাত্র রাম রামেতি উচ্চারণ দ্বারা নষ্ট করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারে। বিশ্বাসঘাতী ব্রাহ্মণ নিন্দুক অধম ব্যক্তিও রাম নাম কীর্ত্তন দ্বারা পাপ সাগর পার হইয়া যায়।

তত্রৈব শ্রীনারদ বাক্যং অম্বরীষং প্রতি ঃ—

ব্রজন তিষ্ঠন্ শয়ন যত্র শশ্বৎবাক্য প্রপুর্ণকে।
শ্রীরাম নাম সংকীর্ত্ত্য ভক্তিযুক্তঃ পরং ব্রজেৎ ॥

কথঞ্চিৎ নাম সংকীর্ত্ত্য ভক্ত্যা বা ভক্তি বর্জ্জিতঃ।
দহতে পর্ব্ব পাপানি যুগান্তাগ্নিরিবোত্থিতঃ ॥

জন্মান্তর সহস্রৈস্ত কোটী জন্মান্তরেষু যৎ।
রাম নাম প্রভাবেন পাপং নির্যাতি তৎক্ষণাৎ ॥

অভক্ষ্য ভক্ষণাৎ পাপমগম্যাগমনাঞ্চ যৎ।
নশ্যতে নাত্রসন্দেহো রাম নাম জপান্ম্ প ॥

অম্বরীষ মহাভাগ শৃণু মদ্বচনং পরং।
সর্ব্বোপদ্রব নাশায় কুরু শ্রীরাম কীর্ত্তন ॥

তাবৎ তিষ্ঠতি দেহেহস্মিন কাল কল্মষ সম্ভবং।
শ্রীরাম কীর্ত্তণং যাবৎ কুরুতে মানবো নহি ॥

যস্য স্মৃত্যা চ নামোক্ত্যা তপো যজ্ঞ ক্রিয়াদিষু।
নূনং সম্পূর্ণতাং যাতি সদ্যো বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥
আধয়ো ব্যাধয়ো যস্য স্মরণাৎ নাম কীর্ত্তনাৎ।
শীঘ্রং বৈ নাশমাযান্তি তম্ বন্দে পুরুষোত্তমং ॥
শ্রীরামেত্যুক্ত মাত্রেন হেলয়া কুল বর্দ্ধনং।
পাপৌঘং বিলয়ং দত্তমশ্রোত্রিয়ে যথা ॥
গবামযুতকোটীনাং কন্যানামযুতাযুতৈঃ।
তীর্থকোটী সহস্রাণাং ফলং শ্রীনাম কীর্ত্তণং ॥
রাম নামেতি সদ্ভক্ত্যা যেন গীতং মহাত্মনা।
তেনৈব চ কৃতং সর্ব্বং কৃত্যংদ্বৈসংশয়ং বিনা ॥
বসন্তি যানি তীর্থানি পাবনানি মহীতলে।
তানি সর্ব্বানে নাম্নোস্তু কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং ॥
রাম নাম সমং চান্যৎ সাধনং প্রবদন্তিযে।
তে চণ্ডাল সমাঃ সর্ব্বে সদা রৌরব বাসিনঃ ॥
রাম নাম স্বয়ং দিব্যং যে জানন্তি সমদরাৎ।
তে কৃতার্থাঃ কলৌ রাজন সত্যসত্যং বদাম্যহং ॥
দৃষ্টং নামাত্মকং বিশ্বং মসা বিজ্ঞান চক্ষুষা।
আত্মনো গোচরাতীতং নির্ব্বিকল্পং প্রমোদকং ॥

নারদ মহারাজ অম্বরীষকে বলিতেছেন:—"চলিতে, বসিতে, বলিতে, খাইতে পান করিতে, শুইতে যে স্নেহ সহিত রাম নাম উচ্চারণ করে সে পরম ধামে গমন করে। স্নেহ-

রহিত বা স্নেহ সহিত যে কোন প্রকারে উচ্চারিত হইলে যুগান্তরাগ্নির ন্যায় জন্ম জন্মান্তরের পাপ রাম নাম নাশ করে। কোটী জন্মের পাপ হউক বা অসংখ্য জন্মের পাপ হউক শ্রীরাম নাম প্রতাপে নিসংশয়ে নাশ প্রাপ্ত হয়। রাম নাম একবার মাত্র উচ্চারণ করিয়া যদি জীব পুনরায় পাপ না করে তাহা হইলে মোক্ষ লাভ করিতে পারে। অভক্ষ্য ভক্ষণ, অগম্যা গমন জনিত পাপ সকল রাম নাম উচ্চারণে নিঃসন্দেহে নষ্ট হয়। হে মহাভাগ অম্বরীষ আমার শ্রেষ্ঠ বচন শুন। শ্রীরাম নাম অবলম্বন কর। কলি জনিত পাপ তাপ ততক্ষণ থাকে যতক্ষণ না জীব শ্রীরাম নাম না অবলম্বন করে। যজ্ঞ, দান, তপস্যাদিতে যে ন্যূনতা বা অঙ্গহানি থাকে, তাহা শ্রীরাম নাম উর্চ্চারণ দ্বারা সম্পূর্ণ নয়। মানসিক পীড়া বা শারীরিক পীড়া সকল শীঘ্র বিনষ্ট হয়। আমি সেই পুরুষোত্তমকে বন্দনা করি। যিনি অবহেলা করিয়াও রাম নাম অবলম্বন করেন তিনিও সর্ব্ব পাপ মুক্ত হয়েন। অনন্তকোটী গোদান কন্যাদান তীর্থ স্নান এবং অন্যান্য সুকৃতি সকল নাম উচ্চারণের সমান নহে। ভাব ভক্তি সহিত যিনি নাম গ্রহণ করেন তিনি সমস্ত শুভাচরণের ফল লাভ করেন। তাহার সমস্ত কৃত্য সম্পন্ন হইয়াছে। রাম নামের সমান অন্যান্য সাধনকে যাহারা বর্ণনা করেন তাঁহারা চণ্ডাল সম, রৌরব নরক-বাসী। যাঁহারা সাদরে গ্রহণ করেন এবং ইহার অভিপ্রায় ও প্রতাপ জ্ঞাত হন তাহারাই কলিযুগে কৃতার্থ। ইহা পরম সত্য বলিয়া জানিবে। আমি বিজ্ঞান

নেত্রের দ্বারা এই সমগ্র বিশ্ব, রামনামময় দেখিতেছি। ইহা বুদ্ধি বাক্য গোচর নহে। এই রাম নাম সর্ব্বদা নির্ব্বিকল্প এবং মহা প্রমোদদায়ক।

ব্রহ্ম পুরাণ ঃ—

ব্রহ্মা বাক্যং নারদং প্রতি ঃ—

ইদং এবহি মাঙ্গল্যং এতদেবং ধনাগমঃ।
জীবিতস্য ফলং চৈব রাম নামানু কীর্ত্তনং ॥

প্রমাদাৎ অপি সংস্পৃষ্টা যথা নল কণোদহেৎ
তথৌষ্ঠ পুট সংস্পৃষ্টং রাম নাম দহেদঘং ॥

হত্যা যুতং পান সহস্র মুগ্রং
গুর্ব্বঙ্গণা কোটী নিষেবণঞ্চ

স্তেনান্য সংখ্যানি চপাত কানি
শ্রীরাম নাম্না নিহতানি সদ্য

বির্ব্বিকারঃ নিরালম্বং নির্ব্বৈরঞ্চ নিরঞ্জনং
ভজশ্রীরাম নামেদং সর্ব্বেশ্বর প্রকাশকং।

শ্রুত্বা যো শ্রীরাম নাম্নোস্ত প্রভাবং বৈপরাৎপরং
সত্যং যো নাভিজানাতি দ্রষ্টব্য তন্মুখং নহি।

বিজ্ঞানং পরমং গুহ্যং ইদমেব মহামুনে
বাহ্যংবাভ্যন্তরং নাম সততং চিন্তনং বরং

ব্রহ্ম পুরাণে ব্রহ্মা নারদকে বলিতেছেন ঃ—

অর্থ ঃ—শ্রীরাম নাম উচ্চারণই পরম মঙ্গল, পরম ধনাগম এবং জীবনের পরম ফল। যেমন ভুলক্রমে অগ্নিকণিকা যাহাকে স্পর্শ করে তাহাকে দগ্ধ করিতে ছাড়ে না সেইরূপ শ্রীরাম নাম রসনা স্পর্শ করিলে পাপ নাশ না করিয়া ছাড়ে না। অযুত হত্যা, মদ্যপান, গুরুপত্নী গমনাদি চৌর্য্যাদি প্রভৃতি অসংখ্য পাপ শ্রীরাম নাম উচ্চারণ হইতে নষ্ট হয়। এই রামনাম সদা নির্ব্বিকার, শুদ্ধ, মায়াতীত, অজাতশত্রু এবং নির্ম্মল সর্ব্বেশ্বর প্রকাশক। অতএব ইহাকে ভজন করা কর্ত্তব্য। শ্রীরাম নামের পরাৎপর প্রভাব শ্রবণ করিয়াও যিনি অন্তরের সহিত ইহাকে ভজিতে চাহেন না সেইরূপ নীচ অপরাধীর মুখ দেখাও কর্ত্তব্য নহে। হে মুনীশ্বর! অন্তরে এবং বাহিরে সতত রাম নাম চিন্তন ও উচ্চারণই পরম গুহ্য বিজ্ঞান বলিয়া জানিবে।

কূর্ম্ম পুরাণঃ ঃ—

শ্রীশঙ্কর বাক্যং শিবাং প্রতিঃ ঃ—

গোপ্যং গোপ্যতমং ভদ্রে সর্ব্বস্বং জীবনং মম
শ্রীরাম নাম সর্ব্বেশং অদ্ভুতং ভুক্তি মুক্তিদং।
জপস্ব সততং রাম নাম সর্ব্বেশ্বর প্রিয়ং
নিয়ামকানাম্ সর্ব্বেষাম্, কারণং প্রেরকং পরম্।
রাম নামৈব সদ্বিদ্যে সত্যং বচ্মি বরাননে
সমাহিতেন মনসা কীর্ত্তণীয়ং সদা বুধৈঃ।

রাম নামত্মকং তত্ত্বং সতাং জীবান্তরং মহৎ
নিন্দিতঃ সর্ব্বলোকেষু রাম নাম বহির্ম্মুখঃ।
লৌকিকী বৈদিকী পাপা ক্রিয়া সর্ব্বার্থ সাধিকা
তাভ্যঃ কোট্যর্ব্বুদ গুণং শ্রেষ্ঠং শ্রীরাম কীর্ত্তনং।
ধিক্ কৃতং ত্বম্ অহং মন্যে সততং প্রাণবল্লভে
যজ্জিহ্বাগ্রেন শ্রীরাম নাম সংরাজতে সদা।

কূর্ম্ম পূরাণে মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন :—

রাম নাম গোপ্য হইতে গোপ্যতম। আমার সর্ব্বস্ব এবং জীবন স্বরূপ। জীবের ভক্তি মুক্তি দাতা। হে প্রিয়ে! সকল ঈশ্বরের পরম প্রিয় সেই রাম নাম জপ কর। ইনি সকল কারণের পরম কারণ এবং প্রেরক। সমাহিত হইয়া সকল বিবেকী ব্যক্তিরই শ্রীরাম নাম উচ্চারণ করা কর্ত্তব্য। সাধু সন্তের জীবন। শ্রীরাম বিমুখ সকল লোকই নিন্দিত। লোক লোকাচার অথবা বেদ আদি শাস্ত্রে যে সকল ক্রিয়া ও ফল সিদ্ধির কথা আছে তাহা হইতে রাম নামের প্রভাব কোটী অর্ব্বুদ গুণ অধিক। হে প্রাণবল্লভে! যে পাপ জিহ্বাতে রাম নাম বিরাজমান নাই তাহাকে সকলই ধিক্কার দেয়।

বামন পূরাণঃ :—

শ্রীবামন বাক্যং মুনীন্ প্রতিঃ :—

অঘোঘা বজ্রপাতাদ্যা হ্যন্যে দুর্নীতি সম্ভবাঃ
স্মরণাৎ রামভদ্রস্য সদ্যো যাতি ক্ষয়ং ক্ষণাৎ

শৃণ্যন্তি যে ভক্তিপরা মনুষ্যাঃ।
সংকীর্ত্ত্যমানং ভগবন্তং উগ্রং।
তে মুক্তঃ পাপা সুখিনো ভবন্তি।
যথামৃত প্রাশনঃ তর্পিতাস্ত ॥
পরদাররতো বাপী পরাপকৃত কারকঃ।
সংশুদ্ধো মুক্তিমায়তি রাম নামনু কীর্ত্তনাৎ ॥
অপবিত্রো পবিত্রোবা সর্ব্বাবস্থাং গতোপিবা
য স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরং শুচিঃ

শ্রীবামন মহামুনীদের বলিতেছেন ঃ—

অর্থ ঃ—পাপ সমূহ তথা বজ্রপাত, দুঃর্ভিক্ষাদি পীড়া রাম নাম স্মরণে শীঘ্র নষ্ট হয়। যিনি স্বীয় মুখে রাম নাম উচ্চারণ ও কীর্ত্তন করেন অথবা অন্য কাহারও মুখে শ্রবণ করেন, তিনি অমৃতপানে যেরূপ প্রাণ তৃপ্ত হয় সেইরূপ সব পাপ রহিত হইয়া সুখী হয়েন। পরনারী ভোগরত ও পরাপ-কারক মহানীচ জীবও শ্রীরাম নাম কীর্ত্তনের দ্বারা সংশুদ্ধ হইয়া মুক্তি লাভ করিতে পারে। অপবিত্র হউক বা পবিত্র হউক অথবা সর্ব্ব অবস্থায় পতিত হউক রাজীবলোচন ভগবানের নাম স্মরণের দ্বারা ভিতর ও বাহির শুদ্ধ হইয়া যায়।

মৎস্য পূরাণঃ ঃ—

সর্ব্বেষাম্ রাম মন্ত্রনাম্ শ্রেষ্ঠং শ্রীতারকং পরং।
ষড়ক্ষরং মনুং সাক্ষাৎ তথা যুগ্মাক্ষরং বরং ॥

যেন ধ্যাতং শ্রুতং গীতং রাম নামেষ্টদং মহৎ ॥
কৃতং তেনৈব সৎকৃত্যং বেদোহিতমখণ্ডিতং ॥
ধ্যেয়ং জ্ঞেয়ং পরম পেয়ং রামানামাক্ষরং মুনে।
সর্ব্বসিদ্ধান্ত সারেদং সৌখ সৌভাগ্য কারণং ॥
নামৈব পরমং জ্ঞানং ধ্যানং যোগং তথা রতিং।
বিজ্ঞানং পরমং গুহ্যং রাম নামৈব কেবলং ॥
রামস্মরণ নিষ্ঠনাম্ নাম স্মৃত্যা মহাঘবান।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যঃ বাঞ্চিতার্থঞ্চ বিন্দতি ॥

অর্থ ঃ—রাম মন্ত্রের মধ্যে পরম শ্রেষ্ঠ শ্রীরাম তারক ষড়ক্ষর মন্ত্র। ইনি সর্ব্বাভিষ্ঠ প্রদ। যিনি রাম নাম ধ্যান, শ্রবণ, গান করেন তাঁহার সমস্ত কামনা সফল হয় তথা সমস্ত সৎকৃত্য অনুষ্টিত হয়। ইহাই ধ্যেয় জ্ঞেয় এবং পরম পেয়। সর্ব্বসিদ্ধান্তের সার সকল সৌখ্য ও সৌভাগ্য দায়ক। শ্রীরাম নামই পরম জ্ঞান, পরম যোগ, পরম ধ্যান, পরম রতি এবং পরম বিজ্ঞান ও পরম গুহ্যবস্তু। রাম নামে যাঁহার দৃঢ় প্রতীতি তাঁহাকে স্মরণ করিলে মহাপাপী ও পূণ্যাত্মা হয় এবং বাঞ্ছিত ফল লাভ করে।

বরাহ পুরাণঃ ঃ—
শ্রীশিব বাক্যং শিবাং প্রতি ঃ—
দৈবাৎ শূকর শাবকেণ নিহতো
ম্লেচ্ছো জরা জর্জ্জরো—

হারামেন হতোস্মি ভূমি পতিতো
জল্প্যং স্তনূং তক্তবান্ ॥
তীর্ণো গোস্পদবৎ ভবার্ণব মহো
নাম্ন প্রভাবৎ অহো
কিং চিত্রং যদি রাম নাম রসিকাঃ
তে যান্তি রামস্পদং ।
ধ্যেয়ং নিত্যং অনন্য প্রেম রসিকৈং পেয়ং সদা সাদরং
জ্ঞেয়ং জ্ঞান রতাত্মভিশ্চ সুজনৈ সম্যক ক্রিয়া শান্তয়ে
শ্রীমৎ রাম পরেশ নাম সুভগং সর্ব্বাধিপং শর্ম্মদং
সর্ব্বেষাম সুহৃদং সুরা সুরনুতং হ্যানন্দকন্দং পরম্
নিরপেক্ষং সদা স্বচ্ছং সর্ব্বসম্পত্তি সাধকং
ভজদ্ধং রাম নামেদং মহামাঙ্গলিকং পরং
করুণা বারিধিং নাম হ্যপরাধ নিরারকং
তস্মিন্ প্রীতির্নঃ যেযাম্ বৈ তে মহাপাপীনঃ নরাঃ ॥

মহাদেব মহাদেবীকে বলিতেছেন ঃ—

অর্থ ঃ—রাম নামের প্রভাব শ্রবণ কর—এক মহাপাপী ম্লেচ্ছ কোন অরণ্যে যায়। প্রারব্ধ যোগে এক বন্য বরাহ শাবক তাহাকে আক্রমন করে সে পতিত হইবার সময় আমাকে "হারাম মারিল" বলিতে বলিতে প্রাণত্যাগ করিল তাহাতে সে ভবসাগর হইতে ত্রাণ প্রায়। শ্রীরাম নামের এমনই প্রবল প্রতাপ জানিবে। যিনি অনুরাগ

সহিত এই নাম গ্রহণ করেন তিনি যে রাম ধামে যাইবেন তাহার কি আশ্চর্য্য আছে। রাম নাম অনন্য অনুরাগের সহিত ধ্যেয়, পেয়, এবং জ্ঞান রত সুজনের জ্ঞেয়। রাম নাম ভজনে সমস্ত সংস্মৃতিপ্রদ কর্ম্ম নাশ হয়। রাম নাম পরেশ্বর, পরম সুন্দর, সকলের স্বামী, সকলের সুখদায়ক সুহৃৎ, সুরাসুর বন্দিত পরম আনন্দকন্দ স্বরূপ। এই মহামঙ্গলরূপ সর্ব্ব সম্পতি সাধক নিরপেক্ষ সদাস্বচ্ছ রাম নামকে ভজন কর। ইনি করুণার বারিধি, সমস্ত অপরাধ নিবারক। ইহাতে যাহার প্রীতি নাই তাহাকে মহাপাপী জানিবে।

লিঙ্গ পূরাণঃ ঃ—

সুত বাক্যং শৌনকং প্রতিঃ ঃ—

রাম নামানিশং ভক্ত্যা প্রজপ্তব্যং প্রযত্নতঃ
নাতঃ পরতরোপায়ো দৃশ্যতে শ্রুয়তে মুনে।

অর্থ ঃ—সর্ব্বদা ভক্তি পূর্ব্বক প্রযত্ন সহকারে রাম নাম জপ করা কর্ত্তব্য হে মুনি ইহা ভিন্ন অন্য কোন ও উপায় দৃষ্ট বা শ্রুত হয় না।

তত্রৈব—

শ্রীমহাদেব বাক্যং পার্ব্বতীং প্রতি ঃ—

বৃথালাপং বদন্ ব্রীড়াং যেষাম্ নায়াতি সত্বরং
হিত্বা শ্রীরাম নামেদং তে নরা পশবঃ স্মৃতাঃ।

ন জানে কিং ফলং ব্রহ্মন্ জায়তে নাম কীর্ত্তনাৎ
জানাতি তৎ শিব সাক্ষাৎ রামানুগ্রহতো মুনে।
অহো নামামৃতালাপী জনা সর্ব্বার্থ সাধকঃ
ধন্যাৎ ধন্যোতমো নিত্যং সত্যং সত্যং বদাম্যহং।
রাম নাম্না জগৎ সর্ব্বং ভাষিতং সর্ব্বদা দ্বিজ
প্রভাবং পরতরং তস্য বচনাগোচরং মুনে।
অলং যোগাদি সংক্লেশৈর্জ্ঞান বিজ্ঞানসাধনৈঃ।
বর্ত্তমানে দয়া সিন্ধৌ রাম নামেশ্বরে মুনে॥
রামাৎ পরতরং নাস্তি সর্ব্বেশ্বর মনাময়ং,
তস্মাৎ তৎনাম সংলাপে যত্নং কুরুমম প্রিয়ে॥

চণ্ডালাদি জন্তুনাম অধিকারোস্তিবল্লভে।
শ্রীরাম নাম মন্ত্রেঽস্মিন্ সত্যং সত্যং সদা শিবে॥
যত প্রভাব লবকাং গতঃ শিবে।
শিবপদ সুভগং যদ বাপ্তং যদ বাপ্তং॥
তৎ রতিং বিরহিতা কিল জীবা।
যান্তি কষ্টং অতুলং যম সাদরং॥
সাকারাৎ অগুণাৎ চাপি রাম নাম পরং প্রিয়ে।
গোপ্যাৎ গোপ্যতরং বস্তু কৃপয়া সং প্রকাশিতং॥
স্মর্ত্তব্যং তৎ সদা রাম নাম নির্ব্বাণ দায়কং।
ক্ষণার্দ্ধং অপি বিস্মৃত্য যাতি দুঃখালয়ং জনঃ॥

মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন :—

অর্থ :—বৃথা আলাপ করিয়া যে মনুষ্য দিন অতিবাহিত করে সে অতি অধম পশু। শ্রীরাম নাম ত্যাগ করিয়া এরূপ বৃথা আলাপে সময় নষ্ট করা উচিত নয়। রাম নাম উচ্চারণে যে কি ফল হয় তাহা শ্রীরাম অনুগ্রহে শ্রীমহাদেবই অবগত আছেন। নামামৃত জাপক সর্ব্বার্থসাধক এবং ধন্য হইতে ধন্য। শ্রীরাম নাম হইতে সমস্ত বিশ্ব প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার প্রভাব বচনের অগোচর। যোগ জ্ঞান বিজ্ঞানাদি সাধন উত্তম বটে; কিন্তু করুণাসাগর রাম নাম বর্ত্তমান থাকিতে তাহাদের কাহারও প্রয়োজনীয়তা থাকে না। রাম নাম স্বয়ং পরমেশ্বর। অতএব হে প্রিয়ে রাম নাম জপে যত্ন কর। শ্রীরাম নাম রূপ ও মন্ত্রে চণ্ডালাদির ও অধিকার আছে। হে পার্ব্বতী আমি যে অমর শিবত্ব লাভ করিয়াছি তাহা শ্রীরামনামশক্তি লেশ হইতেই জানিবে। এইরূপ প্রভাবশালী রাম নামে যাহার রতি নাই তিনি অতুল কষ্ট এবং নরকাদি ভোগ করিবেন। হে প্রিয়ে সাকার নিরাকার দ্বিবিধ ঈশ্বর স্বরূপেরই প্রকাশক কিন্তু তাহা হইতে ও পর শ্রীরাম নাম। ইহা গুপ্ত হইতেও গুপ্তকথা আমি তোমার নিকট কৃপা করিয়া প্রকাশ করিলাম। এই নির্ব্বাণ দায়ক রাম নাম সর্ব্বদা স্মরণ যোগ্য। ক্ষণার্দ্ধ বিস্মরণে জীব দুঃখালয়ে পতিত হয়।

বিষ্ণু পূরাণ ঃ—

ব্যাস বাক্যং ঃ—

বিষ্ণু রেকৈ ক নামানি সর্ব্ব বেদাধিকং মতং
ত্বাদৃক নাম সহস্রেণ রাম নাম সতাং মতং ॥
শ্রীরামেতি পরং নাম রামস্যেব সনাতনং।
সহস্র নাম সদৃশং বিষ্ণো নারায়ণস্য চ ॥
রামনাম্নঃ পরং কিঞ্চিৎতত্ত্বং বেদে স্মৃতিস্বপি।
সংহিতাষু পুরাণেষ্ নৈব তন্ত্রেষ্ বিদ্যতে ॥
নাম্নঃ রামস্য যে তত্ত্বং পরং প্রাহু কুবুদ্ধয়ঃ।
রাক্ষসা স্তান্ বিজানিয়াৎ ব্রজেয়ুর্নরকংধ্রুবম ॥
যৎজিহ্বা রঘুনাথস্য নাম কীর্ত্তনং আদরাৎ।
করোতি বিপরীতাযা কসীনো রসনা সমা ॥
রামেতি নাম যচ্ছ্রোত্রে বিশ্রম্ভাজ্জপিতোযদি।
করোতি পাপ সংদাহং তূলবহ্নি কণো যথা ॥
তাবৎ গর্জ্জতি পাপানি ব্রহ্মহত্যা শতানী চ।
যাবৎ রামং রসনয়া ন গৃহ্লাতিতী দুর্ম্মতিঃ ॥

ব্যাস বাক্যং ঃ—

অর্থ ঃ—বিষ্ণু পুরাণে বলা হইয়াছে শ্রীবিষ্ণুর প্রত্যেক নাম বেদ হইতেও শ্রেষ্ঠ সেই বিষ্ণুনামের সহস্রগুণ ফল দায়ক শ্রীরাম নাম। ইহাই বিষ্ণুর সর্ব্বোপরিস্থিত নাম। ইহা বিষ্ণু নারায়ণাদি অনন্ত নামের সমান। শ্রীরাম নাম বেদ, স্মৃতি, পুরাণের তত্ত্ব

বলিয়াই জানিবে এবং ইহার পর বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, সংহিতা, তন্ত্রে আর কোন তত্ত্বই নাই। রাম নামের পর আর কিছু আছে যাঁহারা বলেন তাঁহারা নিশ্চয়ই কুবুদ্ধি সম্পন্ন, তাহাদের রাক্ষস বলিয়া জানিবে এবং তাহারা নরকবাসী হইবে। যে রসনায় রাম নাম উচ্চারণ করে তাহাই অমৃতময়ী এবং রাম নাম রহিত জিহ্বা বিষধারী বলিয়াই জানিবে। অনিচ্ছিত ভাবেও কর্ণে রাম নাম প্রবেশ করিলে সমস্ত পাপ তূলাকে বহ্নিকণা দগ্ধ করিবার ন্যায় দগ্ধ করে। ব্রহ্ম হত্যা ইত্যাদি শত শত পাপ ততক্ষণ গর্জ্জন করে যতক্ষণ না মূঢ়মতি জীব রাম নাম গ্রহণ করে।

(ইতি পূরাণ ভাগ সমাপ্ত)

তৃতীয় প্রপাঠ

উপ পুরাণ

বায়ু পুরাণ :—

বায়ু পুরাণে শ্রীশিব বাক্যং নারদং প্রতি।

মহতস্তপসোমূলং প্রসবং পুণ্যসন্ততেঃ।
জীবিতস্য ফলং স্বাদু সদা শ্রীরাম কীর্ত্তনং॥
শ্রীরাম নাম সামর্থ্যং বৈভবং সৌর্য্যবিক্রমং।
ন বক্তুং কোঽপি শক্নোতি সত্যং সত্যং চ নারদ॥
সততং রাম রামেতি যস্তু কীর্ত্তয়তে সদা।
গুরুতল্পগতেনাপি সদ্য এব প্রমুচ্যতে॥
যাতনা যমলোকেষু তাবদেব ভবেন্নৃণাম্।
যাবন্ন ভজতে প্রীত্যা রামনাম পরাৎপরং॥
সর্ব্বেষাং অবতারাণাং কারণং পরমাদ্ভুতম্।
শ্রীমদ রামেতি নামৈব কথ্যতে সদ্ভিরন্বহম্॥
যত্রযত্র সমুদ্ধারো দৃশ্যতে শ্রুয়তেঽথবা।
তৎসর্ব্বং রামনাম্নৈব সত্যংসত্যং বচো মম॥
রামনামাত্মিকা বাণী শ্রোতব্যা সর্ব্বদা বুধৈঃ।
ত্যক্ত্বা নানার্থ বচ্ছদান্ বাদবিভ্রান্তি মণ্ডিতান্॥

অস্যার্থ। বায়ু পুরাণে নারদের প্রতি শ্রীশিব বাক্য :—

শ্রীরাম নাম মহাতপস্যার মূল এবং সমস্ত সুকৃতিসন্ততির জন্মদাতা ও জীবনের স্বাদু ফল। শ্রীরাম নামের সামর্থ্য শৌর্য্য বিক্রম কেহই বলিতে পারে না। যিনি সতত শ্রীরাম নাম কীর্ত্তন করেন তিনি শতবার গুরুপত্নি গমন জনিত পাপ হইতে মুক্ত হয়েন। ততক্ষণ জীবকে যমলোক যাতনা দেয় যতক্ষণ না স্নেহসহিত শ্রীরাম নাম স্মরণ ও কীর্ত্তন করে। সমস্ত অবতারের কারণ শ্রীরাম নাম; ইহা শিষ্ট মুখ্যের সিদ্ধান্ত। যথা যথা জীবের উদ্ধার শুনিতে বা দেখিতে পাওয়া যায় তথা তথা দেখিবে শ্রীরাম নামই উদ্ধারের কারণ। শ্রীরাম নামময়ী বাণী বুধগণের সর্ব্বদা শ্রোতব্য। নানা বাদ-বিবাদ বিভ্রান্তি মণ্ডিত কথায় সময় অতিবাহিত করা কর্ত্তব্য নহে।

নৃসিংহ পুরাণ :—

নৃসিংহ পুরাণে :—

রাম রামেতি রামেতি সততং সংস্মরন্তি যে।
ত এব বল্লভাস্মাকং ঈশ্বরাণাং চ নারদ ॥
নির্ব্বিকারং নিরালম্বং নির্বৈরং চ নিরঞ্জনম্।
ভজশ্রীরাম নামেদং সর্ব্বেশ্বর প্রকাশকম্ ॥
শ্রুত্বা শ্রীরাম নামস্ত প্রভাবং বৈপরাৎ পরম।
সত্যং যো নাভি জানাতি দ্রষ্টব্যং তন্মুখ নহি ॥
বিজ্ঞানং পরমং গুহ্যং ইদমেব মহা মুণে।
বাহ্যাভ্যন্তর নাম সততং চিন্তনং বরং ॥

সর্ব্বাসাং চিত্তবৃত্তীণাং নিরোধং জায়তে ধ্রুব।
রাম নাম প্রভাবেন জপ্তব্যং সাবধানতঃ॥
নারকাযে নরানাচা জীবন্তোপি মৃতোপমাঃ।
তেষামপি ভবেন্মুক্তি রামনামানুকীর্ত্তনাৎ॥

অস্যার্থ। হে নারদ ঃ—

শ্রীরাম নাম যিনি সতত স্মরণ করেন তিনি আমাদের এবং ঈশ্বরগণের পরম প্রিয়পাত্র। শ্রীরাম নাম নির্ব্বিকার স্বতন্ত্র নিরঞ্জন এবং বৈররহিত। শ্রীরাম নাম সর্ব্বেশ্বরের প্রকাশক। যিনি শ্রবণ করিয়া ও শ্রীরাম নাম মাহাত্ম্য স্বীকার করেন না তাহার মুখ দর্শন করা উচিত নহে। শ্রীরাম নাম পরম গোপ্য এবং বিজ্ঞানের সার। সতত অন্তরে এবং বাহিরে স্মরণ করাই উৎকৃষ্ট পরমার্থ! শ্রীরাম নাম জপের প্রভাবে সমস্ত চিত্ত বৃত্তি (প্রমান, বিপর্য্যায় বিকল্পন নিদ্রা স্মৃতি) নিরূদ্ধ হয় অর্থাৎ শ্রীরাম নাম জপের দ্বারা মন সমাধি প্রাপ্ত হয়। যে সকল নারকী নীচ জীব জীবিত থাকিয়াও মৃতের ন্যায় গন্য, শ্রীরাম নাম কীর্ত্তণের প্রভাবে তাহাদের ও মুক্তি হয়।

তত্রৈব শ্রীপ্রহ্লাদ বাক্যং পিতরং প্রতি ঃ—

রাম নাম জপতাং কুতোভয়ং
সর্ব্বতাপ শমনৈক ভেষজং।
পশ্যতাত মম গাত্র সঙ্গতঃ
পাবকোঽপি সলিলায়তেঽধুনা॥

রাম নাম প্রভাবেন মুচ্যতে সর্ব্ববন্ধনাৎ।
তস্মাৎ ত্বমপি দৈত্যেশ তস্যৈব শরণং ব্রজ ॥

অন্বয়ার্থ। ঐ নৃসিংহ পুরাণে হিরণ্যকশিপুকে প্রহ্লাদ বলিতেছেন ঃ—

হে পিতা শ্রীরাম নাম জাপকের ভয় কোথা হইতে আসিবে? আপনি প্রত্যক্ষ দেখুন, আমার গাত্র সঙ্গত মহাঅগ্নি শ্রীরাম নাম জপের প্রভাবে শীতল সলিলের ন্যায় হইয়াছে। শ্রীরাম নাম জপের প্রভাবে সমস্ত দুঃখ বন্ধন ছুটিয়া যায়। হে দৈত্যশ শ্রীরাম নামের শরণ গ্রহন করুন।

তত্রৈব শ্রীনারদ বাক্যং যাজ্ঞবল্ক্যং প্রতি—

শ্রীরামেতি জপন্জন্তুঃ প্রত্যহং নিয়তেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বপাপ বিনির্ম্মুক্তঃ সুরবৎ ভাসতে নরঃ ॥
সৌভাগ্যং সর্ব্বদা স্বচ্ছং সরসানন্দমদ্ভুতং।
অবশ্যং লভতে ভক্ত্যা শ্রীরামনামানুকীর্ত্তনাৎ ॥
রাম নাম রতা নারী সুতং সৌভাগ্যমীপ্সিতং।
ভর্ত্তৃপ্রিয়ত্বং লভতে ন বৈধব্যং কদাচন ॥
পতিব্রতানাং সর্ব্বাসাং রামনামানুকীর্ত্তনং।
ঐহিকামুষ্মিকং সৌখ্যং দায়কং সর্ব্বশোমুনে ॥
সীতয়া সহিতং রাম নাম যেষাং সদা প্রিয়ং।
ত এব কৃত কৃত্যাশ্চ পূজ্যঃ সর্ব্বৈসুরেশ্বরৈ ॥

রাম নামার্থ মধ্যেতু সাক্ষাৎ সীতা পদং প্রিয়ং।
বিজ্ঞানা গোচরং নিত্যং মুনেশ্রীনাম বৈভবং ॥

আদৌ সীতা পদং পুণ্যং পরমানন্দদায়কং।
পশ্চাৎ শ্রীরামনাম্নস্তু কথনং সংপ্রশস্যতে ॥

যুগ্মং বর্ণং জপেৎ যর্হি তদা সীতেতি কীর্ত্তয়েৎ।
সাবকাশে সদা ভক্ত্যা মধ্যে মধ্যং সমাদরাৎ ॥

এবং রীত্যা স্মরেন্নাম রাম ভদ্রস্য সন্ততম্।
ষন্মাসাৎ সিদ্ধিমাপ্নোতি কলৌ বিন্যাসপূর্ব্বকং ॥

সূর্য্যোদয়ে যথা নাশ মুপৈতি ধ্বান্তমান্তবৈ।
তথৈব রামস্মরণাৎ বিনাশং যান্ত্যুপদ্রবাঃ।

দুরাচারী মহাদুষ্টো মহাঘোঘনিকেতনাঃ।
রামনাম-স্মরণ্ ভক্ত্যা বিশুদ্ধো ভবতি ধ্রবং ॥

রাম নাম প্রভাবেণ যৎ যৎ চিন্তয়তে জনঃ ॥
সর্ব্বাভীষ্ট প্রদেনাম্নি প্রীতিনৈবাভিজায়তে।
মুনেস্তস্যাপরাধানাং নিয়মোনৈব বিদ্যতে ॥

রামনাম্নি রতিনাস্তি কুরুতে ধর্ম্মসঞ্চয়ং।
তৎসর্ব্বং নিস্ফলং প্রোক্তং পথি বাজাঙ্কুরাইব ॥

বহু জন্মোগ্রপুণ্যানাং ফলং নামানুকীর্ত্তনং।
সর্ব্বেষাং ঋষিমুখ্যানাং সম্মতং সংশয়ং বিনা ॥

অস্যার্থ। ঐ নৃসিংহ পুরাণে যাজ্ঞবল্ক্য মুনিকে নারদ ঋষি বলিতেছেন :—

প্রত্যহ নিয়তেন্দ্রিয় হইয়া জন্তু রাম নাম জপ করিলে সর্ব্বপাপ বির্ণিমুক্ত হইয়া দেবতার ন্যায় দিব্যভাব লাভ করে। স্নেহ সহিত শ্রীরাম নাম উচ্চারণ কীর্ত্তন করিলে সুভগতা স্বচ্ছতা সহজানন্দতা সমস্ত দিব্যগুণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।• যে নারীর রাম নামের রতি আছে তাহার সুপুত্র উৎপত্তি এবং ইপ্সিত সৌভাগ্য লাভ হয়। ভর্ত্তার প্রিয়ত্ব লাভ করে এবং বৈধব্য ঘটে না। পতিব্রতা নারীদিগের রাম নামানুকীর্ত্তন অতিশয় ফলদায়ী; ঐহিক, আমুষ্মিক সর্ব্বপ্রকার সুখ লাভ হয়।

শ্রীসীতার সহিত রাম নাম যাহার প্রিয়, তাহারা কৃতকৃত্য এবং সুরেশ্বরগনের পূজিত শ্রীরাম নামের মধ্যে সাক্ষাৎ শ্রীসীতা স্বরূপ বিরাজমান আছে। শ্রীরাম নাম বৈভব বিজ্ঞানের অগোচর। প্রথমে শ্রীসীতা নাম উচ্চারণপূর্ব্বক রাম নাম উচ্চারণ করাই বিধি সীতা নাম পরম পূণ্যপ্রদ এবং পরমানন্দ দায়ক সীতা উচ্চারণ পশ্চাৎ রাম নাম পরম প্রশংসনীয়। যুগল বর্ণ (অর্থাৎ রাম) যখন উচ্চারণ করিবে তখন মধ্যে মধ্যে স্নেহ সহিত শ্রীসীতা নাম জপ করা কর্ত্তব্য। এইরূপ রীতিতে বিশ্বাস স্থাপনপূর্ব্বক সতত রাম নাম স্মরণ করিলে ছয় মাসের মধ্যে কলিযুগে সিদ্ধিলাভ করা যায়। সূর্য্যোদয়ে যেরূপ মহান্ধকার নাশ হয় রাম নাম উচ্চারণে সেইরূপ কামাদি সমস্ত উপদ্রব নষ্ট হয়। দুরাচারী মহা দুষ্ট মহাপাপী শ্রীরামনাম উচ্চারণ জপের দ্বারা নিশ্চয় বিশুদ্ধ হয়। শ্রীরাম নামের প্রভাবে সমস্ত মনোরথ

পূর্ণ হয় এবং দুর্লভ অভীষ্ট শীঘ্র লাভ হয়। সর্ব্বাভীষ্ট দাতা শ্রীরাম নামে যাহার প্রীতি উৎপাদিত হয় না তাহার অপরাধের সংখ্যা নাই। রাম নামে অনুরাগ বিহীন ব্যক্তির সুকৃতিসঞ্চয় পথের মধ্যে বীজাঙ্কুরের ন্যায় নিষ্ফল। বহু জন্মের উত্তম পুণ্যের সঞ্চয়ের ফলে রাম নামে প্রতীতি প্রীতি উৎপন্ন হয় ইহা মুখ্য ঋষিগণের সিদ্ধান্ত।

বৃহদ্বিষ্ণু পুরাণ

বৃহদ্বিষ্ণু পুরাণে শ্রীপরাশর বাক্যং শিষ্যং প্রতি—

ক্বনাক পৃষ্ঠ গমনং পুনরাবৃত্তি লক্ষণং।
ক্বজপো রামনাম্নস্তু মুক্তিবীর্জং অনুত্তমং ॥
সর্ব্বরোগোপশমনং সর্ব্বোপদ্রবনাশনং।
সর্ব্বারিষ্ট হরং ক্ষিপ্রং রামনামানুকীর্ত্তনং ॥
নাস্তি শ্রীরামনাম্নস্তু পরত্বং দৃশ্যতে কচিৎ।
সদৃশং ত্রিষুলোকেষু সর্ব্বতন্ত্রেষু কুত্রচিৎ ॥
রাম রামেতি যো নিত্যং মধুরং জপতি ক্ষণং।
স সর্ব্ব সিদ্ধিমাপ্নোতি রাম নামানুভাবতঃ ॥
পরানন্দ সুধা সিন্ধৌ নিমগ্নো জায়তে জনঃ।
যদা শ্রীরাম সন্নাম সংস্মরেৎ ভাবনা যুতঃ ॥
প্রায়ো বিবেকিনঃ সৌম্য বেদান্তার্থৈক নিষ্ঠিতাঃ।
শ্রীমদ্ রামেশ ভদ্রস্য নাম সংরাধনে রতাঃ।

তাবদেব মদস্তেষাং মহাপাতক দন্তিনাং।
যাবন্ন শ্রূয়তে রাম নাম পঞ্চানন ধ্বনিঃ ॥
অবিকারী বিকারী বা সর্ব্ব দোষৈক ভাজনঃ।
পরমেশ পদং যাতি সীতারামানুকীর্ত্তনাৎ ॥
হেজিহ্বে রস সারজ্ঞে সততং মধুরপ্রিয়ে।
শ্রীরাম নাম পীযুষং পিব প্রীত্যানিরন্তরং ॥
নাতঃ পরতরো পাপো দৃশ্যতে সম্মতৌ শ্রুতৌ।
সারাৎসারতমং শুদ্ধং সর্ব্বেষাং মুক্তিদং পরং।
স্বাভাবিকী তথা জ্ঞান ক্রিয়াদ্যাঃ শক্তয়ঃ শুভাঃ।
রামনামাং শতো জাতা সর্ব্বলোকেষু পূজিতাঃ ॥

অন্বয়ার্থ :—

বৃহদ্বিষ্ণু পুরাণে পরাশর মুনি শিষ্য মৈত্রেয়কে বলিতেছেন।

কোথায় পুনরাবৃত্তি লক্ষণযুক্ত স্বর্গগমন আর কোথায় অনুত্তম মুক্তি বীজ রাম নাম জপ। সর্ব্ব রোগ তাপ উপদ্রব কষ্ট ও অরিষ্টাদি রাম নাম কীর্ত্তণের দ্বারা নাশ প্রাপ্ত হয়। শ্রীরাম নামের ন্যায় শ্রেষ্ঠ আর কিছুই দৃষ্ট হয় না, কি পুরাণে কি তন্ত্রে, কি তিন লোকে। যিনি রাম নাম মধুরধ্বনি স্নেহ সহিত জপ করেন, তিনি সর্ব্বসিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন। সেই সজ্জন পরমানন্দ সুধা সমুদ্রে নিমগ্ন হয়েন। হে সৌম্য! বেদান্তার্থ নৈষ্ঠিক বিবেকীগণ ভাবনাযুক্ত হইয়া শ্রীমদ্ রামভদ্রের নাম সংরাধনে রত থাকেন। মহাপাতক রূপ হস্তিগণ ততক্ষণ

বলপ্রকাশ করে যতক্ষণ না এই দেহরূপ বনে রামনাম রূপ সিংহের ধ্বনি উচ্চারিত হয়। অবিকারী অথবা বিকারী বা সর্ব্ব দোষ পাত্র ব্যক্তি নাম উচ্চারণের দ্বারা পরমধাম গমন করেন। হে মধুরপ্রিয়ে রস সারজ্ঞে জিহ্বে! নিরন্তর রাম নাম সুধা পান কর। শ্রীরাম নাম ভিন্ন অপর উপায় শ্রুতিতে দেখা যায় না। স্বাভাবিকী জীব-শক্তি সচ্চিদানন্দরূপিণী, তথা জ্ঞান শক্তি এবং ক্রিয়াদি সৃষ্টি করণাদি সমস্ত শক্তি রাম নামাংশ হইতে সম্ভূত হইয়াছে অর্থাৎ শ্রীরাম নামানুরাগী সমস্ত শক্তি নাম কৃপা হইতে লাভ করিতে পারেন।

লঘু ভাগবতে।

জ্ঞানং বৈরাগ্যমেবাথ তথা প্রীতিঃ পরাত্মনি।
সংলভেন্নাম সংকীর্ত্ত্য হ্যভিরামাখ্যমদ্ভুতং॥

অর্থ।

লঘু ভাগবতে বলা হইয়াছে, জ্ঞান, বৈরাগ্য এবং পরমাত্মায় প্রীতি অভিরাম রাম নাম উচ্চারণের দ্বারা লাভ হয়।

বৃহন্নারদীয় পূরাণ।

তে কৃতার্থাঃ সদা শুদ্ধাঃ সর্ব্বোপাধি বিবর্জ্জিতাঃ।
নাম্নঃ প্রভাবমাসাদ্য গমিষ্যন্তি পরং পদং॥
রাম নাম পরা যে চ নাম কীর্ত্তন তৎপরাঃ।
নাম্নঃ পূজা পরা যে বৈ তে কৃতার্থা, ন সংশয়॥

তস্মাৎ সমস্ত লোকানাং হিতমেব ময়োচ্যতে ।
রাম নাম পরাম্মর্ত্ত্যান্ ন কলির্বাধতে কচিৎ ॥
শ্রীমদ্ রামেশ নাম্নস্তু সততং শরণং ব্রজেৎ ।
অস্মাকংসৎসমাজেষু পাপান্তরমনর্থকং ॥
সকদুচ্চারয়েদেতৎ রাম নাম কলৌ যুগে ।
তে কৃতার্থা মহাত্মন স্তেভ্যো নিত্যং নমো নমঃ ॥
ন্যূন্যাতিরিক্ততা সিদ্ধি কলৌ বেদোক্ত কর্ম্মণাম্ ।
নাম সংকীর্ত্তনাদেব সম্পূর্ণ ফল দায়কং ।
সীতা রামাত্মকং নাম সুধা ধাম নিরন্তরং ।
যে জপন্তি সদা ভক্ত্যা তেষাং কিঞ্চিন্নদুর্লভং ॥
নমঃ শ্রীরামচন্দ্রায় পরমানন্দ রূপিণে ।
নিবসদ্যস্যজিহ্বায়াং তস্যাঘং নশ্যতি ক্ষণাৎ ॥
শয়ন্, ভুঞ্জন ব্রজন্ তিজন্ উত্তিষ্ঠংশ্চ বদংস্তথা
যেষাম্ সংকীর্ত্তণং নাম তেভ্যোনিত্যং নমোনমঃ ॥
নাম সংকীর্ত্তণং নিত্যং ক্ষুত্তৃট্ স্খলনাদিষু
করোতি প্রেম সংহীনঃ সোপি শ্রীরাম কিঙ্করঃ ॥
অহো চিত্রং অহো চিত্রং অহো চিত্রং ইদং পরম্
রাম নাম্নি স্থিতে লোকে সংসারম্ বর্ত্ততে পুনঃ ॥

অস্যার্থ :—

বৃহৎ নারদীয় পুরাণে নারদ বলিতেছেন :—রাম নাম উচ্চারণে জীব সদা শুদ্ধ ও সর্ব্ব উপাধি বর্জ্জিত হয় এবং

শ্রীরাম প্রভাবে পরম পদ প্রাপ্ত হয়। যাঁহারা রাম নাম পর রাম নাম কীর্ত্তন পর এবং পূজন পর তাঁহারাই কৃতার্থ। ইহাতে সন্দেহ নাই। আমি সমস্ত লোকের হিতার্থে বলিতেছি যে, রাম নাম জাপককে কলিকাল কোন রূপ বাধা বিপত্তি দিতে পারে না। অতএব ইনি কলিকালের পরমেশ্বর। ইঁহার শরণ গ্রহণ কর। ইনি আপনাদের রক্ষা করিবেন। বিশেষতঃ আমাদের সমাজে উপায়ান্তর নাই। অধিক কি বলিব এই করাল কলিযুগে যিনি একবার মাত্র রাম নাম উচ্চারণ করেন তিনি কৃতার্থ তাঁহাকে নমস্কার করি। বৈদিক কর্ম্ম সকল কলিযুগে নূন্যাধিকতা প্রাপ্ত হয়। এবং সেই কারণে ফলদায়ক হয় না। পরন্তু নাম সংকীর্ত্তনের দ্বারা সেই কর্ম্ম সকল সম্পূর্ণ ফলদায়ক হয়। শ্রীসীতারাম নাম সুধা ধাম সদা ক্লেশ সহিত যাঁহারা জপ করেন তাঁহাদের কিছুই দুর্লভ থাকে না। পরমানন্দ স্বরূপ শ্রীরামচন্দ্রকে নমস্কার। যাহার জিহ্বাতে এই রাম নাম বিদ্যমান তাহার সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়। শয়ন, ভোজন, চলন উত্থান, উপবেশনাদি সমস্ত সময়ে যাঁহাদের রাম নাম উচ্চারণ হয় তাঁহাদের ন্যায় মহাত্মা অতি বিরল। তাহাদের আমি বারম্বার নমস্কার করি। আর ক্ষুধা, তৃষ্ণা, অথবা পতন অবস্থায় ও স্নেহহীন ভাবেও শ্রীরাম নাম উচ্চারণ করিলে জীব শ্রীরাম কিঙ্করত্ব প্রাপ্ত হয়। অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে রাম নাম এরূপ প্রভাবশালী হওয়া সত্ত্বেও জীব ইহাতে স্নেহ করে না। পুনঃ পুনঃ সংসারে আবর্ত্তিত হয়।

তত্রৈব :—

মিত্রদ্রোহী কৃতঘ্নশ্চ স্তেয়ী বিশ্বাস ঘাতকঃ।
দুহিতা সঙ্গমী দুষ্টো ভ্রাতৃপত্নীরতস্তথা॥
বিপ্রদাররতো যস্তু বিপ্র বিত্তাপহারকঃ।
পরাপবাদকারী চ বাল ঘাতী চ বৃদ্ধহা॥
স্ত্রী জনানাম্ সংঘাতী হিংসকঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
মাতৃগামী গুরু দ্রোহী রামনাম্না বিশুদ্ধ্যতি॥
মহাচিন্তাতুরো যস্তু মহাধিব্যাধি ব্যাকুলঃ।
জরাপস্মার কুষ্ঠাদি মহা রোগৈঃ প্রপীড়িতঃ॥
মহোৎপাত মহারিষ্ট মহাক্রূর গ্রহার্দ্দিতঃ।
মহা শোকাগ্নি সন্তপ্তঃ সর্ব্বলোকৈঃ তিরস্কৃতঃ॥
মহা নিন্দো নিরালম্বো মহা দুর্ভাগ্য দুঃখিতঃ।
মহা দরিদ্রী সন্তাপী সুখীস্যাৎ রামকীর্ত্তণাৎ॥
কাম ক্রোধাতুরঃ পাপী লোভ মোহ মদোদ্ধতঃ।
রাগ দ্বেষাদিভির্দগ্ধো মহা দুর্ব্বাসনাবৃতঃ॥
ষড়ভিরুর্ম্মিভিঃ আক্রান্তঃ ষড় বিকারৈঃ বিখিদ্যতে।
মনোরাজ কষায়াদ্যৈঃ ব্যাকুলঃ সমুপদ্রবৈঃ॥
অন্যৈশ্চ বিবিধোৎ পাতৈঃ দারুণৈঃ অতি দুঃখিতঃ।
রাম নামানু ভাবেন পরা নন্দং অবাপ্নুয়াৎ॥
কিং তীর্থৈঃ কিং ব্রতৈঃ হোমৈঃ কিতপোভিঃ
কিমদ্ধরৈঃ॥

দানৈর্ধ্যানৈশ্চ কিং জ্ঞানৈর্বিজ্ঞানৈ কিং সমাধিভিঃ ॥
কিং যোগৈঃ কিং বিরাগৈশ্চ জপৈরন্যৈঃ কিমর্চনৈঃ।
যন্ত্রৈঃ মন্ত্রৈঃ তথা তন্ত্রৈঃ কিম্ অন্যৈঃ উগ্রকর্ম্মভিঃ ॥
স্মরণাৎ কীর্ত্তণাচ্চৈব শ্রবণাৎ লেখানদপি।
দর্শনাৎ ধারণাদেব রাম নামাখিলেষ্টদং ॥

অস্যার্থ :—

ঐ পুরাণে নারদ বলিতেছেন :—মিত্রদ্রোহী, কৃতঘ্ন, তস্কর বিশ্বাসঘাতী, দুহিতাগামী, ভ্রাতৃপত্নী রত বিপ্রদার রত, বিপ্র বিত্তাপহারী, পরনিন্দক বাল ও বৃদ্ধঘাতী, স্ত্রীঘাতী, এবং সর্ব্ব দেহীর হিংসাকারী, মাতৃগামী, গুরুদ্রোহী, রাম নামের দ্বারা বিশুদ্ধ হয়। মহাচিন্তায় ব্যাকুল, আধিব্যাধি পীড়িত, জরা, মূর্চ্ছা কুষ্ঠাদি মহারোগাদিগ্রস্ত মহাউৎপাত মহারোগ অরিষ্ট, নীচ গ্রহাদি দ্বারা পীড়িত এবং মহাশোকাগ্নি সন্তপ্ত, সর্ব্বলোক তিরস্কৃত, মহা নিন্দাপাত্র, মহা দরিদ্র দুঃখী, মহা হতভাগ্য এবং সর্ব্বপ্রকার ক্লেশ পীড়িত জীব ও শ্রীরাম নাম উচ্চারণের দ্বারা শুদ্ধ হয়। কাম, ক্রোধ, লোভ মোহাদিতে আসক্ত মহাপাপী, রাগ, দ্বেষ, রূপ অগ্নিতে দগ্ধ, মহা কুবাসনাবৃত, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক, মোহ, জরা, মরণ, রূপ ছয় উর্ম্মি বা তরঙ্গে পতিত, ও সমস্ত বিকারখিন্ন এবং কামাদি কষায় এবং উপদ্রবে ব্যাকুল, এবং অন্য বিবিধ প্রকার উৎপাতে দারুণ দুঃখিত জীব ও রাম নাম জপের দ্বারা পরমানন্দ প্রাপ্ত হয়। তীর্থ, ব্রত, হোম, জজ্ঞ, তপ, দান, ধ্যান,

জ্ঞান, বিজ্ঞান ও সমাধির কিবা প্রয়োজন, যোগ, বিরাগ, জপ, পুজা, যন্ত্র, মন্ত্র, তন্ত্র ও অন্যান্য উগ্রকর্ম্মেরই বা কি প্রয়োজন। শ্রীরাম নাম স্মরণ কীর্ত্তন শ্রবণ লেখন্ দর্শন ধারণের দ্বারা জীবের সমস্ত মনোরথ সম্পন্ন হয়।

আদিত্য পূরাণ

শ্রীমহাদেব বাক্যং মহাদেবীং প্রতিঃ :—

অহং জপামি দেবেশি রাম নামাক্ষর দ্বয়ং।
শ্রীসীতায়াঃ স্বরূপস্য ধ্যানং কৃত্বা হৃদিস্থিতে ॥
রাম নাম্নি স্থিতাঃ সর্ব্বে ভ্রাতরঃ পরিকরাস্তথা।
গুণানাং নিলয়ং দেবি তথা শ্রীধাম মঙ্গলং ॥

মহাদেব বলিতেছেন—হে দেবী আমি রা, ম, দুই অক্ষর সর্ব্বদা জপ করি পরন্তু পূর্ব্বে হৃদয়ে শ্রীসীতা স্বরূপ ধ্যান করিয়া লই। শ্রীরাম নামে ভ্রাতা পরিকর এবং সমস্ত দিব্যগুণ বিরাজমান এবং শ্রীধাম মঙ্গলময় ইহাতে অবস্থিত।

তত্রৈব্য :—আদিত্য বাক্যং ঋষিং প্রতি :—

রামনাম জপাদেব ভাসকোহং বিশেষতঃ
তথৈব সর্ব্ব লোকাণাং ক্রমণে শক্তিবানহং ॥
নাম বিশ্রদ্ধ হীনানাং সাধনান্তর কল্পনা
কৃতা মহর্ষিভিঃ সর্ব্বৈঃ পরমানন্দ নৈষ্ঠিকৈঃ ॥

ঐ পুরাণে আদিত্য দেব ঋষিগণকে বলিতেছেন।

শ্রীরাম নামের জপের প্রভাবে আমি সর্ব্বলোক প্রকাশক হইয়াছি এবং বিশেষতঃ সমস্ত লোক পরিক্রমণে সমর্থ হইয়াছি। নাম বিশ্বাসহীনতা হইতেই অন্যান্য সাধনের কল্পনা আসে। মহর্ষিগণ এবং পরমানন্দ নৈষ্ঠিকগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন।

আঙ্গীরস পুরাণ

রাম সংকীর্ত্তনাৎ সর্ব্বং মঙ্গলং শাশ্বতং সুধীঃ।
সামীপ্যং রামচন্দ্রস্য তথা সর্ব্বার্থ সঞ্চয়ঃ॥
শ্রীরামেতি মনুষ্যো যঃ সমুচ্চরতি সর্ব্বদা।
জীবন্মুক্তো ভবেৎ সোহি সাক্ষাৎ রামাত্মকং সুধীঃ॥
সুরদ্রুমচয়ং ত্যক্তা হ্যেরণ্ডং সমুপাসতে।
যস্যান্যসাধনে প্রীতিঃ ত্যক্ত্বা শ্রীনাম মঙ্গলং॥
আভ্যন্তরং তথা বাহ্যং যস্তু শ্রীরামমুচ্চরেৎ।
স্বল্পায়াসেন সংঙ্কাশং জায়তে হৃদি পঙ্কজে॥

অঙ্গীরস পূরাণে ঃ—সমস্ত শাশ্বত মঙ্গল, রাম, নাম কীর্ত্তনের দ্বারা লাভ হয় তথা শ্রীরাম চন্দ্রের সামীপ্য এবং সমস্ত সুখ সঞ্চয় লাভ হয়। যিনি স্নেহ সহিত শ্রীরাম নাম উচ্চারণ করেন সেই সুধী জীবন্মুক্ত এবং রামময় হন। যেমন মূঢ় ব্যক্তি কল্প বৃক্ষ ত্যাগ করিয়া অপাবন এরণ্ড বৃক্ষের সেবা করে সেইরূপ মঙ্গলময় রাম নাম ত্যাগ করিয়া জীবের অন্যসাধনে প্রাতি আইসে। সর্ব্বদা সাবধান হইয়া অভ্যন্তরে ও

বাহিরে যিনি শ্রীনাম স্মরণ উচ্চারণ করেন তিনি অল্প আয়াসেই হৃদয় কমলে আত্মার মহাপ্রকাশ উপলব্ধি করেন।

শুক পূরাণ

শ্রীঅগস্ত্য বাক্যং সুতীক্ষ্ণং প্রতি ঃ—

শ্রীমৎ রামেতি নামৈব জীবনানাম্ চ জীবনং।
কীর্ত্তনাৎ সর্ব্ব রোগেভ্যো মুচ্যতে নাত্রসংশয়ঃ॥
ব্রহ্মাণ্ড শত দানস্য যৎ ফলং সমুদাহৃতং।
তৎ ফলাৎ অধিকং বিদ্যাৎ সকৃৎ শ্রীরামং উচ্চরণ্॥

অন্যার্থ ঃ—শুক পূরাণে অগস্ত্য মুনি সুতীক্ষ্ণ শিষ্যকে বলিতেছে ঃ—শ্রীরাম নাম সমস্ত জীবনের জীবনদাতা শ্রীরাম নাম কীর্ত্তন ও স্মরণ করিলে সব রোগ নষ্ট হয়, শত ব্রহ্মাণ্ড দানে :যে ফল হয় একবার শ্রীরাম নাম উচ্চারণে তদধিক ফল হয়।

তত্রৈব্য শ্রীশিব বাক্যং শিবাং প্রতি ঃ—

যথৈব পাবকো দেবি রজসাচ্ছন্নতাং ব্রজেৎ।
তথা বিশ্বাস হীননাং নাস্তি নামার্থ বৈভবং॥
অহো ভাগ্যবরা সর্ব্বে নাম সংলগ্ন মানসাঃ।
পাবয়ন্তি জগৎ সর্ব্বং রাম নামার্থ চিন্তনাৎ॥
যৎ প্রভাবং সমাসাদ্য শুকো ব্রহ্মর্ষি সত্তমঃ
জপস্ব তন্মহামন্ত্রং রামনাম রসায়নম্॥

ঐ পূরাণে শ্রীশিব পার্ব্বতীদেবীকে বলিতেছেন :—

হে দেবী যেমন অগ্নি ধূলি দ্বারায় আচ্ছন্ন থাকে তেমনি বিশ্বাসহীন ব্যক্তি শ্রীরাম নামের ঐশ্বর্য্য দেখিতে ও বুঝিতে পারে'না। যাহার মন সেই রাম নামে সংলগ্ন হইয়াছে তিনি ভাগ্যবানের শিরোমনি এবং সমস্ত লোক পাবন। এই শ্রীরাম নাম প্রভাবে শুকদেব ব্রহ্মর্ষিগণের শ্রেষ্ঠতম পদবী লাভ করিয়াছিলেন। আমার আদেশ এই মহামন্ত্রসার নাম রসায়ন তুমি সদা স্নেহের সহিত স্মরণ কর অর্থাৎ আস্বাদন কর।

পূরাণ সংগ্রহে

শ্রীসূত বাক্যং শৌনকং প্রতি :—

ইদানীং রাম নাম্নস্তু রহস্যং প্রবদামিতে
যৎ শ্রুত্বা চ পঠিত্বাচ নরো যাতি পরাং গতিম।
সর্ব্বেষাম্ মন্ত্র বর্গানাম্ রাম নাম পরম্ স্মৃতম্
গোপ্যং শ্রীপার্ব্বতীশস্য জীবনম্ চিত্ত শোধকম্।
সুলভং সর্ব্ব জীবানাম্ অনায়াসেন সিদ্ধিদম্
সর্ব্বোপায়ং বিহায়াশু জপ্তব্যম্ প্রেমতৎ পরৈঃ।
যেন কেন প্রকারেণ জপন্ মোক্ষপ্রদং নৃণাম
এবং রীত্যা জপেৎ যস্তু রামনামনুত্তমম্।
তস্য পাণিতলে সিদ্ধিরনায়াসেন সত্বরং
সত্যং বদামি সিদ্ধান্তং সর্ব্বেষাম্ কলিমলাপহম্।

পৃষ্টা রীতি যথা তথ্যং গুরো সান্নিধ্যতো মুণে
তৎ পশ্চাৎ অভ্যসেৎ নাম সর্ব্বেশ্বরং অতন্দ্রিতঃ।
স্বল্পাহারং তথা নিদ্রাং স্বল্প বাক্যং নিরন্তরং
মিথ্যা সম্ভাষণং ত্বক্ত্বা তথাচ গমনাদিকং।
ইহৈব লভতে নিত্যং পরিকরাণাম সমাগমম্
তথা নানা রহস্যানাম্ জ্ঞানং সঞ্জায়তে ধ্রুবম্।
নাম্নঃ পরাৎ পরৈশ্বর্য্যং কথং বাচা বদামিতে
স্মরণাৎ লক্ষ্যতে বিশ্বং রাম রূপেন ভাস্বরং।

অন্বয়ার্থ ঃ—পূরণে সংগ্রহে শ্রীশুক শৌনককে বলিতেছেন—

এক্ষণে আমি শ্রীরাম নামের গুপ্ত রহস্য কিছু বলিব যাহা শুনিয়া জীবের পরাগতি প্রাপ্তি হয়। অনন্ত মন্ত্রবর্গের মধ্যে রাম নাম মহাগোপ্য ও শ্রেষ্ঠ মন্ত্র এবং মহাদেবের জীবন এবং সমস্ত জীবের চিত্ত শোধক, সহজে সিদ্ধিপ্রদ এবং সুলভ। অতএব সর্ব্ব উপায় ত্যাগ করিয়া প্রেমতৎপর হইয়া শ্রীরাম নাম জপ করা কর্ত্তব্য। যে কোন উপায়ে হউক না শ্রীরাম নাম যে ভাবেই হউক না, উচ্চারণ করিলে মোক্ষ অবশ্যই প্রাপ্ত হওয়া যায়। এবং যিনি যথারীতি শ্রীরাম নাম জপ করেন সমস্ত সিদ্ধি বিনা পরিশ্রমে তাঁহার সত্বর করতল গত হয়। রীতি যথা ঃ— শ্রীসদগুরু সমীপে আসিয়া বিধিপূর্ব্বক সেবা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া গুরুর নিকট হইতে জপের রীতি বিশেষ করিয়া অবগত হইয়া পশ্চাৎ আলস্য ত্যাগ করিয়া

শ্রীরাম নাম জপ অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। ভোজনাদি স্বল্প আহার নিদ্রাস্বল্প এবং বাক্য সংযত করিতে হইবে। অর্থাৎ শুদ্ধ অন্ন অল্প মাত্র ভোজন করিয়া মিতভাষী হইয়া থাকিতে হইবে। অসত্য বচনাদি সর্ব্বদা ত্যাগ করিবে এবং সর্ব্বপ্রকার ক্রীড়া স্ত্রী সংসর্গাদি বিশেষভাবে ত্যাগ করিবে। এই রীতিতে যিনি শ্রীরাম নাম নিরন্তর জপ করেন তাঁহাকে শ্রীসীতারাম জীর নিত্য পরিকরগণ সাক্ষাৎ করেন ও রক্ষা করেন তথা তিনি নানা প্রকার রহস্য জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অনুভব সক্ষমতাদি লাভ করেন। শ্রীরাম নামের পরাৎপর ঐশ্বর্য্য শক্তি বচনের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। শ্রীরাম নাম স্মরণ কীর্ত্তনের দ্বারা সমস্ত বিশ্ব মহাপ্রকাশমান রামস্বরূপ রূপে স্পষ্ট দৃশ্য হয়।

ভারত বিভাগে

সর্ব্ব সদ্গুণ হীনোপি যুক্তো বা সর্ব্ব পাতকৈঃ
সর্ব্বং তরতি তৎ পাপং ভাবয়ন্নাম মঙ্গলং
প্রাণ প্রয়াণ পাথেয়ং সংসার ব্যাধি ভেষজম্
দুঃখ শোক পরিত্রাণাম্ শ্রীরামেত্যক্ষরদ্বয়ং ॥
মাতৃহা, পিতৃহা, গোঘ্নো, ব্রহ্মহাচার্য্যহামুণে
স্বাদঃ পুরুষোকো বাহপি শুদ্ধেরণ্ রামনামতঃ ॥
সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যং সর্ব্বসিদ্ধান্ত পারগং
সর্ব্ব দেবাধিপং ভদ্রং সর্ব্ব সম্পত্তি কারকং ॥

মহানাদস্য জনকং মহা মোক্ষস্য হেতুকম্
মহা প্রেম রসেশানং মহা মোদময়ং পরং ॥
আহ্লাদকাণাং সর্ব্বেষাম্ রামনাম পরাৎপরং
পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পরম কারণ কারণং ॥

ভারত বিভাগে :—

সমস্ত লক্ষণহীন সমস্ত পাতকযুক্ত জীব এই মহামঙ্গল রূপ শ্রীরাম নাম ভাবনা করিলে মহাঘোর পাপ সমুদ্র উত্তীর্ণ হয়। প্রাণ প্রয়াণ সময়ের পাথেয় রাম নাম। সংসার রূপ ব্যাধির একমাত্র ভেষজ, এবং এই দুই অক্ষর সমস্ত দুঃখ শোক নাশকারী, মাতা পিতা গো, ব্রাহ্মণ, গুরু হত্যা আদি যে সকল শ্রেষ্ঠ পাপ আছে তাহা হইতেও রাম নামে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। মহা নীচ চণ্ডাল, পুরুষ ও শুদ্ধ হয়। সকল মঙ্গলেব মঙ্গল, সর্ব্ব সিদ্ধান্তের সিদ্ধান্ত, সর্ব্ব দেবের অধিপতি, সর্ব্ব সম্পত্তি দাতা, দশ প্রকার যে নাদ আছে সেই নাদ সকলের জনক রূপ মহানাদ, এবং কৈবল্য রূপ মহা মোক্ষের হেতু শ্রীরাম নাম এবং মহারস রূপ প্রেমের এবং মহামোদ রূপ আনন্দের আকর। সমস্ত আহ্লাদক বস্তুর কারণ এবং স্বয়ং ব্রহ্ম, পরম ধাম এবং সমস্ত কারনের কারণ শ্রীরাম নাম।

গণেশ পূরাণ

শ্রীগণেশ বাক্যং ঋষিং প্রতি :—

রামনাম পরং ধ্যেয়ং জ্ঞেয়ং পেয়মহর্নিশম্।
সর্ব্বদা সদ্ভিরিত্যুক্তম্ পূর্ব্বং মাং জগদীশ্বরৈঃ ॥

অহং পূজ্যোর্ধ ভবল্লোকে শ্রীমন্নামানু কীর্ত্তনাৎ।
অতঃ শ্রীরাম নাম্নস্ত কীর্ত্তনং সর্ব্বদোচিতং ॥
বিঘ্নানাং সন্নিহন্তারং দাতারং সর্ব্বসম্পদাম্
সুধাসারং সদা স্বচ্ছং নির্ব্বিকারং নিরাশ্রয়ম্ ॥

গণেশ পুরাণে শ্রীগণেশ ঋষিদিগের বলিতেছেন :—

শ্রীরাম নাম অহর্নিশঃ সকলের পরম ধ্যেয় এবং পেয়। জগতের ঈশ্বর ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদি আমাকে পূর্ব্বে এই উপদেশ দিয়াছিলেন। আমি স্বয়ং শ্রীরাম নাম কীর্ত্তন করিয়া সমস্ত জগতের পূজনীয় হইয়াছি। অতএব রাম নামানুকীর্ত্তন সর্ব্বদাই কর্ত্তব্য। শ্রীরাম নামই সমস্ত বিঘ্ন নাশ করে এবং সর্ব্ব সম্পদ দান করে। ইনি সুধাময়, সর্ব্ব বিকার রহিত এবং নিরাশ্রয়।

নন্দী পুরাণ

নন্দীশ্বর বাক্যং গণাণ প্রতি :—

সর্ব্বদা সর্ব্বকালেষু যে যে কুর্ব্বন্তি পাতকং
রাম নাম জপং কৃত্বা যাতি ধাম সনাতনং ॥
হরন্ ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্বং প্রযতঘ্নং সুরাং পিবন্
অপি ভ্রূণম্ হনন্ পূতো জায়তে নাম কীর্ত্তনাৎ ॥
শৃণুদ্ধং ভো গণাঃ সর্ব্বে রাম নাম পরং বলং।
যৎ প্রসাদাৎ মহাদেবো হলাহল মযীং পিবেৎ ॥

জানাতি রাম নাম্নস্তু পরত্বং গিরিজাপতি।
ততোহন্যো ন বিজানাতি সত্যং সত্যং বচো মম॥

নন্দী পূরাণে গণদিগের প্রতি নন্দীশ্বরের বাক্যঃ—

আমি সর্ব্বদা যে পাপ করি রাম নাম জপ দ্বারা তাহা নষ্ট হয় এবং সনাতন ধাম লাভ হয়। ব্রহ্মস্বহারী শরণাগত ঘাতী সুরাপায়ী, ভ্রূণ হত্যাকারী মহাপাপী সমুহ ও শ্রীরাম নাম উচ্চারণের দ্বারা পাপ মুক্ত ও পবিত্র হয়। হে প্রমথগণ *তোমরা রাম নামের পরম বল আশ্রয় কর। শ্রীরাম নাম প্রভাবেই আমার স্বামী মহাদেব হলাহল সুধাসম পান করিয়া* ছিলেন এবং শ্রীরাম নামের পরত্ব ও মহত্ব শ্রীগিরিজাপতি ঠিক জানেন। আর কেহ সেরূপ জানে না। ইহা সত্য বলিয়া জানিবে।

ইতিহাসোত্তমে

শ্রীরাম কীর্ত্তণে নিত্যং যস্য পুংসো ন জায়তে
সলোম পুলকং গাত্রং সভবেৎ কুলিশোপমঃ।
রাম নাম জপে যেষাম্ অশ্রু পাতো ভবেন্নহি
তএব খরতুল্যাস্তু হ্যপূজ্যা পাতকালয়াঃ।
শ্রুত্বা শ্রীরামনাম্নস্তু বৈভবং পরমার্থিকং
শ্রবণে ন জলং নেত্রে তন্নেত্রেবৈ রজোক্ষিপেৎ।
অহং বৈ পূত নামানি কীর্ত্তয়ামি জগৎপতেঃ
তানিব শ্রেয়সে নিত্যং ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ।

অহো সতাং মঙ্গলমদ্ভুতং ফলং
পরং পবিত্রং নরকাদিনাশনং।
কর্ত্তব্যং এতদ্ধি সদৈব লজ্জনৈঃ
শ্রীরাম নাম্নি প্রভবে পরারতিঃ॥

অন্বার্থ :—ইতিহাস উত্তমে লিখিত আছে :—

যাঁহার শ্রীরাম নাম সংকীর্ত্তনে লোমাবলী পুলকাদি জাত না হয়, তাহার হৃদয় বজ্রসম। শ্রীরাম নাম জপে যাহাদের অশ্রুপাত না হয় তাহারা গর্দ্দভ সদৃশ, এবং অপূজ্য পাতকাদির আলয়। বাস্তবিক শ্রীরাম নামের পরম বৈভব ঐশ্বর্য্যাদি শ্রবণ করিয়াও যাহার নেত্রে জল আসে না তাহার নেত্রে ধূলি দেওয়া উচিত।

ঐ পূরাণেই পুষ্কল মুনি নরক বাসীদের বলিতেছেন :—

জগৎ পতি শ্রীরামের নাম কীর্ত্তনের দ্বারা আমি পবিত্র হইয়াছি। সতের সঙ্গ পরম কল্যাণদাতা। তোমাদেরই (নরক বাসিদের) উদ্ধারের নিমিত্ত সন্তগণ শ্রীরাম নাম জপ করেন। সতের সঙ্গ অদ্ভুত ফলপ্রদ, নরকাদি নাশকারী। শ্রীরাম নামে যাহাতে রতি হয় তাহাই সন্তদিগের কার্য্য।

তত্রৈব নরকান প্রতি : –

সকৃৎ সংকীর্ত্তিতো দেব স্মৃতোবা মুক্তিদো নৃণাং
স্মরতাম্ অহর্নিশং নাম নজানে কিং ফলং ভবেৎ।

কৃতজ্ঞানাং শিরো রত্নং রাম নাম পরাৎপরং
কথং ন দ্রবতে শ্রুত্বা সনামাহ্বান মুত্তমং।
কিমত্র হাহাকারেণ যুষ্মাকমধুনা ধ্রুবম্
স্মরদ্ধম্ রাম নামাখ্যং মন্ত্রং দুঃখাপহারকম্।
কালং করালমত্যন্তং দৃষ্ট্বা স্বপ্নমিদং জগৎ।
রাম নাম জপাৎ ক্ষিপ্রং জাগ্রতিং যাতি নিশ্চিতং।
রাম নাম্নি সুধা ধাম্নি কুতর্কং নিরয়াবহম
সমাশ্রয়ন্তি যে পাপাস্তে মহা রাক্ষসাধমাঃ॥
প্রভাকরস্য সঙ্কাশং সর্ব্ব লোকৈকগোচরং
উলূকা নেত্রহানাশ্চ নৈব পশ্যন্তি দুর্ভগাঃ॥

ঐ গ্রন্থেই নারকীগণের প্রতি পুষ্কলের উপদেশ :—

একবার মাত্র শ্রীরাম নাম সংকীর্ত্তণের দ্বারা জীব মুক্তিলাভ করিতে পারে। যাহারা অহর্ণিশ জপ করেন তাহারা যে কি ফল লাভ করেন তাহা কেহ বলিতে পারে না। শ্রীরাম নাম কৃতজ্ঞজনগণের শিরোমণি। তিনি একবার তোমাদের আহ্বান শুনিলে অবশ্য প্রীত হইবেন। তোমরা নানা প্রকার হাহাকার আর কেন করিতেছ। সর্ব্বদুঃখহারী শ্রীরামনাম মহামন্ত্র স্মরণ কর। কালকে অত্যান্ত করাল বিচার করিয়া এবং জগতকে স্বপ্নতূল্য জ্ঞান করিয়া শ্রীরাম নাম জপ করিলে শীঘ্রই মোহ নিদ্রার অবসান হইবে এবং জাগ্রত অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। এই সুধাধাম রাম নামের বিরুদ্ধে

যাহারা মলিন তর্ক উপস্থিত করেন তাহারা নীচ রাক্ষস তূল্য। সূর্য্য সকল লোককেই প্রকাশ করে কিন্তু পেচক ও নেত্রহীন তাহা দেখে না।

তত্রৈব শ্রীভৃগু বাক্যং :--

শ্রুত্বা নামানি তত্রস্থা স্তেনোক্তানি তদা দ্বিজঃ
নারকা নরকাৎ মুক্তাঃ সদ্য এব মহামুণে।
শ্বাদোপি নহি শক্নোতি কর্ত্তুং পাপানি যত্নতঃ
তাবন্তি যাবতী শক্তি রাম নাম্নোঽশুভক্ষয়ে।
স্বপ্নেঽপি নাম স্মৃতিরাদি পূংসঃ
ক্ষয়ং করোত্যাহিত পাপ রাশিঃ।
প্রযত্নতঃ কিং পুনরাদি পুংসঃ
সংকীর্ত্ততে নাম (রঘূত্তমস্য।
ইদমেব পরং ভাগ্যং প্রশস্যং সদ্ভিরুত্তমৈঃ
শ্রীসীতারাম নাম্নস্তু সততম্ কীর্ত্তণং মুণে।
চাতুর্য্যং সর্ব্বথা বিপ্র হৃদিমেব বিনিশ্চিতং
নাম ব্যাহরণম্ নিত্যং তক্ত্বা দূর্ব্বাসনাদিকং!
পুরা মহর্ষয়ঃ সর্ব্বে রাম নামানুকীর্ত্তনাৎ
সিদ্ধা ব্রহ্মসুখে মগ্না যাতা শ্রীরাম সদ্মনি।
শ্রুতং সংকীর্ত্তিতং বাপি রাম নামা খিলেষ্টদং
দহত্যেনাংসি সর্ব্বানি প্রসঙ্গাৎ কিমুভক্তিতঃ।

অস্যার্থ ঃ—

ঐ গ্রন্থেই ভৃগুমুণি বলিতেছেন ঃ—

হে দ্বিজ নরক বাসীগণ শ্রীরাম নাম মাহাত্ম্য শুনিয়া নরক দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া সদ্য কৃতার্থ হইল। মহা নীচ চণ্ডালও এত পাপ করিতে পারে না যাহা রাম নাম উচ্চারণে নাশ না হয়। আদি পুরুষের রাম নাম যিনি স্বপ্নেও উচ্চারণ করেন তাঁহার পাপ শান্তি হয় আর যিনি স্নেহ সহিত করেন তাঁহার কথা অকথ্য। পরম ভাগ্য এবং প্রশংসনীয় শ্রীসীতারাম নাম সংকীর্ত্তণ। সব দুর্বাসনা ত্যাগ করিয়া নিরন্তর নাম উচ্চারণ করাই পরম চতুরতা। পূর্ব্বকালে শ্রীরামনাম জপের প্রতাপে মহর্ষিগণ সিদ্ধপদ পাইয়াছিলেন এবং ব্রহ্মানন্দে মগ্ন হইয়া শ্রীরাম সদনে বাস করিতেন। শ্রবণ স্মরণ বা কীর্ত্তণ যে ভাবেই হউক শ্রীরাম নাম সম্বন্ধ লাভ করিলে জীবের সমস্ত পাপ নষ্ট হয়। ভক্তির সহিত যাহারা করেন তাঁহাদের কথা আর কি বলিব।

তত্রৈব পরম পুরুষ বাক্যং বৈষ্ণবান্ প্রতি ঃ—

মদ্ভক্তাঃ সত্য মেতত্তু বাক্যং মে শৃণুতাধুনা
সকৃৎ উচ্চার্য্য মন্নাম মত্তুল্যো জায়তে নরঃ।
রাম নাম সমং নাম ন ভুতং ন ভবিষ্যতি
তস্মাৎ তদেব সংকীর্ত্ত্য মুচ্যতে কর্ম্মবন্ধনাৎ।

ঐ গ্রন্থে স্থানান্তরে বৈষ্ণবদের প্রতি পরম পুরুষের বাক্য—

হে মদ্ভক্তগণ এক্ষণে আমার বচন শ্রবণ কর ঃ—আমার নাম একবার মাত্র উচ্চারণের দ্বারা মনুষ্য মত্তুল্য হয়। শ্রীরাম নামের সমান আর কোন নাম নাই। কি অতীতকালে কি বর্ত্তমানে এবং ভবিষ্যৎকালেও এ নামের সমান নাম হয় নাই এবং হইবেও না। শ্রীরাম নাম উচ্চারণের দ্বারা সমস্ত কর্ম্ম বন্ধন ছুটিয়া যায়।

শ্রীব্যাস বাক্যং

গোবধঃ স্ত্রীবধঃ স্তেয়ং পাপং ব্রহ্ম বধাদিকম্
শ্রীরাম কীর্ত্তনাদেব শতধা যাতি সত্বরং ॥
কিংতাত বেদাগম শাস্ত্রবিস্তরৈঃ
তীর্থাদিকৈঃ অন্যকৃতৈঃ প্রয়োজনম্।
যদ্যাত্মণো বাঞ্ছসি মুক্তি কারণং
শ্রীরাম নামেতি নিরন্তরং রট ॥
বর্ত্তমানং চ যৎ পাপং যদ্ভুতং যদ্ভবিষ্যতি
তৎ সর্ব্বং নির্দ্দহেত্ত্যাশু রাম নামানু কীর্ত্তনাৎ।
তে কৃতার্থা মনুষ্যেষু সুভাগ্যা নৃপ নিশ্চিতং
রাম নাম সদা ভক্ত্যা স্মরন্তি স্মারয়ন্তিযে।
অভক্ষ্য ভক্ষণাৎ পাপং অগম্যা গমনাচ্চ যৎ
তৎ সর্ব্বং বিলয়ং যাতি সকৃৎ রামেতি কীর্ত্তনাং।
সদা দ্রোহ পরো যস্তু সর্জ্জনানাং মহীতলে
জায়তে পাবনো ধন্যো রাম নামা বদন্ সদা।

শ্রীরামেতি মুদাযুক্তঃ কীর্ত্তয়েৎ যস্তনন্যধীঃ
পাবনেন চ ধন্যেন তেনেয়ং পৃথিবী ধৃতা ॥

অন্বার্থ ঃ—লঘু ভাগবতে শ্রীব্যাসের বচন ঃ—

গোবধ. স্ত্রীবধ, চৌর্য্য, এবং ব্রহ্মবধাদি মহাপাপ শ্রীরাম নাম জপ করিলে শীঘ্র নষ্ট হয়। বিস্তর বেদাগম শাস্ত্রপঠন তীর্থাদি পর্য্যটনের কি প্রয়োজন যদি আপন আত্মার মঙ্গল চাও এবং মুক্তি ইচ্ছাকর নিরন্তর শ্রীরাম নাম রট। ভূত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যতকালে কৃত সমস্ত পাপ রাম নাম কীর্ত্তন প্রতাপে শীঘ্র নষ্ট হয়। যিনি শ্রীরাম নাম স্মরণ করেন এবং অপরকে স্মরণ করাইয়া দেন তাঁহারাই কৃতার্থ ও সৌভাগ্য-শালী। অভক্ষ্য ভক্ষণ অগম্য গমনাদি পাপ সকল সকৃৎ রাম নাম উচ্চারণ করিলে বিলয় প্রাপ্ত হয়। মহীতলে সজ্জন লোকের দ্রোহী ব্যক্তিও শ্রীরাম নাম স্মরণের দ্বারা পবিত্র হয় এবং যিনি অনন্য বুদ্ধিযুক্ত হইয়া স্নেহযুক্ত হইয়া শ্রীরাম নাম জপ করেন তিনি পাবনের পাবন মহাত্মা। সেই মহাত্মাকে পৃথিবী ধারণ করিয়া পবিত্রা হন। এবং সেই মহাত্মাগণই পৃথিবীকে ধরিয়া রাখিয়াছেন।

প্রভাস পূরাণ

মধুরালয়ং মুখ্যং নাম সর্ব্বেশ্বরেশ্বরং
রসনায়াম্ স্ফূরত্যাশু মহারাস রসালয়ং

নাম্নাং মুখ্যতমং নাম শ্রীরামাখ্যং পরন্তপ
প্রায়শ্চিত্তমশেষাণাং পাপাণাং মোচকং পরং ॥
শ্রীরাম নাম পরমং প্রাণাৎ প্রিয়তরং মম ।
নহিতস্মাৎ প্রিয়ঃ কশ্চিৎ সত্যং জানীহি নারদ ।
নরাণাম্ ক্ষীণ পাপাণাং সর্ব্বেষাম্ সুকৃতাত্মণাং
ইদং এব পরং ধ্যেয়ং নান্যৎ স্বপ্নেপি নারদ ॥

প্রভাস পুরাণে মুনীশ্বরের বচন :—

শ্রীরাম নাম মধুরতার মুখ্যধাম। ঈশ্বরের ঈশ্বর, মহারাস, রসালয় রসনায় স্ফুরিত হয়। ঐ গ্রন্থেই ভগবান নারদকে বলিতেছেন, হে পরন্তপ শ্রীরাম নাম, নাম সমূহের মধ্যে মুখ্যতম। অশেষ পাপ মোচক, ও প্রায়শ্চিত্ত। আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম এবং নিশ্চয় জানিও ইহার অপেক্ষা প্রিয় বস্তু আর আমার কিছুই নাই। সমস্ত ক্ষীণ পাপ সুকৃতিশালী নরের ইহাই পরম ধ্যেয়, স্বপ্নেও অন্য বস্তু নহে।

কালিকা পুরাণ

রামেত্যভিহিতে দেবে পরাত্মানি নিরাময়ে
অসংখ্যমথ তীর্থাণাং ফলং তেষাম্ভবেদ্ধ্রুবম্
রাম নাম প্রভাদিব্যা সর্ব্ব বেদান্ত পারগা
বদন্তি নিয়তং রাজন্ জ্ঞাত্বা সর্ব্বোত্তমোত্তমাঃ ॥

সর্ব্বাসামেব শক্তীণাম্ কারণম্ তমসঃপরম্
শ্রীরামনাম সর্ব্বেশং সৌখ্যদং শরণার্থিণাম্
প্রাণানাম প্রাণ মিত্যাহু জীবানাম্ জীবনম্ পরম্
মন্ত্রাণাম্ পরমং মন্ত্রং রাম নাম সদা প্রিয়ং ॥

কালিকা পূরাণে কালিকার বচন ঃ—

শ্রীরাম নাম নিরাময় এবং পরমাত্ম প্রকাশক, যিনি উচ্চারণ করেন তাঁহার অসংখ্য যজ্ঞ তীর্থ তপাদি সুকৃতি লাভ হয়। শ্রীরাম নামের প্রভা দিব্য অপ্রাকৃত। সমস্ত বেদান্তের পারগামী। শ্রেষ্ঠ মহাত্মাগণ এই নিশ্চয় করিয়াছেন। সমস্ত শক্তির কারণ তমোরাজ্যের পরে স্থিত শ্রীরাম নাম সকল শরণাগতের সুখদায়ক। ইহা প্রাণের প্রাণ, জীবের জীবন, সর্ব্ব মন্ত্রের শিরোমণি, সদা প্রিয়।

দেবী ভাগবত।

ব্যাস বাক্যং শুকং প্রতি ঃ—

জীবানাম্ দুষ্ট ভাবানাং কৃতঘ্নানাম্ তথা শুক
চরিতং শৃণু ভো তাত সদা পাপরতাত্মনাং।
শ্রীমৎ রামেতি নাম্নস্তু প্রভাবং বৈ পরাৎ পরম্।
জ্ঞান বৈরাগ্যহীনানাম দৃশ্যং নৈব ভবেৎ কদা ॥
গর্ভ মধ্যেতু যৎ প্রোক্তং করুণানিধিমগ্নতঃ
সততং কীর্ত্তণং রাম নাম কুর্ব্বে সমাদরাৎ।

তক্ত্বা দুরাগ্রহং সর্ব্বং কুটুম্বাদিক সংগ্রহং।
করিষ্যামি সদা ভক্ত্যা তব নামানুকীর্ত্তনম্ ॥
তৎ সর্ব্বং বিস্মৃতং তাত অধমেনাত্মাপহারিণা।
তস্মাৎ কষ্টতরং দুঃখং সংপ্রাপ্নোতি পুনঃ পুনঃ ॥

দেবীভাগবতে শ্রীব্যাস বাক্যং শুক দেবের প্রতি ঃ—

জীব অতি দুষ্ট স্বভাবী, কৃতঘ্নী, সদা পাপরত, সে শ্রীরাম নামের যথার্থ প্রভাব একেবারেই অবগত নহে। ইনি সর্ব্বোপরি ও সর্ব্বেশ বন্দিত, ইহা তাহারা জানে না। কারণ তাহারা জ্ঞান বৈরাগ্য ও সৎসঙ্গ বিহীন। গর্ভ বাস কালে যখন সে মহাকষ্টে পতিত হইয়াছিল তখন করুণানিধির নিকট এই কড়ার করে যে এই গর্ভ মহা নরক হইতে নির্গত হইয়া সর্ব্ব কাজ ত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা রাম নাম স্মরণ করিব। সমস্ত দুরাগ্রহ কুটুম্বাদি সংগ্রহ ত্যাগ করিয়া সদাভক্তি পূর্ব্বক আপনার নামানু কীর্ত্তন করিব, কিন্তু সেই আত্মঘাতী অধম জীব সেই সমস্ত কড়ার বিস্মৃত হইয়া স্বীয় সুখে মগ্ন হইয়া বারংবার নানাপ্রকার কষ্টও দুঃখ প্রাপ্ত হয়।

ক্রিয়া যোগ সার

স্মরণে রাম নাম্নস্তু নকাল নিয়মঃ স্মৃতঃ
ভ্রমাদুচ্চার্য্যমাণোপি সর্ব্বদুঃখ বিনাশনঃ।
নাম্নঃ প্রভাবাৎ ব্রহ্মর্ষে রামচন্দ্রস্য শাশ্বতং
ব্রবীম্যহং সমাসেন সেতি হাসং নিশাময়।

রামেতি সততং নাম পঠ্যতে সুন্দরাক্ষরং
রামনাম পরম ব্রহ্ম সর্ব্ববেদাধিকং মহৎ।
সমস্ত পাতকধ্বংসি সন্তকস্তত্তদা পঠেৎ
নামোচ্চারণ মাত্রেণ তয়োশ্চ শুকবক্ষয়োঃ।
বিনষ্টমভবৎ পাপং সর্ব্বমেব সুদারুণং
রাম নাম প্রভাবেণ তৌ গতৌ ধাম্নিসত্বরং।
ঈদৃশং রাম নামেদং জপস্ব দ্বিজ সত্তম
অনয়াসেন তেহভীষটম্ সর্ব্বং সেৎস্যতি নাণ্যতঃ।
বিষ্ণোর্ণামাণি বিপ্রেন্দ্র সর্ব্ববেদাধিক মতং
তেষাম মধ্যেতুতত্তজ্ঞ রাম নাম পরং স্মৃতং।
রামেত্যক্ষরং যুগ্মং হি সর্ব্বমন্ত্রাধিকং দ্বিজ
যদুচ্চারণ মাত্রেন পাপী যাতি পরাং গতিম্।
রামনাম প্রভাবোহয়ম সর্ব্ব বেদৈঃ প্রপূজিতং
মহেশ এব জানাতি নান্যো জানাতি বৈ মুনে।
বিষ্ণোর্ণাম সহস্রানি পঠনাৎ যল্লভতে ফলং
তৎফলং লভতে মর্ত্তো রামনাম স্মরণ্ সকৃৎ।

অস্যার্থ ঃ—শ্রীরাম স্মরণের কোন কাল বা নিয়ম নাই। ভ্রম পূর্ব্বক উচ্চারণ করিলেও সর্ব্বদুঃখ নষ্ট হয়। হে মুনে এই শাশ্বত রাম নামের প্রভাব আমি কিছু বলিতেছি সাবধান হইয়া শ্রবণ কর ঃ—

এক গণিকার ইতিহাস আছে। যথা ঃ—রঘু নামক এক

বৈশ্য ছিল। তাহার একটী সুন্দরী কন্যা ছিল। বিবাহের অল্পদিন মধ্যেই সে বিধবা হয়। এবং তাহার পর ব্যভিচার আরম্ভ করে। তারপর তাহার পিতামাতা আপন গৃহে তাহাকে লইয়া আইসে। তথায় আসিয়াও সে গণিকা বৃত্তি করিতে থাকে। পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া তিরস্কার করিলে সে একটী সহরে যাইয়া ব্যভিচার করিতে থাকে। একদিন হঠাৎ রাম নাম বোলা একটী শুক পক্ষী সে কোন বিক্রেতার নিকট ক্রয় করে এবং তাহাকে আপন ঘরে রাখিয়া সেবা করিতে থাকে। সেই শুক পক্ষীর মুখে উচ্চারিত রাম নাম প্রভাবে উভয়েই বিগত পাপ হয় এবং শরীর ত্যাগের পর পরম ধাম প্রাপ্ত হয়। হে দ্বিজ শ্রেষ্ঠ রাম নাম ঈদৃশ প্রভাবশালী যে অনায়াসে তোমার সর্ব্ব মনোরথ সিদ্ধি করিবে, তুমি রাম নাম জপ কর। ভগবান শ্রীবিষ্ণুর নাম সমস্ত বেদাদি হইতেও অধিক শ্রেষ্ঠ তাহার মধ্যে তত্ত্বজ্ঞগণ বলেন রাম নাম পরম মুখ্যতম এই দুই বর্ণ সমস্ত মন্ত্র অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। কারণ উচ্চারণ মাত্রেই পাপী পরম গতি প্রাপ্ত হয়। শ্রীরাম রাম প্রভাব সকল শ্রুতি পূজিত কিন্তু সকলে এ প্রভাব জ্ঞাত নহে। কেবল মাত্র শ্রীমহাদেব শিব জ্ঞাত আছেন। বিষ্ণুর সহস্র নাম লইলে যে ফল হয় একবার মাত্র শ্রীরাম নাম লইলে সেই ফল হয়।

তত্রৈব—ধর্ম্মরাজ বাক্যং দূতান প্রতি ঃ—

দূতা স্মরতত্তচ্চাপি রাম নামাক্ষর দ্বয়ং
তদা ন মে দণ্ড নীয়ো তয়োঃ সীতাপতি প্রভুঃ।

সংসারে নাস্তিতৎ পাপং যৎরাম স্মরণে রতিঃ
নাযাতি সংক্ষয়ম্ সদ্যো দৃঢ়ং শৃণূত কিঙ্করাঃ।
যে মানবাঃ প্রতি দিনং রঘুনন্দনস্য
নামানি ঘোর দুরিতৌঘ বিনাশকানি।
ভক্ত্যোচ্চরন্তি বিবুধ প্রবরার্চ্চিতস্য
তে পাপী নোপিহিভটা মম নৈব দণ্ড্যাঃ ॥
তস্যাদ্ধি সর্ব্ব পূণ্যাঢ্যো গণিকা সশুকৌ ভটা
পূজনীয়ৌ চ তৌ নিত্যং অস্মাভিনাত্র সংশয়।
তাবৎ তিষ্ঠন্তি পাপাণি দেহেষু দেহিনাং বর
রাম রামেতি যাবৎবৈ নস্মরন্তি সুখপ্রদং ॥
শ্রাদ্ধে চ তর্পণে চৈব বলি পূজা তথোৎ সবে
যজ্ঞে দানে ব্রতে চৈব দেবতারাধনেহপি চ।
অন্যেস্বপি চ কার্য্যেষু বৈদিকেষু বিচক্ষণৈঃ
সংস্মরেৎ যৎ ফলং প্রেপ্সু রাম নামেতি ভক্তিতঃ ॥
মৃত্যুকালে দ্বিজ শ্রেষ্ঠ রাম রামেতি যঃস্মরেৎ
স পাপাত্মাপি পরমং মোক্ষমাপ্নোতি মানবঃ।
রামেতি নাম যাত্রায়াং যে স্মরন্তি মণাষিণঃ
সর্ব্ব সিদ্ধি র্ভবেৎ তেষাম্ যাত্রায়াংনাত্র সংশয়ঃ ॥
রাজদ্বারে তথা দুর্গে বিপাকে চৌর সম্মুখে
দুঃস্বপ্নং দর্শনে চৈব গ্রহ পীড়াষু বৈ মুনে।
অরণ্যে প্রান্তরে বাপি শ্মশানে চ ভয়ানকে

রাম নাম স্মরেৎ তস্য ন ভয়ং বিদ্যতে দ্বিজ ॥
উৎপাতিকে মহা ঘোরে রাজ রোগাদিকে ভয়ে।
রাম নাম স্মরণ্ মর্ত্ত্যো লভতে নাশুভং ক্বচিৎ ॥
রামনাম দ্বিজ শ্রেষ্ঠ সর্ব্বাশুভ নিবারণং।
কামদং মোক্ষদং চৈব স্মর্ত্তব্যং সততং বুধৈ ॥
রাম নামেতি বিপ্রর্ষে যস্মিন স্মার্য্যতে ক্ষণে।
ক্ষণং স এব ব্যর্থস্যাৎ সত্য মেব ময়োচ্চতে ॥
স্মরন্তি রাম নামাণি নাব সীদন্তি মানবাঃ।
সত্যং বদামি তে নিত্যং মহামঙ্গল কারণং ॥
জন্মকোটী দুরিত ক্ষয় মিচ্ছুঃ
সম্পদং চ লভতে ভুবি মর্ত্ত্যঃ।
রাম নাম সততং যদি ভক্ত্যা
মোক্ষদায়ী মধুরং স্মরতুস্ম ॥
অহো চরিত্রং জীবানাম্ দুষ্টানাম্ পাপকর্ম্মণাম্
রামেতি মুক্তিদং নাম ন স্মরন্তি নরাধমাঃ।
অহর্নিশং নাম পরাৎ পরেশ্বরং
জপন্তি যেতে সুখদা সদা শিবাঃ।
তেষাং পদ স্পর্শ রজোভিষেকাৎ
সদৈব পূতাঃ কিল পাপিনো দ্বিজা ॥
সহস্রাস্যেন শোযোপি রাম নাম স্মরত্যলম্।
তৎপ্রভাবেন ব্রহ্মাণ্ডং ধৃত্বা ক্লেশং বিনা দ্বিজ ॥

বক্তুং শ্রমো ন চাল্যোপি শ্রোতুমত্যন্ত মোদদম্।
তথাপি রাম নামেদং ন স্মরন্তি দুরাশয়াঃ॥

ঐ গ্রন্থে ধর্ম্মরাজের বাক্যং—

যখন যমদূতগণ যমরাজকে বলেন যে, গণিকা শুক সমেত পরম ধাম গিয়াছে তখন ধর্ম্মরাজ বলেন হে দূতগণ তাহারা শ্রীরাম নাম উচ্চারণ ও শ্রবণ করিত, সেই কারণে আমার দণ্ডনীয় নহে। শ্রীসীতাপতি স্বয়ং তাহাদের প্রভু। সংসারে এমন কোন পাপ নাই যাহা শ্রীরাম নাম জপের দ্বারা নাশ না হয়, যিনি সকল পাপ তাপহারী শ্রীরঘু নন্দনের রাম নাম প্রতিদিন উচ্চারণ করেন তিনি হাজার পাপ করিলে ও আমার দণ্ডনীয় নহেন। এই কারণে শুক সমেত গণিকা পরম ধাম যাইবারই যোগ্য। ততক্ষণ আমরা পাপ সঞ্চয় করি এবং দেহে ততক্ষণ পাপ থাকে যতক্ষণ না আমরা শ্রীরাম স্মরণ করি। শ্রাদ্ধ, তর্পন, দান, পূজা, যজ্ঞ, দেব আরাধন, তথা সমস্ত বৈদিক শুভ কার্য্যকে যদি যথার্থ বিঘ্নরহিতভাবে ফলদায়ক করিতে ইচ্ছা হয় তাহা হইলে মহামঙ্গল ধাম শ্রীরাম নাম স্মরণ করিবে। মৃত্যুকালে যিনি রাম নাম উচ্চারণ করেন বা শ্রবণ করেন তিনি মহাপাপী হইলেও শ্রীরাম নাম প্রভাপে পরম মোক্ষ প্রাপ্ত হন। যে মতিমান ব্যক্তি যাত্রা-কালে, শ্রীরাম নাম উচ্চারণ করেন তিনি সর্ব্ব সিদ্ধি প্রাপ্ত হন। রাজদ্বারে, দুর্গে, বিদেশে, চৌর সমুখে, কুস্বপ্নে গ্রহ পীড়ায়, জঙ্গলে, ভয়ানক শ্মশানে যিনি রাম নাম উচ্চারণ করেন

তাঁহার কিঞ্চিৎ মাত্র ভয় থাকে না। মহা উৎপাতে, রক্ত রোগাদিতে শ্রীরাম নাম উচ্চারণ করিলে অমঙ্গল স্পর্শ করিতে পারে না। শ্রীরাম নাম সকল অশুভকে হরণ করে। সমস্ত কামনাকে পূরণ করে তথা পরম মোক্ষকে দান করে। অতএব বুধগণের ইহা সর্ব্বদা স্মরণ করা কর্ত্তব্য। যেক্ষণে শ্রীরাম নাম জীব স্মরণ না করে সেইক্ষণ অতি দুষ্টক্ষণ, অত্যন্ত অনর্থের কারণ। শ্রীরাম নাম স্মরণকারী কখন অবসন্ন বা দুঃখ প্রাপ্ত হয় না হয় না। কারণ শ্রীরাম নাম মহা মঙ্গলময়। যদি কেহ কোটী জন্মের পাপ ক্ষয় করিতে চাহে এবং পরম সুখ প্রাপ্ত হইবার ইচ্ছা করে তাহা হইলে তাহা শ্রীরাম নাম মধুর ধ্বনি উচ্চারণ করা চাই। সতত রাম নাম ভক্তিপূর্ব্বক জপ করিলে মোক্ষলাভ হয়। রোগগ্রস্ত, দুষ্টচরিত্র, পাপকর্ম্মা, নরাধমগণ রাম নাম স্মরণ করে না। আর যিনি সদা মঙ্গলময়, সুখদ, রাম নাম অহর্নিশ জপ করেন তাহাদের পদরজস্পর্শে পাপীগণ পবিত্র হয়। শ্রীঅনন্ত দেব শেষ জী সহস্র রসনা দ্বারা সর্ব্বদা শ্রীরাম নাম উচ্চারণ করিতেছেন এবং সেই নাম বলে বিনাশ্রমে এই পৃথিবী ধারণ করিয়া আছেন। শ্রীরাম নাম উচ্চারণে কোন শ্রম নাই শ্রবণ করিতে মধুর এবং আনন্দ প্রদ তথাপি মন্দমতিগণ স্মরণ করে না।

তত্রৈব ঃ—

অত্যন্ত দুঃখলভ্যাপি সুমুক্তির্জন্ম কোটিভিঃ
লভ্যতে রামনাম্নৈব কর্ম্মাস্তি কিম্ অতঃপরং।

রামনামামৃতং সাধু কথং বাচা বদামিতে
স্মরণাদেব জ্ঞাতব্যং সর্ব্বদা বুধ সত্তমৈঃ।
সর্ব্বকৃত্যং কৃতং তেন যেনোক্ত নামমুক্তিদম্
নাতঃপরতম্ স্বস্তু ক্বচিৎ সংদৃশ্যতে দ্বিজ।
যাবচ্ছ্রী নাম নাম্নস্তু সুপ্রতাপং হৃদিস্থলে
নায়াতি সম্ভ্রমন্তীহ বিমুখাঃ সর্ব্ব যোনিষু।
রাম নাম জপতৎপরোজনো
যৎ ফলং লভতি তন্নিরূপণে
যাতি নৈব শ্রমতোপি কদাচিৎ
শিবশিবা শ্রুতি শেষ গণেশঃ।
মানুষং জন্ম সম্প্রাপ্য যেনোক্তং অক্ষর দ্বয়ং
তে পিশাচাস্তু চাণ্ডালা সর্ব্ব প্রেতপ্রপূজিতা।

অস্যার্থ :—অত্যন্ত দুঃখ সহ্য করিয়া কোটী কোটী জন্মের পর জীব মুক্তিলাভ করে। সেই মুক্তি শ্রীরাম নাম উচ্চারণের দ্বারা অল্প শ্রমেই লাভ হয়। রামানামামৃত যে কত স্বাদু তাহা কথায় বলা যায় না। রসিক বুধগণ স্মরণের দ্বারা তাহা সর্ব্বদাই উপলব্ধি করেন। যিনি এই মুক্তিদ রাম নাম উচ্চারণ করেন তিনি সকল কৃত্য বা শুভকরণ করিয়াছেন। শ্রীরাম নামের আর কোন তত্ত্ব বা সিদ্ধান্ত নাই। ততক্ষণ জীব নানা যোনী ভ্রমন করেন যতক্ষণ না রাম নামের প্রতাপ হৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় শ্রীরাম নাম যিনি সতত তৎপর হইয়া ইহার

জপ করেন তিনি যে কি ফল লাভ করেন তাহা শিব, বিষ্ণুশেষ গণেশাদিও বর্ণনা করিতে পারেন না। মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া যিনি শ্রীরাম নাম উচ্চারণ না করেন তিনি পিশাচ চণ্ডাল এবং প্রেতাদির ন্যায় নীচাশয়।

আদি পূরাণ

শ্রীকৃষ্ণং বাক্যং অর্জ্জুনং প্রতি :—

রাম নাম সদা গ্রাহী রাম নাম প্রিয়ঃসদা
ভক্তিং তস্মৈ প্রদাতব্যা নচ মুক্তিঃ কদাচন।
গায়ন্তি রাম নামানি বৈষ্ণবাশ্চ যুগে যুগে
তক্ত্বা চ সর্ব্ব কর্ম্মানি ধর্ম্মানি চ কপিধ্বজ।
রাম নাম্মৈব নাম্মৈব রাম নাম্মৈব কেবলং
গতিস্তেষাং গতিস্তেষাম্ গতিস্তেষাম্ সুনিশ্চিতঃ।
শ্রদ্ধয়া হেলয়া নাম বদন্তি মনুজা ভুবি
তেষাম্ নাস্তি ভয়ং পার্থ রামনাম প্রসাদতঃ।
রাম নাম রতা যত্র গচ্ছন্তি প্রেম সংপ্লুতাঃ
ভক্তানামনুগচ্ছন্তি মুক্তয়ঃ স্তুতিভিঃ সহ।
মানবা যে সুধা সারং রাম নাম জপন্তি হি
তে ধন্যা মৃত্যু সন্ত্রাস রহিতা রাম বল্লভাঃ।
নাম্মৈব পরমা মুক্তিঃ নাম্মৈব পরমা গতিঃ।
নাম্মৈব পরমা শান্তিঃ নাম্মৈব পরমা গতিঃ।
নাম্মৈব পরমা ভক্তিঃ নাম্মৈব পরমা ধৃতিঃ

৭—

নামৈব পরমা প্রীতি নামৈব পরমা স্মৃতিঃ।
নামৈব পরমং পুণ্যং নামৈব পরমং তপঃ।
নামৈব পরমো ধর্ম্মো নামৈব পরমো গুরুঃ।
নামৈব পরমং জ্ঞানং নামৈব চাখিলং জগৎ
নামৈব জীবনং জন্তোঃ নামৈব বিপুলং ধনং।
নামৈব জগতাং সত্যং নামৈব জগতাং প্রিয়ং
নামৈব জগতাং ধ্যানং নামৈব জগতাং পরম্
নামৈব শরণং জন্তোঃ নামৈব জগতাং গুরু
নামৈব জগতাং বীজং নামৈব পাবনং পরম্।
রামনাম রতা যে চ তে বৈ শ্রীরাম ভাবুকা
তেষাম্ সন্দর্শনাদেব ভবেদ্ভক্তি রসাত্মিকা।
কামাদি গুণ সংযুক্তা নাম মাত্রেক জল্পকাঃ
প্রীতিং কুর্ব্বন্তি তে পার্থ ন তথাজিত ষড়্গুণাঃ।
তং দেশং পতিতং মন্যে যত্র নাস্তি সুবৈষ্ণবঃ
রাম নাম পরো নিত্যং পরানন্দ বিবর্দ্ধনঃ।
রাম নাম রতা জীবা ন পতন্তি কদাচন।
ইন্দ্র্যাদ্যা সম্পতন্ত্যেতে তথা চান্যেঽধিকারিণঃ॥
রামস্মরণ মাত্রেণ প্রাণাণ্ মুঞ্চন্তি যে নরাঃ।
ফলং তেষাম্ ন পশ্যামি ভজামি তাংশ্চ পার্থিব॥
নাম স্মরণ মাত্রেণ নরো যাতি নিরাপদং।
যে স্মরন্তি সদা রামং তেষাম জ্ঞানেন কিংফলং॥

নাম্নৈব জগতাং বন্ধু নাম্নৈব জগতাং প্রভুঃ।
নাম্নৈব ধার্য্যতে বিশ্বং নাম্নৈব পাল্যতে জগৎ।
নাম্নৈব নীয়তে নাম নাম্নৈব ভুঞ্জতে ফলং॥
নাম্নৈব গৃহ্যতে নাম পরং গোপ্যং পরাৎপরম্।
নাম্নৈব কার্য্যতে কর্ম্ম নাম্নৈব নীয়তে ফলং॥
নাম্নৈব চাংঙ্গ শাস্ত্রাণাং তাৎপর্য্যার্থ বরং মতং।
নাম্নৈব বেদ সারাংশং সিদ্ধান্তং সর্ব্বদা শিবং॥
নাম্নৈব নীয়তে মেধা পরে ব্রহ্মনি নিশ্চলা।
নাম্নৈব চঞ্চলং চিত্তং মনস্তস্মিন্ প্রলীয়তে॥
শ্রীরাম স্মরনেনৈব নরোযাতি পরাং গতিং।
সত্যং সত্যং সদা সত্যং ন জানেনামজম্ ফলং॥
রাম নাম প্রভা-বোয়ং সর্ব্বোত্তম উদাহৃতঃ।
সমাসেন তথা পার্থ বক্ষেঽহং তব হেতবঃ॥
ন নাম সদৃশং ধ্যানং ন নামো সদৃশো জপঃ।
ন নাম সদৃশ স্তাগো ন নামো সদৃশী গতিঃ॥
ন নাম সদৃশং তীর্থং ন নামো সদৃশং তপঃ।
ন নাম সদৃশং কর্ম্ম ন নামো সদৃশঃ সমঃ॥
ন নাম সদৃশী মুক্তির্ন নাম সদৃশঃ প্রভুঃ।
যে গৃহ্নন্তি সদা নাম ত এব জিত ষড়্গুণাঃ॥
কুর্ব্বন বা কারয়ন্ বাপি রাম নাম রূপং তথা।
নীত্বা ফল সহস্রানি পরং ধামা ভিগচ্ছতি॥

নাম্নৈব নীয়তে পুণ্যং নাম্নৈব নীয়তে তপঃ।
নাম্নৈব নীয়তে ধর্ম্মো জগদেতৎ চরাচরম্ ॥
রাম নাম প্রভাবেন সর্ব্বসিদ্ধিশ্বরো ভবেৎ।
বিশ্বাসেনৈব শ্রীরাম নাম জাপ্যং সদা বুধৈঃ ॥
শান্তো দান্তঃ ক্ষমাশীলো রাম নাম পরায়ণঃ।
অসংখ্য কুলজানাম্ বৈ তারণে সর্ব্বদা ক্ষমঃ ॥

যে নাম যুক্তা বিচরন্তি ভুমৌ
ত্যক্ত্বার্থ কশ্চিন্ বিষয়াংশ্চ ভোগান।
তেষাম্ চ ভক্তিঃ পরমাচ নিষ্ঠা
সদৈব শুদ্ধাঃ সুভগা ভবন্তি ॥

স্মরন্তি রাম নামানি ত্যক্ত্বা কর্ম্মানি চাখিলং।
স পুতং সর্ব্ব পাপেভ্যঃ পদ্ম পত্রমিবাম্ভসা ॥
ত্যক্ত্ব্যা শ্রীরাম নামার্নি কর্ম্মং কুর্ব্বন্তি যেহধমাঃ
তেষাম্ কর্ম্মানি বন্ধায় ন সুখায় কদাচন ॥
যস্য চেতসি শ্রীরাম নাম মাঙ্গলিকং পরম্।
সজিত্বা সকলান্ লোকান পরংধামং পরিব্রজেৎ ॥
নাম যুক্তা জনাঃ পার্থ জাত্যন্তর সমন্বিতাঃ।
প্রীতিং কুর্ব্বন্তি শ্রীরাম ন তথানষ্ট ষড়গুণাঃ ॥
গায়ন্তি রাম নামানি সততং যে জনা ভুবি।
নমস্তেভ্যো নমস্তেভ্যো নমস্তেভ্যো পুনঃ পুনঃ ॥
রাম নাম শ্রয়াযেবৈ ভাবুকাপ্রেম সংপ্লুতাঃ।

কৃতার্থাস্তে সদাতাতঃ সত্যংসত্যং ন চান্যথা ॥
ইতি বিজ্ঞাপিতং তাত ত্বয়া বুদ্ধ্যাবিধারয় ।
রামে নাম প্রসাদেন সর্ব্বসুখং অবাপ্স্যসি ॥
তাং নামগাথা বিচরন্তিভূমৌ, গীত্বা সদাতে পুরুষাঃ
সুধন্যাঃ, যেনাম গাথা পরতত্ত্ব নিষ্ঠাস্তে ধন্য ধন্যা
ভুবিকৃত্যপুন্যাঃ ।
রাম নাম জনো ভক্তো রাম নাম জনপ্রিয়ঃ ।
সপুতো নির্ব্বিকল্পশ্চ সর্ব্ব পাপ বহির্ম্মুখঃ ॥
রাম নাম প্রসঙ্গেন যে জপন্তীহার্জ্জুন ।
তেঽপি ধ্বস্তাখিলাঘৌঘা যান্তি রামাস্পদংপরম্ ॥
ঘোষয়ন্নাম নির্ব্বাণং কারণং যস্ত্বনন্যধী
তস্য পূণ্য ফলং পার্থং ব্যক্তুং কৈঃ শক্যতে ভুবি ॥
তস্মাৎ নামানি কৌন্তেয় ভজস্ব দৃঢ় চেতসা ।
রাম নাম সদা যুক্তা স্তেমে প্রিয়তমাঃ সদা ॥
সততং নাম গায়ন্তি বিনির্বিন্যেন চেতসা।
তেষাম্ মধ্যে সদা বাস শ্রীরামস্য বিশেষতঃ ॥
শ্রদ্ধায়া হেলয়া বাপি গায়ন্তি নাম মঙ্গলম্ ।
তেষাম মধ্যে পরং নাম বসেন্নিত্যং নসংশয়ঃ ॥
ন তত্র বিস্ময়ঃ কার্য্য ভবতা রাম নাম্নিচ ।
সত্যং বদামি তে পার্থ প্রিয়ায় মমচাত্মনে ॥
যন্নাম স্মরতো নিত্যং মহাহ্নজ্ঞান বন্ধনম্ ।

ছিদ্যতেচাশ্রমে নৈব তমহং রাঘবং ভজে ॥
শ্রদ্ধয়া পরমা যুক্তো রাম নাম পরায়ণঃ।
করোতি জানকীজানিস্তস্য চিন্তা পুনঃ পুনঃ ॥
অশেষৈঃ পাতকৈ র্যুক্তঃ সর্ব্ব দোষ পরিপ্লুতঃ।
সপূতঃ সর্ব্ব পাপেভ্যঃ যস্য নাম পরন্তপঃ ॥
রাম নাম সদা প্রেম্না সংস্মরামি জগদ গুরুম্।
ক্ষণং ন বিস্মৃতিং যাতি সত্যং সত্যং বচোমম ॥
পরনিন্দা সমাযুক্তঃ পরদার পরায়ণঃ।
সপূতঃ সর্ব্ব পাপেভ্য যস্য নাম পরন্তপ ॥
পরহিংসা সমাযুক্তো লোভমোহসমাকুলঃ।
সপূতঃ সর্ব্বপাপেভ্যঃ যস্য নাম্নি সদাচারঃ ॥
অশেষৈ পাতকৈ ব্যাপ্তা স্বধর্ম্ম পরিবর্জ্জিতাঃ।
এতে তরন্তি পাপিষ্ঠা রাম নাম প্রসাদতঃ ॥
নিষ্ঠন্তি রাম নামানি তিষ্ঠন্তি বদনানিচ।
তথাপি নরকে মূঢ়া পতন্তীত্যদ্ভুতং মহৎ ॥
গায়ন্তি রাম নামানি কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি চাখিলং।
স যাতি পরমংস্থানং রামেন সহ মোদতে ॥
বিসৃজ্য রাম নামানি কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি চাখিলং।
কিমাশ্চর্য্যং কিমাশ্চর্য্যং কিমাশ্চর্য্যং ধনঞ্জয় ॥
শান্তোদান্ত ক্ষমাশীলঃ রাম নামার্থ চিন্তকঃ।
তস্য সদ্গুণ সংখ্যানং বক্তুম্ নৈব ক্ষমোপ্যহমং ॥

বিসৃজ্য রাম নামনি কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি যে নরা।
অপ্রাপ্য সদগতিং পার্থ ভ্রমিত্বা কর্ম্ম বর্ত্মসু ॥
সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় ভ্রমন্তিতে নরাধম।
বিসৃজ্য রাম নামানি মায়া মোহিত চেতসঃ ॥
যদৃচ্ছয়া শ্রীরাম নাম গৃহ্ণন্তি সাদরং।
স পূতঃ সর্ব্ব পাপেভ্যঃ রাম নাম প্রসাদতঃ ॥
যেন কেন প্রকারেন নাম মাত্রৈক জল্পকাঃ।
শ্রমং বিনৈবগচ্ছন্তি পরে ধাম্নি সমাদরাৎ ॥
নাম যুক্তান জনান দৃষ্ট্বা য পশ্যেৎ সাদরং সখে।
স যাতি পরমং স্থানং রামেন সহ মোদতে ॥
নাম যুক্তান্ জানান্ দৃষ্ট্বা প্রণমিন্তে যে নরাঃ।
তেপূতা সর্ব্বপাপেভ্যঃ কর্ম্মনা তেন হেতুনা ॥
নাম যুক্তান জনান দৃষ্ট্বা স্নিগ্ধো ভবতি যো নরঃ।
স যাতি পরমং স্থানং পরমানন্দ সাগরং ॥
গীত্বা চ রাম নামানি বিচরেৎ রাম সন্নিধৌ ;
ইদং ব্রবীমি তে সত্যং তস্য বশ্যো জগৎপতিঃ ॥
গীত্বা চ রাম নামানি যে রুদন্তি নরোত্তমং।
তেষাম্ হরিঃ পরিক্রীতোপরমেশেন সংযুতঃ ॥
গীত্বা চ রাম নামেতি পতন্তি ভুবি যে নরাঃ।
তেবৈ ধন্যানি ধন্যাশ্চ বৈষ্ণবানাং বরা মতাঃ ॥
যদৃচ্ছয়া ন গৃহ্ণন্তি রাম নামেতি মঙ্গলম।
অদৃশ্যাঃ তেজ্জনাঃ পার্থ দৃষ্টি মাত্রেন বর্জ্জিতাঃ ॥
স্বপ্নেহপি রাম নাম্নস্তু যেষাম উচ্চারণং নহি।

ভাগ্যহীনাস্তু তে নীচা পাপীনামগ্রগামিনঃ ॥
ভিক্ষা পাপেন গৃহ্নন্তি রাম নাম পরেশ্বরং ।
লোকাচারেতু নিরতাস্তে বৈ পাষণ্ডিনো ধ্রুবম্ ॥
রাম নাম জপাজ্জীবা অনায়াসেন সংসৃতিম ।
তরন্ত্যেব তরন্ত্যেব তরন্ত্যেবসুনিশ্চিতম্ ॥
তত্রৈব অর্জ্জুন বাক্যং শ্রীকৃষ্ণং প্রতিঃ
ভবত্যেব ভবত্যেব ভবত্যেব মহামতে ।
সর্ব্বপাপ পরিব্যাপ্তা স্তরন্তি নাম বান্ধবাঃ ॥
নমোস্তু নাম রূপায় নমোস্তু নাম জল্পিনে ।
নামোস্তু নাম স্বাধ্যায় বেদ বেদ্যায় শাশ্বতে ॥
নমোস্তু নাম নিত্যায় নমো নাম প্রভাবিনে ।
নমোস্তু নাম শুদ্ধায় নমো নাম মায়য়চ ॥
শ্রীরাম নাম মাহাত্মং য পঠেৎ শ্রদ্ধয়ান্বিতা ।
সযাতি পরমং স্থানং রামনাম প্রসাদতঃ ॥
রাম নামার্থ মুৎকৃষ্টং পবিত্রং পাবনং পরম ।
যে ধ্যায়ন্তি সদা স্নেহাস্তে কৃতার্থাঃ জগত্রয়ে ॥

অস্যার্থ ঃ—আদিপুরাণে শ্রীকৃষ্ণভগবান অর্জ্জুনকে বলিতেছেন ঃ—হেপ্রিয় পার্থ, যে জীব রামনাম গ্রহণ করে অথবা যাহার রাম নাম প্রিয় তাহাকে আমি সর্ব্বদা ভক্তি (রাগাত্মিকা) দান করি। কৈবল্য দান করিনা। বৈষ্ণবগণ যুগে যুগে সেই রাম নাম কীর্ত্তন করেন। জীব কর্ম্মধর্ম্মাদিতে রুচি ত্যাগ করেনা। যিনি সর্ব্বতোভাবে শ্রীরাম নামকে আধার করিয়াছেন নিশ্চয় জানিও তিনি তিন কালেই সর্ব্বপ্রকার সুগতি

লাভ করেন। শ্রদ্ধা অথবা হেলা পূর্ব্বক ও নাম করিলে নাম প্রসাদে তাহার ভয় দূর হয়। প্রেম পরিপ্লুত রাম নাম রত ভক্ত যথা যথা গমন করেন তথা তাঁহার পশ্চাতে পঞ্চ মুক্তি (সালোক্য, সামীপ্য, সার্ষ্টি, সাজুজ্য, কৈবল্য) অনুসরণ করেন। যে জন এই মহা সুধা সাগরে এই রাম নামে ডুব দিয়াছে সে যথার্থ ধন্য। কদাচ তাহার মৃত্যু ভয় হয়না। এবং তিনি ভগবানের পরম প্রিয় হন। শ্রীরামনাম পরমা মুক্তি, শান্তি, গতিভক্তি, ধৃতিপ্রীতি, স্মৃতি, পরমপূণ্য, পরমতপ, পরম-ধর্ম্ম, পরমগুরু, পরমজ্ঞান এবং অখিল জগৎ। প্রানী মাত্রেরই নামই জীবন ধন এবং নামই জগতের সার সত্য ও প্রিয়বস্তু। নামই ধ্যেয় এবং বিশ্বের সার। সমস্ত জগতের রক্ষক ও গুরু। নামই জগতের বীজ এবং পরম পবিত্রতা। রাম নাম রত পথিক ব্যক্তিকে দর্শনে জীবের রাগাত্মিকা ভক্তি উৎপন্না হয়। কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদাদি অনন্ত দোষ যুক্ত লোক যদি শ্রীরাম নামকে অনন্য ভাবে আপনার সহায় করিয়া লইতে পারে তাহা হইলে সেই পরমাত্মা রামকে সে আপন বশীভূত করিয়া লইতে পারে এবং কাম ক্রোধাদি হইতে শীঘ্রই শুদ্ধ হইয়া যায়। যে দেশে বিশুদ্ধ বৈষ্ণব নাই সে দেশ পতিত। রাম নাম নিত্যপর পদার্থ এবং পরানন্দ বিবর্দ্ধন কারী। রাম নাম রত জন কদাচ পতিত হয়না। ইন্দ্রাদি সকলেই পতন শীল। রাম নাম স্মরণ করিতে করিতে প্রাণ ত্যাগ করিলে যে পরম ফল জন প্রাপ্ত হয় তাহা বর্ণনাতীত। আমি স্বয়ং তাহাদিগকে ভজনা করি। রাম নাম স্মরণ মাত্রেই

জন নিরাপদ হয়। যাঁহারা সর্ব্বদা রাম নাম স্মরণ করেন তাহাদের আর জ্ঞানার্জ্জনের আবশ্যকতা নাই। নামই জগতের বন্ধু, প্রভু, এবং সচরাচর জগতের উৎপাদক, নামের দ্বারাই বিশ্ব ধৃত ও রক্ষিত। নামের দ্বারাই নাম নীত এবং ফল প্রাপ্তি হয়। নামই নামকে গ্রহণ করেন এবং পরম ইষ্ট ও পরাৎপর পদ দান করেন। শুভকর্ম্ম নাম হইতেই উৎপন্ন হয়! এবং ফল দাতা নামই। বেদান্ত শাস্ত্র গণের সমস্ত ত্যৎপর্য্য নামই এবং নামই বেদ সারাংশ! নাম দ্বারাই পরব্রহ্মে মেধার নিশ্চল গতি লাভ হয়। এবং চঞ্চল চিত্তকে তল্লীন করিয়া দেয়। শ্রীরাম নাম স্মরণে যে পরাগতি জীবলাভ করিয়া থাকে তাহা আমি ত্রিসত্য করিয়া তোমায় বলিতেছি। এই নামের প্রভাব সর্ব্বোত্তম বলিয়া জানিবে। তোমার নিমিত্তই ইহা সংক্ষেপে বলিলাম। নাম সদৃশ ধ্যান নাই, জপ, ত্যাগ, গতি, তীর্থ. তপস্যা, কর্ম্ম, কাম, দয়াদি, মুক্তি এবং প্রভুও নাই। যাহারা সর্ব্বদাই নাম গ্রহণ করেন তাহারা ষড়গুণ ও ষড়ঊর্ম্মি বর্জ্জিত।

শ্রীরাম নাম আশ্রিত প্রেম সংপ্লুত সজ্জন সর্ব্বদাই কৃতার্থ, আমি ত্রিসত্য করিয়া বলিতেছি। এইরূপে শ্রীরাম মাহাত্ম্য যাহা তোমায় বলিলাম হে প্রিয়, বিচার পূর্ব্বক তাহা ধারণ করহ। শ্রীরাম নামের প্রসাদে তুমি সর্ব্বপ্রকার সুখ প্রাপ্ত হইবে। যিনি রামনাম গুণগাঁথা গান করিয়া ভূমিতে বিচরণ করেন তিনি ধন্য। তাঁহার পরতত্ত্বে প্রকৃত নিষ্ঠা ও তিনি প্রকৃত কৃতার্থ ও পুণ্যবান। শ্রীরামানুরাগীর যিনি ভক্ত শ্রীরামনামস্নেহী যাঁহার প্রিয় তিনি পরম পবিত্র এবং সর্ব্বপাপ

বিগত ও যিনি প্রমাদ ক্রমে রামনাম জপ করেন, হে অর্জ্জুন, তিনি অশেষ পাপ হইতে মুক্ত হন এবং পরমপদ লাভ করেন। যিনি শ্রীরাম নামে অনন্য মতি হইয়া প্রচার করেন তাঁহার পুণ্যফল জগতে কেহ বর্ণনা করিতে পারে না, অতএব হে অর্জ্জুন তুমি দৃঢ়চিত্ত হইয়া শ্রীরাম নাম ভজন কর। জানিও শ্রীরামনামযুক্ত ব্যক্তি আমার সর্ব্বদা প্রিয়তম। বৈরাগ্য সহিত যাঁহারা রাম স্মরণ করেন তাহাদের মধ্যে শ্রীরাম বিশেষভাবে বাস করেন। শ্রদ্ধা অথবা হেলা পূর্ব্বক এই পরম মঙ্গল নাম যাঁহারা কীর্ত্তন করেন তাঁহাদের মধ্যেও ইনি বাস করেন। তুমি ইহাতে বিস্মিত হইও না। আমি সত্যসত্য আপনার অত্যন্ত প্রিয় ও গোপন রহস্য জানাইলাম। যাঁহার নাম স্মরণে অজ্ঞান বন্ধন ছিন্ন হয় (বিনাশ্রমে) সেই রাঘবকে আমি ভজনা করি এবং পরম শ্রদ্ধাসমেত যাঁহারা রামনাম পরায়ণ হইয়াছে শ্রীজানকীনাথ নিত্য পুনঃপুনঃ সর্ব্বদা তাঁহাদের চিন্তা করেন। অখণ্ড পাপযুক্ত সর্ব্বদোষেমগ্ন জীবও পাপ বিরহিত হয়। হে পরন্তপ সমস্ত বিশ্বের গুরু শ্রীরাম নাম আমি স্মরণ করি ক্ষণ মাত্রও ভুলিনা, ইহা আমর সত্য বচন বলিয়া জানিবে।

পরনিন্দাকারী, পরনারীতৎপর এই নাম বলে পাপ বিমুক্ত হয়। পরহত্যাকারী লোক জীব এই নামের দ্বারা পবিত্র হয়। অশেষ পাতক দ্বারা ব্যাপ্ত স্বধর্ম্ম পরিবর্জ্জিত পাপিষ্ঠগণ রামনাম প্রসাদে ভবসাগর ত্রাণ প্রাপ্ত হয়। ইহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয় যে মুখ ও জিহ্বা থাকিতেও মহামূঢ়জীব শ্রীরাম নাম জপ করে না। এবং পরিণামে

নরকাদি প্রাপ্ত হয়। শ্রীরামনাম জপকারী বেদবিহিত কর্ম্মী সজ্জন মাত্রেই পরম ধামের অধিকারী হইয়া রামসহ রসবিহার প্রাপ্ত হয়। যিনি রামনাম ত্যাগ ক রয়া নানাপ্রকার শুভাচরণে ব্যাপ্ত তিনি মূঢ়, কারণ তিনি ব্যর্থ পরিশ্রম করেন। শান্ত, দান্ত ক্ষমাশীল রামনামার্থ চিন্তক সজ্জনের গুণাবলী আমিও বর্ণনা করিতে অক্ষম। রাম নাম ত্যাগ করিয়া যাহারা কর্ম্মাদি আচরণ করে তাহারা সদগতি প্রাপ্ত না হইয়া কর্ম্মমার্গেই বিচরণ করিতে থাকে এবং হে কৌন্তেয় মায়ামোহিত হইয়া সর্ব্ব যোনীতে ভ্রমণ করিতে থাকে। কিন্তু যদৃচ্ছাক্রমে যদি কেহ সাদরে রাম নাম গ্রহণ করে সে অনায়াসে নাম প্রসাদে পবিত্র হইতে পারে। যে কোন প্রকারে নাম জপ করিলে বিনাশ্রমে পরমধাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। এমনকি হে সখে, নামযুক্ত জনকে দৃষ্টি করিলেও পরম স্থান লাভ হয় এবং রাম সহিত সহবাস লাভ হয়। নামযুক্ত জনকে দেখিয়া যিনি প্রণাম করেন তিনিও পাপ বিমুক্ত হন এবং নামযুক্ত জনকে দেখিয়া স্নেহ সমাদর করেন তিনিও সেই পরমানন্দ রূপ স্থান প্রাপ্ত হন। আর যিনি রাম নাম কীর্ত্তন করিয়া রাম সন্নিধিতে বিচরণ করেন জগতপতি তাঁহার বশীভূত, ইহা অত্যন্ত সত্য বলিয়া জানিও।

স্নেহ সহিত যিনি রাম নাম কীর্ত্তন করেন তাহার হস্তে পরমপুরুষ বিক্রীতন্যায় হইয়া থাকেন। শ্রীরাম নাম উচ্চারণ করিতে যিনি ভূমি লুণ্ঠিত হয়েন তিনি ধন্য হইতেও ধন্য বৈষ্ণব শিরোমণি। কোন প্রকারে যিনি রাম নাম গ্রহণ না করেন তাহাদের মুখ দর্শন যোগ্য নহে এবং হে পার্থ

তাহাদের বর্জ্জন করাই কর্ত্তব্য। যদি কোন নীচ জীব পূর্ব্ব সংস্কার বলে স্বপ্নেও রামনাম উচ্চারণ করেনা সে মহা অভাগা এবং পাপীর অগ্রগামী। ভিক্ষা লাভ করিব বলিয়া ছলেও যে রাম নাম গ্রহণ না করে সে মহামূঢ় এবং পাষণ্ড। রামনাম জপের দ্বারা এই সংসৃতি সাগরে অনায়াসে যে কোন জীব পার হয়—পার হয়—পার হয়—ইহা নিশ্চিত।

ঐ পুরাণে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন :—

আপনি যাহা বলিলেন তাহা ধ্রুব সত্য। সর্ব্বপ্রকারে রাম নামে রতি লাভ করাই শ্রেয়ঃ এবং তাহা করিলে সর্ব্ব পাপ পরিব্যাপ্ত জীবও কৃতার্থ হইয়া সংসার সাগর পার হইয়া যায় ইহাও ধ্রুব সত্য। পরাৎপর শ্রীরাম নামকে আমার নমস্কার শ্রীরাম নাম জাপককে আমার দণ্ডবৎ। সকল বেদেয় স্বাধ্যায় স্বরূপ রাম নামকে আমার নমস্কার এবং সমস্ত বেদ বেদ্য রাম নামকে নমস্কার। পরম নিত্যস্বরূপ এবং পরম প্রভাবশালী রাম নামকে আমার নমস্কার। শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ উপমা রহিত শ্রীরাম নামকে আমার পুনঃপুনঃ দণ্ডবৎ। যিনি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নাম মাহাত্ম্য পাঠ করেন তিনি রাম নাম প্রসাদে পরমপদ প্রাপ্ত হন, শ্রীরাম নামের উৎকৃষ্ট অর্থ অত্যন্ত পবিত্র। যিনি স্নেহ স হত মনন করেন তিনি ত্রিজগতে কৃতার্থ।

সৌর্য্য ধর্ম্মোত্তর গ্রন্থে।

শ্রীমৎ রামনাম্নস্তু প্রভাবং নির্ম্মলং মুনে।
জপাবেশবশে নৈব জ্ঞায়তে সজ্জনৈঃ ক্বচিৎ॥

মনোরথ প্রদাতারং সজ্জনাং পরংপ্রিয়ং ।
লৌকিকী দুঃভর্গাব্রীড়া হন্তারং রাম সদ্যশঃ ॥
সকৃদুচ্চারিতঃ শব্দো রাম নাম্নো বিভূষিতং ।
কুরুতে নাভবৎ কার্য্যং সর্ব্ব মোক্ষাবধিনৃনাং ॥
পরত্বং পরমং নাম্নো বিদিতং সর্ব্বতঃ শ্রুতৌ ।
অবুধানৈব জানন্তি সম্পতন্তি ভবার্ণবে ॥
সকর্ম্মোপাসনাজ্ঞানং অনায়াসেন সিদ্ধতি ।
রাম নাম যদা জিহ্বা সংজয়তি অখিলেশ্বরম ॥

সৌর্য্য ধর্ম্মোত্তর গ্রন্থে ঃ——————

শ্রীরাম নামের প্রভাব নির্ম্মল এবং ইহা কদাচিৎ সজ্জনগণ জপাবেশ অনুভবের দ্বারা জানিতে পারেন, অপরে জানে না। মনোরথের প্রদাতা সজ্জনের পরমপ্রিয় শ্রীরাম নামের সুন্দর যশ মলিন সংসারীগণ নষ্ট করে। শ্রীরাম নাম বিভূষিত শব্দও মোক্ষ অবধি নরগণকে দান করিতে পারে, শ্রুতিতে শ্রীরাম নামের পরত্ব প্রসিদ্ধ আছে, অজ্ঞানী তাহা জানে না বলিয়া বারংবার ভবার্ণবে পতিত হয়। যখন জিহ্বা রাম নাম সর্ব্বেশ্বরকে জপ করে তখন কর্ম্ম উপাসনা জ্ঞান বিজ্ঞান বিনা শ্রমে সিদ্ধ হয়।

মার্কণ্ডেয়োপি শ্রীরাম নাম সংস্মৃত্য সাদরম ।
মৃত্যুস্তির্ত্বা বিলম্বেন রাম নাম পরং বলং ॥
তথৈব নারদো যোগী-ভক্তভূপাস্তথাপরে ।
মৃত্যোমহার্নবংতীর্ত্বা সংনিমগ্নাঃ সুধাম্বুধৌ ॥

লম্বোদরোপি শ্রীরাম নাম মাহাত্ম্য মুজ্জ্বলম।
শ্রুত্বাচ ধারিতং চিত্তে ততঃ পূজ্যঃ সুরাসুরৈঃ॥
এবং নাম প্রসাদেন ঋষয়ো দেবতাস্তথা।
মনুষ্যাঃ কিন্নরা নাগা যক্ষাবিদ্যাধরাস্তথা॥
সর্ব্বে কৃতার্থা অভবন্ তস্মিনস্তস্মিন্ যুগেযুগে।
নাতং পরতরং পায়ো দৃশ্যতে শ্রুয়তে পিবা॥

কেদার খণ্ডে শ্রীশঙ্কর পার্ব্বতীকে বলিতেছেন:—শ্রীরাম নামের সমান পরতত্ত্ব বেদান্তে আর কিছুই নাই। এবং ইঁহারই প্রসাদে অমল মুনীশ্বগণ পরাসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। অতএব হে দেবী শ্রীরাম নাম সর্ব্বাত্ম ভারে স্মরণ কর। অনায়াসে অবিনাসী পদ প্রাপ্ত হইবে। আমি স্বয়ং ইঁহারই প্রসাদে তুর্ল্ভ হঈতেও তুর্ল্ভ অবিনাসী পদ প্রাপ্ত হইয়াছি জানিবে শ্রীভগবানের আর যে সকল নাম আছে কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত তাহারা প্রকট হইয়াছে জানিবে শ্রীরাম নাম অনাদি ও ভগবৎ স্বরূপ ময়। এবং তাহারা নাম হইতেই উদ্ভুত। শ্রীমার্কণ্ডেয় মুনীও সাদরে শ্রীরাম নাম জপ করিয়া অনায়াসে মৃত্যু সাগর পার হইয়াছিল। তাহা শ্রীনারদও অপর ভক্ত শিরোমনিগণ শ্রীরাম নাম প্রসাদে অনায়াসে মৃত্যু সাগর পার হইয়ে শ্রীভগবৎ স্বরূপ সুধাম্বুধিতে মগ্ন হইয়াছেন। শ্রীগণেশ ও নারদেয় মুখ হইতে নাম মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া চিত্তে ধারণ করিয়া ছিল। এবং সেই দিন হইতে সে জগতে প্রথম পূজ্য হয়। এইরূপে শ্রীরাম নাম প্রসাদে ঋষিগণ দেবতাগণ মনুষ্য যথা নাগ কিন্নর গর্দ্ধবাদি সকল প্রকার জীবই কৃতার্থ হইয়া

গিয়াছে। ইহার পর আর কোন উপায় দৃষ্ট বা শ্রুত হয়না

নির্ব্বান খণ্ডে শ্রীশিব বাক্যং শ্রীরামং প্রতি ঃ=
ভবন্নামা মৃতংপীত্বা গীত্বাচ ভবতাং যশ ঃ।
শিবোহংস সর্ব্বদেবৈশ্চ পূজনীয়ো দয়ানিধে ॥
নিরাকারং চ সাকারং সগুনং নির্গুনং বিভো।
উভৌ বিহায় সর্ব্বস্বং তব নাম স্মরাম্যহং ॥
মংদাত্মা নোন জানন্তি বহিরর্থ স্পৃহা যুতাঃ।
রাম নাম পরং ব্রহ্ম সর্ব্ব বেদান্ত সম্মতং ॥
জগৎ প্রভু পরানন্দং কারনং সদসৎপরং।
রাম নাম পরেশানং সর্বোপারস্যং পরেশ্বরং ॥
সর্ব্বেষ্যম মত সারানামিদ মেকাং মহন্মতং।
জানকী জীবনস্থার্থ নাম সংকীর্ত্তনং পরম্ ॥

নির্ব্বান খণ্ডে শ্রীমহাদেবজী শ্রীরামচন্দ্রকে বলিতেছেন ঃ— আপনার নামামৃত পান করিয়া এবং যশ পান করিয়া আমি শিবত্বপদ পাইয়াছি এবং সর্ব্ব দেবতার পূজনীয় হইয়াছি। আপনার নির্গুন এবং সগুন উভয় স্বরূপেরই আশা ত্যাগ করিয়া আপনার নাম সর্ব্বস্ব জানিয়া স্মরণ করিয়া থাকি। মন্দাত্মা ব্যক্তিগণ বহির্মুখী। তাহারা ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারেনা। সর্ব্ব বেদান্ত সম্মত জগৎ প্রভু সকল কারণের কারণ এবং পরাসন্দ স্বরূপ পরমেশ্বর শ্রীরাম নাম সবমতের ইহাই সার এই যে জানকী জীবনের নাম পরেশ্বর সর্ব্বোপাস্য এবং তাহার নাম সংকীর্ত্তনই কর্ত্তব্য।

কোশল খণ্ডে সুত বাক্যং ঋষিং প্রতি ॥

নতৎ পুরাণঃ নহি যত্র রাম যস্যাং নরামো নহি সংহিতাসা।
সনেতিহাসো নহি যত্র রাম কাম্যং ন তস্তেৎ নহি যত্র রামঃ ॥
শাস্ত্রং নতৎ স্যাৎ নহি যত্র রাম তীর্থং নতৎ যত্র ন রাম চন্দ্রঃ।
যাগঃ স আগো নহি যত্র রাম যোগঃ স রোগো নহি যত্র রাম ॥
নসা সভা যত্র ন রাম চন্দ্রঃ কালোপ্য কালঃ কলিরেব সোস্তি।
সংকীর্ত্ততে যত্র ন রাম দেবো বিদ্যাপ্যবিদ্যারহিতাহ্বনেন ॥
স্থানংভয়স্থানমরাম কীর্ত্তি রামেতি নামামৃত শূন্যমস্য ।
সর্পালয়ং প্রেতগৃহং গৃহং তৎ যত্রার্চ্চতে নৈব মহেশ পূজ্যঃ ॥
উক্তেন কি স্যাৎ বহুনাতবিশ্বং সর্ব্বমৃষাস্যাৎ যদি রাম শূন্যং ।
এতচ্চ কৃষ্ণঃ পুনরাহনোসৌ স্পৃষ্টোপবীতং জপমালিকাং চ ॥

র কারো ধ্বজ বৎ প্রোক্তো মকারে ছত্র বৎতথা।
সর্ব্ব বর্ণ শিরস্থোহি রাম ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥
র কারার্থো ভবেৎ রাম পরমানিন্দ বিগ্রহঃ।
ম কারার্থোভবেৎ সীতা সৎচিদানন্দ রূপিনী ॥

কোশল খণ্ডে সুত ঋষিদিগের প্রতি বলিতেছেনঃ—
যাহাতে রাম নাম নাই সে পুরাণ পুরানই নয়, সে সংহিতা সংহিতাই নয়, সে ইতিহাস ইতিহাসই নয়, সে কার্য্য কার্য্যই নয়। সে শাস্ত্র শাস্ত্র নয় সে তীর্থ তীর্থ নয় যথা রাম চন্দ্র নাই। সে যজ্ঞ অগ্নি মাত্র, সে যোগ রোগমাত্র যাহাতে রাম নাম স্মরণ নাই৷ সে সভা সভা নহে এবং সে কাল মহাকাল রূপ যাহাতে রাম নাম নাই। সে বিদ্যা ঘোর অবিদ্যা যাহা রাম নাম কীর্ত্তনে

পর্য্য বসিত নহে। সে স্থান মহাভয়দায়ক যে খানে রাম নাম কর্ত্তিত না হয়। এবং সে গৃহ পাপ ও প্রেত গৃহতুল্য যেখানে মহেশ পূজ্য রাম নাম পূজিত না হয়। অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই রাম নাম সম্বন্ধ রহিত জগৎ মিথ্যা শুন্য মাত্র এই সিদ্ধান্ত আমাকে শ্রীব্যাসজী গঙ্গার মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া যজ্ঞোপবীত স্পর্শ করিয়া ও জপের মালিকা হস্তে ধরিয়া বলিয়া গিয়াছেন। "র" কার ধ্বজের ন্যায় "ম" কার ছত্রের ন্যায় সব বর্ণের শিরোপরে দণ্ডায়মান সমস্ত বুধগণের এইমত "র শ্রীপরমা নন্দ বিগ্রহ শ্রীরাম, এবং "ম" সচ্চিদানন্দ রূপিনী সীতা।

জৈমিনে পূরাণে

রাম নাম পরং স্বাদু ভেদজ্ঞারসনাচয।
তন্নাম রস নেত্যাহু মুনয়ঃ তত্ত্ব দর্শিনঃ॥
কর্ম্মাধীনং জগৎ সর্ব্বং বিষ্ণুনা নির্ম্মিতঃ পুরা।
তং কর্ম্ম কেশবা ধীনং রাম নাম্না বিনশ্যতি॥

জৈমিনী পূরানে রাম নাম রস স্বাদ যে রসনা করিয়াছে। তাহার প্রশংসা আর কি করিব। ইহা পরম স্বাদু রস বলিয়া জানিবে; সমস্ত জগৎই কর্ম্মাধীন, ভগবান বিষ্ণুর এই রচনা। কিন্তু শ্রীরাম নাম জপ বিনা সেই কর্ম্ম নির্মূল হয় না।

সংহিতা ভাগ।

অগস্ত্য সংহিতা—

শ্রীশঙ্কর বাক্যং রামচন্দ্রং প্রতি :—

অহং ভবন্নাম জপন্ কৃতার্থো বসামি কাশ্যামণিশং ভবান্যা।
মরিষ্যমানস্য বিমুক্ত য়েপি দিশামি মন্ত্রং তব রাম নাম॥
র কারো রাম চন্দ্রস্য স্যাৎ সচ্চিদা নন্দ বিগ্রহঃ
অ কারো জানকী প্রোক্তা মকারো লক্ষণঃ স্বরাট॥
র কারেণ বহির্যাতি মকারেণ বিশেৎ পুনঃ।
রাম রামেতি সচ্ছন্দো জীবো জপতি সর্ব্বদা॥
দৈন্যং দীনংতু দুরিতং পক্ষ মাসর্ত্তু বর্ষজং।
সর্ব্বং দহতি নিঃশেষং তূলাচল মিবানলঃ॥
নাম সংকীর্ত্তনংচৈব গুণানাং অপি কীর্ত্তনং॥
ভক্ত্যা শ্রীরামচন্দ্রস্য বচসা শুদ্ধি রিষ্যতে॥

অগস্ত্য সংহিতায় শ্রীমহাদেবজী রামচন্দ্রকে বলিতেছেন :— হে রাম আমি তোমার নাম জপ করিতে করিতে কৃতার্থ হইয়া সর্ব্বদা পার্ব্বতীর সহিত কাশীতে নিবাস করি আর মরণ কালে জীবের বিমুক্তির নিমিত্ত তোমার রাম নাম রূপ মহামন্ত্র দান করি। "র"কার স্বয়ং সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম বিগ্রহ "আ"কার শ্রীআদি শক্তি জানকীজীর স্বরূপ এবং "ম"কার স্বরাট মুক্ত জীব লক্ষণের স্বরূপ। শ্বাস বহির্গত হইবার সময় স্বভাবতঃই "র" উচ্চারিত হয় এবং "ম" প্রবেশ কালে স্বতঃই উচ্চারিত

হয় অতএব জীব এই সৎ শব্দ স্বভাবতঃ উচ্চারণ করিয়া থাকে ইহাই অজপা স্বরূপ। প্রতি দিনের পাপ তথা পক্ষ মাস ঋতু বর্ষের পাপ একবার "রাম" উচ্চারণে নষ্ট হয়. যেমন এককণা অগ্নি তূলার পাহাড়কে দগ্ধ করিয়া থাকে। নাম সংকীর্ত্তণ ও গুণাদি ভক্তি পূর্ব্বক কীর্ত্তণের দ্বারায় জীবের বাণী শুদ্ধ হইয়া যায়।

বিশ্বামিত্র সংহিতা—

বিশ্বামিত্র বাক্যং বৈশ্যং প্রতি—
বিশ্রুতানি বহুন্যেব তীর্থানি বিবিধানিচ।
কোট্যংশান্যা পিতুল্যানি নাম সংকীর্ত্তনস্যচ ॥
ধন্যাঃ পুন্যা প্রপন্নাস্তে ভাগ্যযুক্তা কলৌ যুগে।
সংবিহায়থ যোগাদীণ্ রাম নামৈক নৈষ্ঠিকাঃ ॥
রকারো রামরূপস্তু মকারস্তস্য সেবকঃ।
আচার্য্যস্তু হ্যকারস্যাত্তয়ো সংযোজনায়চ ॥
রাম রামেতি যো নিত্যং মধুরং জপতি ক্ষণং।
স সর্ব্বসিদ্ধিমাপ্নোতি সত্যং নৈবাত্র সংশয়ঃ ॥
ব্রহ্মঘ্নশ্চ সুরাপশ্চ স্তেয়ীচ গুরুতল্পগঃ।
শরণাগত ঘাতীচ মিত্র বিশ্রম্ভ কারক ॥
লব্ধং পরং পদংতেন জন্ম কোটীভির্জ্জিতম।
কীর্ত্তিতং যেন মহতা শ্রীরামেত্যক্ষরদ্বয়ম্ ॥
জ্ঞাতং অধ্যাত্ম শাস্ত্রংচ প্রাপ্তং তেনামৃতং মহৎ।
কীর্ত্তিতং যেন বচসা শ্রীরামেত্যক্ষরদ্বয়ম্।

সর্ব্বমন্ত্রময়ং নাম যন্ত্রাস্পদ মনুত্তমং।
স্বাভাবিকী পরাং সিদ্ধিং দুর্লভাংতজ্জপাল্লভেৎ ॥
বৃথা নানা প্রয়োগেষু মন্ত্র তন্ত্রেষু মানবাঃ।
যত্নংকুর্ব্বন্ত্যহো মূঢ়াঃ ত্যক্ত্বা শ্রীনাম সুন্দরং ॥
যস্য সংস্মরণাদেব সর্ব্বার্থাশ্চক্ষু গোচরাঃ।
ভবন্তে বানায়াশেন তংশ্রীরামমহংভজে ॥

বিশ্বামিত্র সংহিতায় বৈশ্যের প্রতি বিশ্বামিত্র বলেন :—

বেদ পুরাণাদি বিদিত নানাপ্রকার তীর্থ বিশ্রুত আছে শ্রীরাম নামের কোটী অংশের তুল্য তাহারা নহে। ধন্য ভাগ্যবান এবং সুখবান যিনি প্রসন্ন হইয়া কলিযুগে যোগাদি ত্যাগ করিয়া রাম নামে নিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। "র" শ্রীপরমব্রহ্ম রাম স্বরূপ "ম" তাঁহার সেবক শুদ্ধজীব এবং মধ্যের "অ"কার আচার্য্যরূপা, জীব ও ঈশ্বরকে সংযোজিত করিবার জন্য। মধুর ভাবে যিনি নিত্য রাম নাম জপ করেন তিনি নিঃসংশয় সর্ব্বসিদ্ধি প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মঘাতী, মদ্যপায়ী, চোর, (তস্কর) গুরুপত্নীগামী শরণাগতঘাতী, এবং বিশ্বাসঘাতক জীব ও রাম নাম আশ্রয় করিয়া পরম দুর্লভ পদ প্রাপ্ত হইয়াছে। যিনি এই দুই অঙ্ক কীর্ত্তন করেন তিনি অধ্যাত্ম শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত সকল ভাল করিয়া জানেন এবং অমৃতত্ব লাভ করেন। শ্রীরাম নাম অনুত্তম মন্ত্রময়। এবং তাহা জপ করিলে সহজ ভাবে দুর্লভা পরা সিদ্ধি লাভ হয়। জীব বৃথা নানারূপ প্রয়োগ ও যন্ত্র মন্ত্র তন্ত্রে যত্ন করে। পরম সুন্দর রাম নাম ত্যাগ করিয়া

ইহারা মূঢ়ের ন্যায় কাজ করে। যে শ্রীরাম নাম সংস্মরণ মাত্রে অনায়াসে সর্ব্বার্থ চক্ষুগোচর (প্রত্যক্ষ) হয় সেই নাম মহারাজাধিরাজকে আমি ভজন করি।

সৌর সংহিতা—

শ্রীরাম নাম নিত্যং পরিকীর্ত্তনীয়ং, বর্ত্তেত মোদ সুনিধানম শেষ সারং।
জন্মার্জ্জিতানি বিবিধন্যপহায় দুঃখান্যত্যন্ত ধর্ম্মনিচয়ং পরধাম প্রৈতি॥

সসাগরাং মহীংদত্ত্বা শুদ্ধ কাঞ্চন পূর্ণিতাম্।
যৎফলং লভতে লোকে নামোচ্চার স্ততোধিকম্॥
বাচ্য শ্রীরামচন্দ্রস্তু বাচকো নাম সংস্মৃতম্।
বাচ্য বাচক সংবন্ধো নিত্যমেবনসংশয়ঃ॥

সৌর সংহিতায়ঃ—শ্রীরাম নাম নিত্য পরিকীর্ত্তনীয়। ইহাতে অশেষ আনন্দের সার নিহিত আছে। জন্মার্জ্জিত পাপ ও দুঃখ নষ্ট করিয়া অত্যন্ত শুদ্ধ ধর্ম্মের সদন রূপ পরধামে জীব রাম নাম অবলম্বন করিয়া গমন করে। শুদ্ধ কাঞ্চন পূর্ণ সসাগরা পৃথিবী দান করিয়া যে ফল হয় রাম নাম উচ্চারণের ফল তাহা অপেক্ষা অধিক। ভগবান শ্রীরাম বাচ্য, আর বাচক শ্রীরাম নাম। বাচ্য বাচক উভয়ের সম্বন্ধ নিত্য অতএব ইহারা অভেদ।

জাবালী সংহিতা—

রাম নাম পরং জপ্যং জ্ঞেয়ং ধ্যেয়ং নিরন্তরং।
কীর্ত্তনীয়ংচ বহুধা মুমুক্ষুভিরহর্ণিশং॥
শ্রীরাম নাম সামর্থ্যাদখিলেষ্টং করেস্থিতম্।
ভবন্তি কৃত পুণ্যানাং যথা কল্পতরোর্দ্ধনম্॥
নাম্নি যস্য রতির্নাস্তি সবৈ চাঁণ্ডার্লিতোধিকঃ।
সম্ভাষণংন কর্ত্তব্যম্ তৎসমং নাম তৎপরৈঃ॥
রাম নাম প্রভা দিব্যা যস্যোরসি প্রকাশতে।
তস্যাস্তি সুলভং সর্ব্বং সৌখ্যং সর্ব্বেশজং পরং।
সাধনেন বিনাসিদ্ধি দৃষ্টং নাম্নৈব সংস্ফূটম।
অন্যত্র সাধনে দুঃখৈ দুর্লভং তন্মহৎ সুখম্॥

সুত সংহিতায় :—

যিনি পদে পদে রাম নাম উচ্চারণ করেন তিনি শীঘ্রই সকল পাপ মুক্ত হন। সমস্ত দেবতার পূজিত হন। এবং সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী হন। সংসার চক্র এবং মৃত্যু কাল হইবে উত্তীর্ণ হইয়া পরম শুদ্ধ চিত্ত হইয়া উন্নত পরম পদ শ্রীরাম ধাম প্রাপ্ত হন। তাহার সমস্ত শত্রু নাশ হয় এবং গ্রহগণ কোন বাধা দিতে পারেনা ভুত, প্রেত রাক্ষসাদি রাম জাপকের কিছুই করিতে পারে না। কি আশ্চর্য্যের ধৈর্য্যের বিষয় যে এই প্রকট প্রভাবশালী রাম নাম জগতে থাকা সত্ত্বেও বহির্মুখ মনুষ্য তাহার ভজন করেনা। শ্রীরাম নাম রূপ পীযুষ পান করিলে জীব সংসার রোগ হইতে অব্যাহতি পায়। এবং

নিরাময় হইয়া যায়। ইহাই ভাবিতাত্মা সাধুদিগের সিদ্ধান্ত। যিনি শ্রীরাম ভদ্র এবং পরম সুখের আকর শ্রীসীতা রাম উচ্চারণ করেন তিনি ভাগ্যবান বা ধন্য।

জাবালী সংহিতায়—

শ্রীরাম নাম পরম জপ্য, জ্ঞেয়; ধ্যেয় ও কীর্ত্তনীয়। বিশেষতঃ মুমুক্ষুর জন্য। শ্রীরাম নাম সামর্থে জীব অখিল ইষ্ট পদার্থ করস্থিত করিতে পারে যেমন কল্প তরুর নিকট সমস্ত ইষ্ট ধন লাভ করা যায়। শ্রীরাম নামে যাহার রতি নাই তিনি চণ্ডালের ও অধম। তাহার সহিত সম্ভাষণ ও কর্ত্তব্য নহে। শ্রীরাম নামের দিব্য প্রভা যাহার হৃদয়কমলে প্রকাশিত হইয়াছে তিনি পরমেশ্বর সম্বন্ধীয় সমস্ত সুখ লাভ করিয়াছেন। বিনাসাধনে সর্ব্বসিদ্ধি শ্রীরাম নাম হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায় অন্য সাধনে যে মহৎ সুখ দুর্লভ এবং দুঃখ লভ্য তাহা বিনা শ্রমে রাম নাম দান করে।

সুত সংহিতা—

যঃ শ্রীরাম পদং নরঃ প্রতিপদং সং কীর্ত্তয়ন্,
সুতৎ ক্ষণাণ্ মুক্ত দুষ্কৃত রাশিতো বুধ জনৈঃ পুজ্যো বিবস্বপ্রভঃ
তত্ত্বা সুংসৃতি মৃত্যু দুঃখ পটলং সংশুদ্ধ চিত্তঃ পুমান্
শ্রীরামা স্পদং উন্নতং পরপদং প্রপ্নোত্যায়াসংবিনা॥
রিপবস্তস্য ন স্যন্তি ন বাধন্তে গ্রহাশ্চ তম্।
রাক্ষসাশ্চ ন খাদন্তি নরং রামেতি বাদিনম্॥

অহো ধৈর্য্যং অহো ধৈর্য্যং অহো ধৈর্য্যং ইদংনৃণাম।
রাম নাম্নি স্থিতে লোকে নভজন্তি বহির্মুখাঃ।
রামা নামা মৃতং পীত্বা ভবেন্নিত্যং নিরাময়ং।
সিদ্ধান্তং সারমিত্যেকং সাধুনাম্ ভাবিতাত্মনাং॥
শ্রীরাম রামভদ্রং চ সীতা রামং সুখাকরং।
ইতি রটন্তি যে নিত্যং তে বৈধন্যতমা নরাঃ॥

ব্রহ্ম সংহিতা।

শ্রীশিব বাক্যং—

রামেতি বর্ণদ্বয়ং আদরেণ সদা স্মরণ মুক্তিং উপৈতি জন্তুঃ।
কলৌ যুগে কল্মষমানসানাং অন্যত্র ধর্ম্মে খলুনাধিকারঃ॥
যন্নাম কীর্ত্তন ফলং বিবিধং নিশম্য, নশ্রদ্দধাতিমনুতে যদুতার্থবাদম্।
যোমানুষস্তমিহদুঃখচয়ে ক্ষিপামি, সংসারে ঘোব বিবিধার্ত্তি নিপীড়িতাংগম!

কলি প্রভাবতোনষ্টাঃ সদগ্রন্থানাং কথা শুভাঃ।
পাষণ্ডৈ নির্ম্মিতং নানামতং শ্রীনাম বর্জ্জিতং॥
অতঃ সর্ব্বং পরিত্যজ্য নাম সংস্মরণেবতাঃ।
ত এব কৃত কৃত্যাশ্চ সর্ব্ব বেদার্থ কোবিদাঃ॥
শ্রীরামেতি বদন্ জীবোযাতি ব্রহ্ম সনাতনম্।
সর্ব্বাচার বিহীনোঽপিতাপক্লেশাদি সংযুতঃ॥
ব্রহ্ম সংহিতায় শ্রীশিব বাক্য ঃ—

শ্রীরাম নাম বর্ণদ্বয় যিনি আদরপূর্ব্বক সদা স্মরণ করেন তিনি অবশ্য মুক্তি লাভ করিবেন। কলীগ্রস্ত পাপী জীবের অন্য ধর্ম্মে অধিকার নাই। শ্রীরাম নাম স্মরণ কীর্ত্তনাদির ফল শ্রবণ করিয়া যিনি তাহা যথার্থ বলিয়া স্বীকার করেন না এবং কুতর্ক উত্তোলন করেন তাহাকে ঈশ্বর দুঃখ সাগরে ডুবাইয়া দেন এবং নানাপ্রকার আর্ত্তিতে নিপাতিত করিয়া থাকেন। কলির প্রভাবে শ্রীরাম নাম পরত্ব প্রকাশক অনেক সৎগ্রন্থ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। পাষণ্ডগণ নিত্য নূতন নূতন বিতণ্ডাময় নাম বর্জ্জিত মতবাদ রচনা করিতেছে। তাহাদের রচিতশাস্ত্র অসৎ। অতএব সর্ব্ব বেদার্থ কোবিদ মহাত্মাদিগের অনুসরণ করিয়া সর্ব্ব পরিত্যাগ করিয়া নাম স্মরণে রত হওয়া উচিত। শ্রীরাম নাম উচ্চারণ করিয়া জীব সনাতন পর ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়। এমন কি সর্ব্বাচার বিহীন ক্লেশাদি সংযুক্ত জীবও ব্রহ্মভাব লাভ করে।

বৌদ্ধায়ন সংহিতা।

শ্রীশুক বাক্যং পিঙ্গলাং প্রতি :—

ইষ্টা পূর্ত্তানি কর্ম্মানি সুবহুনি কৃতান্যপি।
ভবহেতুনিতান্যের রাম নাম্নাস্তুমুক্তিদঃ॥
শ্রীমদ্রামেতি নামস্তু সদাসর্ব্বত্র কীর্ত্তনম্।
নাশৌচং কীর্ত্তনে তস্য স পবিত্র করোযতঃ॥
রাম নামানি লোকেস্মিন সর্ব্বদা যস্তু কীর্ত্তয়েৎ।
তস্যাপরাধ কোটিস্তু ক্ষমাম্যেবনসংশয়ঃ॥

নতাদৃশং মহাভাগ পাপংলোকেস্ব বিশ্রুতম্।
যাদৃশং বিপ্রশার্দ্দূল রাম নাম্না বিদহ্যতে ॥
শ্রীরাম নাম সামর্থ্য মতুলং বিদ্যতে দ্বিজ।
নহি পাপাত্মক স্তাবৎ পাপং কর্ত্তুংক্ষমঃ ক্ষিতৌ ॥

বৌদ্ধায়ন সংহিতায় পিঙ্গলার প্রতি শুক বাক্যঃ—

অগ্নিহোত্র ইষ্টার্ত্ত শুভাচরণ সকলই সংসার হেতু। রাম নাম মুক্তিদাতা। শ্রীরাম নাম সর্ব্ব সময়ে সর্ব্ব দেশে কীর্ত্তন যোগ্য। পবিত্রাপবিত্র বিচার নাই। যিনি ইহলোকে রাম নাম সংকীর্ত্তন করেন তাঁহার কোটী পাপ ভগবান ক্ষমা করেন। এমন কোন প্রবল পাপ পৃথিবীতে নাই যাহা শ্রীরাম উচ্চারণে নষ্ট না হয়। এমন কোন পাপ কোন পাপী করিতে সমর্থ নহে যাহা নাম শক্তিতে নাশ না হয়।

তাপনীয় সংহিতা

সর্ব্বেষাম এব দোষানাং প্রায়শ্চিত্তং পরম্ স্মৃতং।
অপমৃত্যু প্রশমনং মূলাবিদ্যা বিনাশনং ॥
নাম সংকীর্ত্তনম্ বিদ্ধি অতো নান্যদ্বদাম্যহম্।
সর্ব্বস্বং রাম চন্দ্রোপিতন্নামানন্ত বৈভবং ॥
স্বপ্নেপি যো বদেন্নিত্যং রাম নাম পরাৎপরম্।
সোপি পাপরাশীনাং দাহকো ভবতি ধ্রুবম্ ॥
পাপ দ্রুম কুঠারোয়ং পাপেন্ধন দাবানলম্।
পাপ রাশি তম স্তোমং রবি সাক্ষাৎ প্রভানিধিঃ ॥

রাম নাম পরং ধাম পবিত্রং পাবনাস্পদং ।
অতঃ পরং ন সন্মন্ত্রং তারকং বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥

তাপনীয় সংহিতায় :—শ্রীরাম নাম সকল দোষের পরম প্রায়শ্চিত্ত। অপমৃত্যু পাপ নাশ কারী এবং মূল অনাদি অবিদ্যা নাম শক্তি তেই নাশ গ্রস্ত হয়। রাম নাম সংকীর্ত্তন ভিন্ন আমি অন্য কোন উপদেশ করি না। নামের মহা বিভূতি (অনন্ত বৈভব) শ্রীরাম চন্দ্র যথার্থ জানেন কিন্তু বলিতে পারেন না।

শুভ সংস্কার বলে যদি কেহ স্বপ্নে ও নাম স্মরণ করে তাহার ও সমস্তপাপ রাশি দগ্ধ হয়। পাপ রূপ বৃক্ষকে কাটিবার কুঠার রাম নাম, পাপ রূপ ইন্ধন কে জালাইবার দাবানল রাম নাম। তথা অন্যান্য পাপ রাশি সমূহ তম কে নাশ করিবার সাক্ষাৎ সূর্য্য, শ্রীরাম নাম পরম প্রকাশ ধাম মহাপাবন চিত্ত শুদ্ধির কারণ এবং সংসারে ইহার পর তারক সন্মন্ত্র কেহ নাই।

হিরণ্য গর্ভ সংহিতা

শ্রীঅগস্ত্য বাক্যং সুতীক্ষ্ণং প্রতি :—

অভিরামেতি যন্নাম কীর্ত্তিতং বিবশাচ্চয়ৈঃ।
তেপি ধ্বস্তাখিলা ঘোঘা যান্তি রামাস্পদং পরং ॥
শ্রীরামেতি বদন্ ব্রহ্মভাবমাপ্নোত্যসংশয়ম্।
তত্ত্ববিদ্যার্থিনো নিত্যং রমন্তে চিৎ সুখাত্মনি ॥

ইতি রাম পদে নাসৌ পরম ব্রহ্মা ভিধিয়তে।
সর্ব্ব সিদ্ধান্ত মিত্যাহুঃ সর্ব্বেবৈ ব্রহ্মাবাদিনঃ॥
শ্রীরামেতি পরং মন্ত্রং তদেব পরমং পদং।
তদেব তারকং বিদ্ধি জন্ম মৃত্যু ভয়াপহম্॥

অল্পেন নাম্না কথমস্য পাপ, ক্ষয়ো ভবেদত্রন শংশনীয়ম তৃণাদি রাশিং দহতে হ্নল্প বহ্নি তো স্তথা মহা মোহম দাদিনাম॥ হিরণ্য গর্ভ সংহিতায় অগস্ত্য সুতীক্ষ্ম কে বলিতেছেনঃ—বিবশ অবস্থায় ও বিনি অভিরাম শ্রীরাম নাম উৎচারণ করেন তিনি সমস্ত পাপ হইতে অব্যাহতি পাইয়া পরধাম রামাস্পদ প্রাপ্ত হন। শ্রীরাম উচচারণ মাত্রেই জীব ব্রহ্মভাব, প্রাপ্ত হয়। এবং তত্ব বিষ্ঠার্থী স্বীয় চিৎ সুখে রমণ করে এই কারণে শ্রীরাম নাম কে পরব্রহ্ম স্বরূপ বলা হইয়াছে। সমস্ত ব্রহ্ম বাদিরই ইহা সিদ্ধান্ত। শ্রীরাম নাম পরম মন্ত্র, পরম পদ, পরম তারক, জন্ম মৃত্যু এবং ভয় নাশক। যদি মনে কর অল্পনাম দ্বারা সমস্ত পাপ কিরূপে ক্ষয় হয় দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা বুঝাইাতছি অল্প বহ্নি পর্ব্বত সম তৃণ রাশি কে অনায়াসেই জ্বালাইয়া দেয় সেইরূপ শ্রীরাম নাম প্রতাপে মোহ মদাদি নষ্ট হয়।

পুলহ সংহিতা।

বীজে যথা স্থিতো বৃক্ষঃ শাখা পল্লব সংযুতঃ।
তথৈব সর্ব্ব বেদাশ্চ রকারেষু ব্যবস্থিতাঃ॥
যথা করণ্ডে রত্নানি গুপ্তান্যজ্ঞৈর্ন দৃশ্যতে।
তথৈব সর্ব্বমন্ত্রাশ্চ রকারেস্থু ব্যবস্থিতাঃ॥

রকারোচ্চারণে নৈব বহির্নির্যাতি পাতকম।
পুনঃ প্রবেশ কালেচ মকারস্তু কপাটবৎ॥
সাবিত্রী ব্রহ্মণা সার্দ্ধং লক্ষী নারায়ণেনচ।
শম্ভুনা রাম রামেতি পার্ব্বতী জপতীস্ফুটম॥
রাম রামেতি রামতি স্বপ্ন জাগ্রন্‌স্তথা নিশি।
যে জপন্তি কলৌ নিত্যং তেবৈ শ্রীরাম রূপিনঃ॥

পুলহ সংহিতায় পুলহ মুণি বলিতেছেন ঃ—

যেমন বীজের মধ্যে শাখা ফুল ফল বৃক্ষ পূর্ণ ভাবেই নিহিত থাকে সেইরূপ সমস্ত বেদ "র" কারে স্থিত আছে। যেমন কৌটার মধ্যে রত্ন গুপ্তভাবে রক্ষিত থাকে কিন্তু অজ্ঞানী তাহা জানিতে পারেনা সেইরূপ সকল মন্ত্র "র"কারে অবস্থিত আছে। "রা"কার উচ্চারণ মাত্রেই সব পাপ বিনাশ হয় এবং পূনঃ প্রবেশ করিতে না পারে তন্নিমিত্ত "ম" মুখ বন্ধ করে। ব্রহ্মার সহিত সাবিত্রী নারায়নের সহিত লক্ষ্মী এবং মহাদেবের সহিত শ্রীপার্ব্বতী সর্ব্বদা শ্রীরাম নাম জপ করেন। যাঁহারা স্বপ্নে জাগ্রতে শয়নে নিত্য রাম রাম রামেতি জপ করেন তাঁহারা শ্রীরাম রূপ প্রাপ্ত হন।

পরাশর সংহিতা।

ব্যাস বাক্যং সাম্বং প্রতিঃ—

ন সাম্ব ব্যাধিজং দুঃখং হেয়ং নানৌষধৈরপি।
রাম নামৌষধং পীত্বা ব্যাধিস্ত্যাগোন সংশয়ঃ॥

কোটী জন্মার্জ্জিতং পাপমৌষধৈ শান্তিমেত্তিকিম্।
কীর্ত্তনীয়ং পরং নাম ভব ব্যাধেস্তদৌষধম্ ॥
সর্ব্ব রোগাপশমনং সর্বাধীনাং বিনাশনং।
স্মরত্বং রাম রামেতি মহামোদৈক মন্দিরম্ ॥
শ্রীরাম নাম বিমুখং জীবং শোধয়িতুং ক্ষমম্।
প্রায়শ্চিত্তং নচৈ বাস্তি কশ্চিৎ সত্যং বচোমম ॥
প্রায়শ্চিত্তেষু সর্ব্বেষু রাম নাম জপং পরম্।
যতিনাং রাম ভক্তানাং সর্ব্বরীত্যা বিশিষ্যতে ॥

পরাশর সংহিতায় সাম্বের প্রতি ব্যাস বাক্যঃ—

হেয় ব্যাধিজ দুঃখ সকল নানাপ্রকার ঔষধি যোগে নষ্ট হয়না। অমৃতময় ঔষধি রাম নাম পান করিলে সর্ব্বরোগ নষ্ট হয়। কোটী জন্মার্জ্জিত পাপ ঔষধি দ্বারায় শান্ত হয়না। পুনঃ পুনঃ রোগের উদ্ভব হইতে থাকে কিন্তু শ্রীরাম নাম স্মরণে ও কীর্ত্তনের দ্বারায় সর্ব্বরোগ নষ্ট হয় তথা সংসার রোগ নষ্ট হয় অতএব এই ভবব্যাধি মহৌষধ রাম নাম কীর্ত্তনীয়। শ্রীরাম নাম সর্ব্বব্যাধি এবং মানসিক কষ্টের বিনাশক এবং মহা-আনন্দের মন্দির স্বরূপ। শ্রীরাম নাম হইতে বিমুখ জীবকে কোন শুদ্ধাচরণ শুদ্ধ করিতেও পারেনা এবং তাহার কোন প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ হইতে পারেনা আমার এই বচন সত্য সত্য বলিয়া জানিবে। সব প্রায়শ্চিত্ত অপেক্ষা মহাপাপ বিনাশক প্রায়শ্চিত্ত শিরোমণি শ্রীরাম নাম, যতি এবং রামভক্তের বিশেষতঃ আর কোন প্রায়শ্চিত্ত অবলম্বন করা উচিত নহে।

সনৎ কুমার সংহিতা

শ্রীব্যাস বাক্যং যুধিষ্টিরং প্রতিঃ—

শ্রীরামেতি পরং জাপ্যং তারকং ব্রহ্ম সংজ্ঞকম্
ব্রহ্মহত্যাদি পাপঘ্নমিতি বেদবিদো বিদুঃ॥
শ্রীরাম রামেতি জনা যে জপন্তি চ সর্ব্বদা।
তেষাম্ মুক্তিশ্চ ভুক্তিশ্চ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥
ব্রহ্মাহত্যাদি পাপানি তৎ সমানি বহুনি চ।
স্বর্ণ স্তেয়ঃ সুরাপান গুরু তল্প যুতানি চ॥
গোবধাদ্যুপপাপনিহ্য নৃতাৎ সম্ভবানি চ।
সর্ব্বৈঃ প্রমুচ্যতে পাপৈ কল্পাযুত শতোদ্ভবৈঃ॥
মানসং বাচকং পাপং কর্ম্মণা সমুপার্জ্জিতম্।
শ্রীরাম স্মরণেনৈব তৎক্ষণাৎ নশ্যতি ধ্রুবম্॥
ইদং সত্যং ইদং সত্যং সত্য মেতদিহোচ্যতে।
রাম সত্যং পরং ব্রহ্ম রামাৎকিং চিন্ন বিদ্যতে॥

সুশ্রুতি সংহিতা

দৃষ্টং যেনৈব শ্রীরাম তথা তন্নাম কীর্ত্তনম্।
কৃতং সর্ব্বশুভং তেন জিতং জন্ম সুদুর্ল্লভং॥
কারণং প্রণবস্যাপি রাম নাম জগদ্ গুরুম্।
তস্মাদ্ধ্যেয়ং সদা চিত্তে যতিভিঃ শুদ্ধ চেতসৈঃ॥
প্রমাদাদপি শ্রীরাম নাম উচ্চারিতং জনৈঃ।
ভস্মীভবন্তি পাপানি রোগানিবর সায়নৈঃ॥

তদেব লগ্নং সুদিনং তদেব, তারাবলং চন্দ্রবলং তদেব।
বিদ্যাবলং দৈব বলংতদেব সীতাপতের্নাম যদাস্মরামি ॥
সর্ব্বাভিলাষং পূর্ণার্থংজপেন্নাম পরাৎ পরং।
সর্ব্বংত্যক্ত্বা ততো যাতি হ্যবশ্যং পদমব্যয়ম্ ॥

সুশ্রুত সংহিতায়ঃ—যিনি স্নেহ সহিত শ্রীরাম নাম কীর্ত্তন করেন তিনি মনুষ্য জন্মের প্রাপ্তি রূপ বাজি জিতিয়াছেন এবং তিনি সমস্ত শুভ কর্ম্ম করিয়াছেন। শ্রীরাম নাম জগৎ গুরু প্রণবের কারণ। অত এব শুদ্ধচিত্তে সদা ধ্যেয়। যাহারা প্রমা-দেও শ্রীরাম নাম উচ্চারণ করেন তাহাদের সমস্ত পাপ ভস্মীভূত হয় এবং রসায়ণ যেরূপ রোগ নাশ করে সেই রূপ তাহাদের পাপ নষ্ট হইয়া যায়। সেই দিন, সেই লগ্ন, সেই মুহুর্ত্ত, সেই নক্ষত্র সেই চন্দ্র শুদ্ধি ও সেই বিদ্যাবল যে সময় শ্রীসীতারাম নাম স্মৃত হয়। সমস্ত মনোরথ পূর্ন করিবার নিমিত্ত এই পরাৎ পর নাম জপ কর। সমস্ত ত্যাগ করিয়া জপ করিলে অবশ্য অব্যয় পদ প্রাপ্ত হইবে।

কাত্যায়ন সংহিতা।

নাম সংকীর্ত্তনাজ্জাতং পূণ্যেনোপচয়ন্তি যে।
নানাব্যাধি সমাযুক্তাঃ শত জন্মসুতেনরাঃ ॥
অর্থবাদং পরেনাম্নি ভাবয়ন্তীহযোনরঃ।
স পাপিষ্ঠো মনুষ্যাণাং নিরয়ে পততিস্ফুটম্ ॥
শ্রীরাম নাম মাহাত্ম্যং যাথার্থ্যং শ্রুতিসম্মতম্।
কুতর্কং যে প্রকুর্ব্বন্তি তেঽধমা পাপযোনয়ঃ ॥

রাম রামেতি রামেতি প্রত্যহং বক্তিযোনরঃ।
সম্যক্ পূজাযুতং পুণ্যংতীর্থকোটী ফলংলভেৎ ॥
যস্তু পুত্রশুচির্দক্ষ পূর্ব্বেবয়সি ধার্ম্মিকঃ।
রাম নাম পরং নিত্যং তৎপুত্রংকবয়োবিদুঃ ॥

কাত্যায়ন সংহিতায় উক্ত আছেঃ—

যাঁহারা শ্রীরাম নাম কীর্ত্তন জাত পুণ্য সঞ্চয় করেন না তাঁহারা সহস্র জন্ম ধরিয়া নানাব্যাধি পীড়িত রহেন। শ্রীরাম নাম মহিমা সম্বন্ধে যাহারা অর্থবাদ কল্পনা করে তাহারা পাপিষ্ঠ এবং নরকে পতিত হয়। শ্রীরাম নাম মাহাত্ম্য সমস্ত শ্রুতি-সম্মত অতএব তদ্বিষয় কুতর্ক করা মহাপাপ। প্রত্যহ যিনি রাম নাম জপ করেন তিনি সম্যক পূজাজাত পূণ্য এবং তীর্থ কোটীর ফল লাভ করেন। যে পুত্র অল্প বয়স হইতেই শুচি, দক্ষ, ধার্ম্মিক এবং রাম নাম পরায়ণ, সজ্জনগণ তাহাকেই পুত্র বলেন বাকী মূত্র মাত্র।

বৈশ্বানর সংহিতা।

নদেশ কাল নিয়মোন শৌচাশৌচনির্ণয়ঃ।
বিদ্যতে কুত্রচিন্নৈব রাম নাম্নি পরেশুচৌ ॥
রামেতি নিত্যং যোভক্ত্যাব্রুয়াৎ রাত্রিদিবংনরঃ।
মহাপাতককোটিভ্যোমুক্তঃ পূতোভবেত্তু সঃ ॥
রাম নামাত্মকং মন্ত্রং সততং কীর্ত্তয়ন্তিযে।
সর্ব্বরোগ বিনির্মুক্তো মুক্তিমাপ্নোতি দুর্লভা ॥

ম্লেচ্ছ তুল্যা কুলিনাস্তে যে ন ভক্তা রঘুত্তমে।
সংকীর্ণযোনয়ঃ পূতানামগৃহ্ণন্তিযে সদা॥
নাস্তি নাস্তি মহাভাগ কলের্যুগসমং যুগম্।
স্মরণাৎ কীর্ত্তনাত্তত্র লভতে পরমং পদং॥

শ্রীবৈশ্বানর সংহিতায় :—

শ্রীরাম নাম জপের জন্য কোন দেশ কাল শুচি, অশুচি কোন অবস্থাদিরূপ কোন নিয়ম নাই, সর্ব্বদা সকল স্থানে সর্ব্বাবস্থায় জীব মাত্রেরই রাম নাম রটনের অধিকার আছে। রাম নাম নিত্যশুচি, ইহাকে কেহ কখন অশুচি করিতে পারেনা। শ্রীরাম নাম যিনি স্নেহপূর্ব্বক রাত্রিদিন গ্রহণ করেন তিনি কোটী কোটী মহাপাতক হইতে মুক্ত হইয়া পবিত্র হইয়া যান। রাম নামাত্মক মন্ত্র যিনি সতত কীর্ত্তন করেন তিনি সর্ব্বরোগ বিনির্ম্মুক্ত হইয়া দুর্লভা মুক্তি প্রাপ্ত হন। মহাউত্তম কুলীনও যদি রাম নামে ভক্তি করিতে না পারেন তিনি ম্লেচ্ছতুল্য এবং সংকীর্ণ যোগীর ন্যায়। অপবিত্র মহানীচও রাম নাম গ্রহণ করিলে সে মহাপবিত্র হয়। কলিযুগের সমান আর যুগনাই কারণ সকলেই নাম স্মরণ ও কীর্ত্তনের দ্বারা এইযুগে বিনাশ্রমে পরম পদ প্রাপ্ত হয়।

বাৎসায়ন সংহিতা

তুলা পুরুষ দানানি দত্বা যৎ ফলমাপ্নুতে।
অস্মাৎ অসংখ্যগুণিতং রাম নাম্নাপিসং লভেৎ॥

স্ত্রীরাজ বালহাচৈব যশ্চ বিশ্বাস ঘাতক ঃ।
সর্ব্বাপহারী পাপিষ্ঠো মার্গঘ্নো গ্রামদাহকঃ ॥
মাতৃগামীসুরাপশ্চ ভূতধ্রুক্ সর্ব্বনিন্দক ঃ।
মাতৃহাপিতৃহাচৈব ভ্রূণহা গুরুতল্পগঃ ॥
তেচান্যে চৈব পাপিষ্ঠ মহাপাপযুতাশ্চযে।
সর্ব্ব পাপৈ প্রমুচ্যন্তে রাম নাম্ন স্তু কীর্ত্তনাৎ ॥
হেম ভার সহস্রৈশ্চ কুরুক্ষেত্রে রবিগ্রহে।
গজাশ্ব রথ দানৈশ্চ দেবালয় প্রতিষ্ঠয়া ॥
সেবনৈঃ সর্ব্বতীর্থানাং নপোনির্ব্বি বিধৈশ্চকিম্।
শ্রীরাম নাম্নি সততং নিত্যং যস্যাস্তি নিশ্চয়ং ॥
ঘোরে কলি যুগে প্রাপ্তে সর্ব্বদোষৈক ভাজনে।
রাম নাম রতা জীবা স্তে কৃতার্থা সু জীবনঃ ॥
রাম নাম পরা যে চ ঘোরে কলিযুগে দ্বিজাঃ
তএব কৃতকৃত্যাশ্চ ন কলি ব্বাধতেহিতান্ ॥
সমস্ত জগদাধারং সর্ব্বেশ্বরমখণ্ডিতং।
রাম নাম কলৌ নিত্যং যে জপন্তি সমাদরাৎ ॥
তে ধন্যাঃ পূজনীয়াশ্চ তেষাম্ নাস্তি ভয়ং ক্বচিৎ।
সত্যং বদামি বিপ্রেন্দ্র নান্যথা বচনং মম ॥

বাৎসায়ন সংহিতায় ঃ—তুলট দান করিয়া যে ফল পাওয়া যায় তাহার অসংখ্য গুণিত ফল রাম নাম দান করিতে সমর্থ। রাজা—বালঘাতী, বিশ্বাসঘাতক, সর্ব্বস্বঅপহারী পাপিষ্ঠ গ্রাম দাহক, মাতৃগামী, মদিরা পায়ী, সর্ব্বভূতদ্রোহী সর্ব্ব নিন্দক

মাতৃ ও পিতৃ ঘাতী, ভ্রুণ ঘাতী, গুরুতল্পগামী পাপিষ্ঠগণ অন্য অত্যন্ত পাপ যুক্ত মহাপাপীগণ রাম নাম কীর্ত্তনের দ্বারা সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হয়। স্বর্ণের ভার, মণি মুক্তা, হস্তি, অশ্ব ইত্যাদি দেবালয় প্রতিষ্ঠাদির দ্বারায় যে পুণ্য লাভ হয় এবং তীর্থাদি পর্য্যটনদ্বারা যে পুণ্য অর্জ্জিত হয় সেই সকল পুণ্য রাম নাম দানে সমর্থ। মহাঘোর কলিযুগ সর্ব্ব দোষের আকর। শ্রীরাম নাম রত জীব এই যুগে কৃতার্থ এবং সুজীবী' হে দ্বিজগণ এই কলিযুগে যাহারা রাম নাম পরায়ণ তাহারাই কৃতকৃত্য এবং কলিযুগ তাহাদিগকে কোন প্রতিবন্ধক দিতে পারে না। সমস্ত জগতের আধার অখণ্ডিত সর্ব্বেশ্বর রাম নাম কলিযুগে যিনি সমাদরে জপ করেন তিনি ধন্য, পূজনীয় এবং নির্ভয়। হে বিপ্রেন্দ্র আমি তোমাকে সত্যসত্য বলিতেছি। আমার বচন মিথ্যা হইবার নহে।

মহাশম্ভু সংহিতা

যত্র কুত্রাশুভে দেশেঃ ভবেৎ রামাহ্ন কীর্ত্তনম্।
সর্ব্ব তীর্থাধিকং বিদ্ধি মহাঘোঘহরং হিতৎ॥
শ্রীরাম নামাখিল মন্ত্রবীজং, সঞ্জীবনং চেৎ হৃদয়ে প্রবিষ্টম্।
হলাহলং বা প্রলয়ানলং বা মৃত্যোমুখং বা বিশতাং কুতোভিঃ॥

মহাশম্ভু সংহিতায় শ্রীশিববাক্যঃ—মহা অপবিত্র দেশে যথাতথা বা শ্রীরাম নাম উচ্চারণ অনন্ত সর্ব্বতীর্থ সেবা হইতেও অধিক এবং মহাপাপ পুঞ্জ নাশক। শ্রীরাম নাম সমস্ত মন্ত্রের

বীজ এবং হৃদয়ে প্রবিষ্ট মৃতসঞ্জীবনীর কার্য্য করে। মহাপ্রলয় কিংবা মহামৃত্যু প্রবেশ করিতে তাঁহার কিঞ্চিৎমাত্র ভয় হয় না।

তত্রৈব শ্রীজানকীবাক্যং শ্রীরামং প্রতি :—

প্রণবং কে চিদাহুর্বৈ বীজং শ্রেষ্ঠং তথাপরে।
তত্ত্বতে নাম বর্ণাভ্যাং সিদ্ধিং আপ্নোতি মে মতম্॥
রামেতি নাম মাত্রস্য প্রভাবমতি দুর্গমম্।
মৃগয়ন্তিতুতদ্বেদাঃ কুতোমন্ত্রেস্যতে প্রভো॥
রাম নাম প্রভাবেন স্বয়ম্ভুঃ সৃজতে জগৎ।
বিভর্ত্তি সকলং বিষ্ণু শিব সংহরতে পুনঃ॥

উক্ত সংহিতায় শ্রীজানকীজী শ্রীরামচন্দ্রকে বলিতেছেন :— প্রণবকে অথবা একাক্ষর বীজকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া শাস্ত্র বেদজ্ঞগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। পরন্তু উভয় মন্ত্রই আপনার নামে যে "র" কার "ম" কার দুটী বর্ণ আছে তাহা হইতে সিদ্ধ হয়। "রাম" এই নামের প্রভাব অতি দুর্গম। সমস্ত বেদ তাঁহারই মাহাত্ম্য অনুসন্ধান করে কিন্তু পার পায় না। এবং উহা হইতেই মন্ত্রাদি উৎপন্ন হয়। শ্রীরাম নাম প্রভাব বলে ব্রহ্মা জগৎ সৃজন করেন বিষ্ণু ধারণ করেন এবং শিব সংহার করেন।

পতঞ্জলি সংহিতা

পৃথ্বীশস্য সম্পূর্ণং দত্তাযৎ ফলমস্নুতে।
রাম নাম সকৃজ্জপ্তা ততোনন্তগুণং ফলং॥
রামেতি নাম পরমং মন্ত্রাণাম্ বীজমব্যয়ম্।
যে কীর্ত্তয়ন্তি সততং তেষাম কিঞ্চিন্নদুর্লভম্॥

রাম নাম পরম্ ব্রহ্ম ত্যক্ত্বা বাৎসল্য সাগরম্।
অন্যথা শরণং নাস্তি সত্যং সত্যং বদাম্যহম ॥
নামসংকীর্ত্তনাদেব সম্পূর্ণ ফলদায়কং
অন্যৎ ফল্গু ফলং সর্ব্বং মোক্ষাবধি মশংসয়ম্।
কলৌ যুগে রাঘব নাম তৎ সদা, পরং পদং যাত্যনয়াসতো ধ্রুবম্।
সর্বৈর্যুগৈঃ পূজিতং উন্নতং যুগং, সমস্ত কল্যাণ নিকেতনং বরং।
মাঙ্গল্যং সর্ব্বপাপঘ্নং আয়ুষ্যং অখিলেষ্টদম্।
ভক্তি মুক্তি প্রদং পুণ্যং রাম নাম্নস্তু কীর্ত্তনম্ ॥
যেঽর্নিশং জগদ্ধাতু রাম নাম্নস্তু কীর্ত্তনম্।
কুর্ব্বন্তি তান্ নর ব্র্যাঘ্রান্ন কলির্বাধতে ক্বচিৎ ॥
শমায়ালং জলং বহ্নেস্তমসো ভাস্করোদয়ে।
শান্তিঃ কলেরঘোঘস্য নাম সংকীর্ত্তনং বরম্ ॥
নাম সংকীর্ত্তনং তস্য ক্ষুত্তৃট্সংস্খলনাদিষু।
যঃ করোতি মহাভাগ তস্য তুষ্যতি রাঘবঃ ॥

মুণী পতঞ্জলীর বচন যে, পৃথিবীর সমস্ত শস্য দানে যে ফল হয় সেই ফল একবার রাম নামে অনায়াসে হয়। শ্রীরাম নাম পরম মন্ত্র গণের অব্যয় বীজ। যাঁহারা সদা কীর্ত্তন করেন তাঁহাদের কোন পদার্থই দুর্লভ হয় না। কৃপা, করুণা বাৎসল্যাদির গুণ সাগর পরম ব্রহ্মরূপ শ্রীরাম নাম ছাড়িয়া অন্য কোন গতি নাই। ইহা আমার সত্য সত্য বচন জানিবে। নাম সংকীর্ত্তনই সম্পূর্ণ ফল দায়ক আর অন্যসব সাধন তুচ্ছ দাতা এমন কি মোক্ষ পর্য্যন্ত ঐরূপ। কলিযুগে রাঘবের নাম

স্মরণের দ্বারায় অনায়াসে পরম পদ নিশ্চয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই কলিযুগ অতীব পরম উত্তম যুগ এবং সর্ব্ব যুগ পূজিত। কারণ সাধারণ জীবও নাম প্রভাবে পরম পদ প্রাপ্ত হয় ইহাই সর্ব্ব যুগ হইতে পূজিত উন্নত এবং সমস্ত কল্যাণের নিকেতন। শ্রীরাম নাম কীর্ত্তন মহামঙ্গলময় সর্ব্ব পাপঘ্ন। আশু সমস্ত মনোরথ প্রদ, ভুক্তি মুক্তি এবং ভক্তি প্রদায়ক। নিরন্তর যাহারা উচ্চারণ করেন তাহাদের কলি কোন বাধা দিতে পারে না। অগ্নিকে শান্তি করিতে জলই সমর্থ এবং অন্ধকারকে নাশ করিতে সূর্যোদয়ই সমর্থ সেই রূপ শ্রীরাম নাম কলি কালের পাপ পুঞ্জ নাশ করিতে ও শান্তি দানে পরম সমর্থ। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, স্খলনাদি দুঃখ কালেও যেন তেন প্রকারে যিনি রাম নাম উচ্চারণ করেন তাহার উপর রাঘব প্রসন্ন হন।

বৈশম্পায়ন সংহিতা—

সর্ব্ব ধর্ম্ম বহির্ভূতাঃ সর্ব্ব পাপ যুতস্তথা।
মুচ্যতে নাত্র সন্দেহো রাম নামানু কীর্ত্তনাৎ॥
ব্রবীমি বাক্যং শ্রুতিশাস্ত্র সারং, শৃন্বন্তু তৎ সর্ব্বজনাঃ পবিত্রং।
রামেতি বর্ণদ্বয়ম্ আদরেন, জপস্তু সর্বৈমুনিভিঃ প্রদিষ্টম্॥
রাম নাম জপাদেব মহাপাতক কোটয়ঃ।
বিনশ্যন্তি মহাভাগ অনায়াসেন তৎক্ষণাৎ॥
জীবনং রাম ভক্তস্য বরং পঞ্চদিনানিচ।
তত্তু নাম বিহীনস্য কল্প কোটী শতানিচ॥

বাব্বাং নিধৌ পততু গচ্ছতুবা হুতাশ্বং।
বন্ধ্যাথবা ভবতু তজ্জনী খরারেঃ !!
ভক্তির্নযস্ত বিমলেশ্বর নাম্নি শুদ্ধে।
জীবচ্ছবো জগতি গর্হিত কর্ম্মকর্ত্তা ॥

বৈশম্পায়ণ সংহিতা :—যে জীব সকল ধর্ম্ম রহিত সর্ব্ব পাপ যুত সে নিঃসন্দেহ রাম নাম কীর্ত্তনের দ্বারা মুক্ত হয়। আমি সকল শ্রুতি এবং শাস্ত্রাদির সার বলিতেছি সকলে সাবধান হইয়া শ্রবণ কর। রাম এই দুইটী বর্ণ সাদরে জপ করা সর্ব্ব মুণীগণের প্রদিষ্ট। রাম নাম জপে কোটী কোটী মহা পাতক অনায়াসে তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়। শ্রীরাম নামানুরাগীর ৫ দিন জীবন ধারণ ও বহু মূল্য। আর রাম নাম স্নেহ বর্জ্জিত ব্যক্তির কোটী কল্প জীবণ ধারণ বৃথা। সমুদ্রে পতিত হউক্ অথবা অগ্নিতে দগ্ধ হউক্ অথবা মাতা বন্ধ্যা হউক্ জীবন্তে সে মৃত যার অখিলেশ্বর সর্ব্বদা বিশুদ্ধ রাম নামে প্রীতি না হয় সে জীবন্তে মৃত এবং তাহার বৃথা জন্মগ্রহণ মাত্র।

গার্গেয় সংহীতা—

ধর্ম্মরাজ বাক্যং দুতান্ প্রতি—

দূতা শৃনুধ্বং মম শাশনং ধ্রুবং, সদৈব মাঙ্গল্য করং সুখাবহম্
স্মরন্তি যে রাঘব নাম নির্ম্মলং
ন তত্র যাত্রা ভবতি শুভা বহা ॥
সাংকেত রীত্যাথ ভয়েন ক্লেশাৎ অন্তেপি শ্রীরামমুদাহরন্তি

তে পুণ্য ভাজো মনুজামহাত্ম কান্ ন তত্র যাত্রা ভবন্তি শুভাবহা ॥
বয়ং সদা নাম সুহৃদগণে রতা, স্তথৈবতজ্জাপক পাদসেবকাঃ ॥
প্রভাবতোযস্য হরীশ ব্রহ্মা বিভর্ত্তি বিশ্বং সলয়ং সসংভবম্ ॥

তস্মাৎ প্রসাদং উৎসৃষ্ট দূরতঃ কিঙ্করাঃ সদা।
শ্রীরাম নাম সম্পন্নে গৃহে গচ্ছেতুনৈবহি ॥
কর্ত্তব্যবাক্যমাকর্ণ স্বামিনো মম সাম্প্রতম্।
ধার্য্য ধ্রুবং প্রযত্নেন মহামোহৈকনাশনম্ ॥

গার্গেয় সংহিতায় ধর্ম্মরাজ দূতদিগের প্রতি বলিতেছেন—

হে দূতগণ আমার আজ্ঞা শ্রবণ কর, সুখাবহ পরম মঙ্গলময় শ্রীরাম নাম যে কোন প্রকারেই হউক যে কেহ স্মরণ করে তথা তোমরা ভুলিয়াও যাইও না। সঙ্কেতে ভয়ে বা ক্লেশে যে শ্রীরাম নাম উচ্চারণ করে তাহার পাপ ভগবান দূর করিয়া দেন। এবং তাহারা সুকৃতিশালী হইয়া যায়। উহাদের সঙ্গে যদি তোমরা যাও তাহা হইলে তোমরা বিশেষ কষ্ট পাইবে। দূতগণ! সাবধান হইয়া শুন—শ্রীরাম নামানুরাগীর গুণ আমি বলিতেছি। যাহারা শ্রীরাম নাম জপ করে যাহারা সদা সেবকতা করে তাহারা মহাত্মা, ঈশ্বর সম পূজ্য, অধিক কি বলিব এই রাম নাম প্রভাবে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব সৃজন পালন সংহার করিতেছেন। অতএব তোমরা শ্রীরাম নাম আশ্রিত গৃহে যাইও না। উহা আমার স্বামীর গৃহ বলিয়া জানিবে। আমি তোমাদের কর্ত্তা। আমার উপদেশ শুদ্ধ হৃদয়ে ধারণ কর তোমাদের ও মোহ নষ্ট হইয়া যাইবে।

বৃহৎ বশিষ্ঠ সংহিতা

শ্রীবশিষ্ঠ বাক্যং রাজকুমারং প্রতি :—

হিত্বা সকল পাপানি লব্ধা সুকৃতসঞ্চয়ম্।
স পূতো জায়তে ধীমান্ রামনামানুকীর্ত্তনাৎ ॥
রাম রামেতি রামেতি কীর্ত্তয়েৎ শুদ্ধ চেতসা।
রাজসূয় সহস্রাণাং ফলং আপ্নোতি মানবঃ।

তত্রৈব শ্রীনারদ বাক্যং মুনীন্ প্রতি :—

ঐকতঃ সর্ব্বতীর্থানি জলং চৈব প্রয়াগজম্।
শ্রীরাম নাম মাহাত্ম্যং কলাং নার্হতি ষোড়শীম্।
অন্ধানাং নেত্রং উৎকৃষ্টং স্বচ্ছং শ্রীনাম মঙ্গলং
বধিরাণাং যথা কর্ণো পঙ্গুনাম্ হস্তপাদকং

বশিষ্ঠ সংহিতায় রাজ কুমার প্রতি তাঁহার বাক্য :—

সকল পাপ ত্যাগ করিয়া সকল সুকৃতি সঞ্চয় করিয়া রামনামানুকীর্ত্তনের ফলে ধীমান জীব পবিত্র হইয়া যায়। যিনি শুদ্ধচিত্তে শ্রীরামনাম উচ্চারণ করেন সেই মহাত্মা কোটী রাজসূয় যজ্ঞের ফল লাভ করেন।

উক্ত সংহিতায় মুনিদিগের প্রতি নারদের বাক্য :—দাঁড়ী পাল্লার একদিকে সমস্ত তীর্থ তথা প্রয়াগের জল আর সমস্ত সুকৃতি সমূহ স্থাপন কর। তাহা রাম নাম মাহাত্ম্যের ষোড়শ অংশও হইবে না। যাহারা অন্ধ, এবং বধির তাহাদের

পরম সুন্দর নেত্র ও শ্রবণ। সুখভবন, মঙ্গলময় শ্রীরাম নাম। হস্তহীন পদহীনের হস্ত পদ।

গালবীয় সংহীতা

আশ্রমঃ সর্ব্বজন্তুনামাধাররহিতাত্মনাং
জননী তাতবৎ নিত্যং পোষকং সর্ব্ব দেহিনাং ॥

শ্রীরাম নাম নিরাধারের আধার এবং সর্ব্বজন্তুর আশ্রয় এবং সর্ব্বদেহির পোষক পিতামাতা।

২৩

সুদর্শন সংহিতা

চাতকাণাং চকোরাণাং ময়ুরাণাং তথা শুভং।
লক্ষণং দোষ নির্মুক্তং ধার্য্যং শ্রীনাম তৎপরৈঃ ॥
দুঃখাদিকং সমং কৃত্বা দ্বন্দ ধর্ম্ম বিহায় চ।
ভজেন্নিরাময়ং নাম চিত্তমাকৃষ্য সর্বতঃ ॥
শ্রীরাম নাম মাত্র যামাদৌ চিত্তস্য ধারণা।
কৃত্বা পশ্চাৎ সুধীধ্যানং রেফস্যৈব বিবেকতঃ ॥
প্রণবাদিংশ্চ মন্ত্রাংস্তু রামনাম্নি সমভ্যসেৎ।
যথা গুরূপদেশেন নিত্যমেকাগ্রমানসৈঃ ॥
এবং রীত্যা জপেন্নিত্যং তদা স্বল্পং উপাগতঃ।
জায়তে পরমা সিদ্ধিবিরক্তি ভক্তিরুজ্জলাঃ ॥

সুদর্শন সংহিতায়ঃ—শ্রীরাম নাম জাপকের চাতক, চকোর, ও ময়ুরের দৃষ্টান্ত স্মরণ ও ধারণা রাখা উচিত। চাতকের ন্যায়

অনন্য ভাবে জলের জন্য উচ্চারণ (ডাক্) চকোরের ন্যায় চন্দ্রের জ্যোস্নার প্রতি একরস ধ্যান, এবং ময়ুরের মত শব্দ শ্রবণ প্রতি আকর্ষণ। সুখ দুঃখ সমান করিয়া মান অপমান সহ্য করিয়া সর্ব্বদিক হইতে চিত্তকে প্রত্যাহার করিয়া নিরাময় রাম নাম ভজন করা কর্ত্তব্য। ওঁকারাদি সমস্ত মন্ত্রকে শ্রীরাম নাম নিবিষ্ট বিচার করিবে। শ্রীরাম নাম ভিন্ন আর কিছু জানিবার প্রয়োজন নাই, সদ্গুরু যে রীতিতে নাম অভ্যাস করিতে বলিয়া দিয়াছেন সেই রীতিতে একান্ত হইয়া মন লাগাইয়া বসিতে হইবে। এইরূপে যিনি শ্রীরাম নাম অভ্যাস করেন অচির কাল মধ্যেই তিনি সিদ্ধি বৈরাগ্য এবং উজ্জ্বলা ভক্তি লাভ করেন।

২৪

শিব সংহিতা

নারায়ণাদিনামানি কীর্ত্তিতানি বহুন্যপি।
সম্যগ্ ভগবত স্তেষু রাম নাম প্রকাশকম্॥
নারায়নাদি নামানি সাকারৈশ্বর্য্যমুত্তমং।
নিত্যং ব্রহ্মনিরাকারং ঐশ্বর্য্যং বৈ বিভাতি চ॥
উভয়ৈশ্বর্য্যমান্ নিত্যোরাম দশরথাত্মজঃ।
সাকেতে নিত্যমাধুর্য্যে ধাম্নি সংরাজতে সদা॥
রাম নাম পরং তত্ত্বং দ্বয়ো কারণং উজ্জ্বলম্।
তস্য সংস্মরণাদেব সাক্ষাৎ রামালয়ং ব্রজেৎ॥

নাম স্মরণ মাত্রেণ নামী সন্মুখতাং লভেৎ।
তস্মাৎ শ্রীরামনাম্নশ্চ কীর্ত্তণং সর্ব্বদোচিতম ॥
"রা" কারন্ত পরাশক্তি সর্ব্বশক্ত্যাভিবন্দিতা ॥

শিব সংহিতায় ঃ—পরমেশ্বরের শ্রীনারায়ণাদি অনন্ত নাম কীর্ত্তিত হয়। ঐ সকল নামের প্রকাশক শ্রীরাম নাম। নারায়ণ হইতে যত নাম ভগবানের আছে প্রায় সকলেই সাকার বিভূতি বা ঐশ্বর্য্যময়। আর নিত্যব্রহ্ম নিরাকার ইত্যাদি নামও তাঁহার একরস ব্যাপকত্বের পরিচায়ক অর্থাৎ নারায়ণাদিনাম সগুণ ঐশ্বর্য্যময় এবং ব্রহ্ম, নিত্য, নিরীহাদি নাম ও ভগবানের নাম কিন্তু তাহারা নির্গুণ বিভূতির বাচক। শ্রীরাম নাম সাকার নিরাকার উভয় বিভূতি সম্পন্ন। উভয় এবং সেই উভয় বিভূতিসম্পন্ন দাশরথি শ্রীরামচন্দ্র মহামাধুর্য্য-ময় শ্রীসাকেত ধামে সপরিকর বিরাজিত আছেন। শ্রীরাম নাম সাকার নিরাকার উভয় তত্ত্বেরই সমুজ্জ্বল কারণ, তাহা স্মরণ করিলে জীব সাক্ষাৎ রামধামে গমন করে। নাম স্মরণ মাত্রেই নামী সম্মুখতা প্রাপ্ত হন। অতএব সর্ব্বদা শ্রীরামনাম কীর্ত্তন কর্ত্তব্য। "র"কার পরব্রহ্ম শ্রীরামের বাচক আর "ম"কার সর্ব্বশক্তি নমস্কৃত আদি পরাশক্তি।

২৫

লোমশ সংহিতা

সমস্ত প্রত্যয় লোকে যশ্চ শ্রীরাম নামতঃ।
ভিন্নং প্রতীয়তে বিপ্র সত্যং সত্যং বদাম্যহম ॥

লৌকিকা বৈদিকাঃ সর্ব্বে, শব্দাঃ শ্রীরামনামতঃ।
সমুদ্ভবন্তি লীয়ন্তে কালে কালে ন সংশয়ঃ॥
যথা ভুশুণ্ডি শব্দেন পলায়ন্তে খগামুণে।
তরুং বিহায় বৈ তদ্বৎ রামনাম্না দুরাশয়াঃ॥
যথা চিন্তামণে স্পর্শাৎ দারিদ্র্যং যাতি সংক্ষয়ম্।
তথা শ্রীরাম নাম্নাবৈ মোহ জালমসংশয়ম্॥
রামেতি দ্ব্যক্ষরং নাম মানভঙ্গ পিনাকি নঃ
অভেদো বোধ্যতে তেন সততং নাম নামিনোঃ

লোমশ সংহিতায়ঃ—সমস্ত প্রতীতি সিদ্ধি শ্রীরাম নাম হইতে হয় ইহা সত্য বলিতেছি। লৌকিক বৈদিক সমস্ত শব্দই শ্রীরাম নাম হইতে সিদ্ধ হয় এবং কাল হইতে উদ্ভব এবং ইহাতে লীন হয়। যেমন ভুশুণ্ডির শব্দ শুনিয়া পক্ষীগণ বৃক্ষ হইতে উড়িয়া ষায় তথা শ্রীরাম নাম শ্রবণ মাত্রেই শরীর হইতে সব পাপ ছাড়িয়া যায়। যেমন চিন্তামণি স্পর্শে দরিদ্রতা নষ্ট হয় সেইরূপ শ্রীরাম নাম সম্বন্ধ হইতে মোহজাল নিশংশয় বিনষ্ট হয়। শ্রীরাম নাম দুটী বর্ণ শিবের মান ভঙ্গকারি অতএব নাম নামী অভেদ বলিয়া জানিবে।

তত্রৈব লোমশ বাক্যং ঃ—

একদা মুনয়ঃ সর্ব্বে শৌনকাদ্যা বহুশ্রুতাঃ।
নৈমিষে সুতমাসীনংপ্রশ্নং ইদমাদরাৎ॥
অজ্ঞান ধ্বান্ত বিধ্বংসোঽনন্তঃকোটী সমপ্রভঃ।
কথিতো ভবতাং পূর্বং তদ্বদস্ব মহামতে॥

শ্রীসুতউবাচ ঃ—

শৃণুধ্বং মুনয়ঃ সর্ব্বে রহস্যং পরমাদ্ভুতম্ ।
পার্ব্বতী শিব সংবাদং চতুর্ব্বর্গ প্রদায়কম্ ॥
কৈলাস শিখরাসীনং দেবদেবং জগদ্গুরুম্ ।
লোকানাং চ হিতার্থায় পপ্রচ্ছে গিরিকন্যকা ॥

পার্ব্বত্যু উবাচ ঃ—

দেব দেব মহাদেব সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর ।
তত্ত্ব শ্রুতং ময়াপূর্ব্বং মন্ত্র তন্ত্রাণ্যনেকধা ॥
সর্ব্ব ধর্ম্মানি জীবনাং ব্যবহারানি যানিচ ।
ইদানীং শ্রোতুচ্ছিামি কিংতত্তং কৃতনিশ্চিতম্ ॥
গুহ্যাং গুহতরং গুহ্যং পবিত্রং ঃপরমংচযৎ ।
সুলভং সুগমোপায়ং অনায়াসেন সিদ্ধিদম্ ॥

শিব উবাচ ঃ—

ধন্যাসি কৃত পুন্যাসি যদিতে মতিরিদৃশী ।
পৃষ্টাং লোকোপকারায় তস্মাত্বাং প্রবদাম্যহম ॥
রহস্যং পরমং শ্রেষ্টং সর্ব্ব সিদ্ধি প্রদায়কম্ ।
রাম নাম পরং তত্ত্বং সর্ব্ব শাস্ত্রেষু প্রস্ফুটম্ ॥
যস্য নাম প্রভাবেন সর্ব্বজ্ঞোহম্ বরাননে ।
রাম নাম্নঃ পরং তত্ত্বং নাস্তি কিঞ্চিৎ জগত্রয়ে ॥
* রাম ভদ্রং পরিত্যজ্য যোন্যদেবমুপাসতে ।
কুম্ভী পাকে মহাঘোরে পচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥

অজ্ঞানাৎ অথবা জ্ঞানাৎ রামেতি দ্ব্যক্ষরং বদেৎ।
জন্ম কোটী কৃতং পাপং নাশ মায়াতি তৎক্ষণাৎ ॥
যজ্ঞদান তপতীর্থ স্বাধ্যায়াধ্যাত্ম বোধতঃ।
কোটী সংখ্যং রাম নাম্নি পবিত্র্যং বর্ত্ততে প্রিয়ে ॥
ততঃ কোটী গুণং পুণ্যং সীতানাম সনাতনং।
ইতিমত্বা ভজন্তে তান্ মুনয়ো নারদাদয়ঃ ॥
যাবন্ন কীর্ত্তয়েৎ অস্য নাম কল্মষ নাশনম্।
অনন্ত কোটী জপ্তোঽপি ন রাম ফল সাধকঃ ॥
সীতয়া সহিতং যত্র রাম নাম প্রকীর্তীতম্।
ন তত্র নাম দোষানাং প্রবৃত্তিস্যাৎ কথঞ্চন ॥
সাঙ্গাঃ সহরহস্যাশ্চ পঠিতা বেদরাশয়ঃ।
কৃতাশ্চ সকলাঃ যজ্ঞা যেন রামেতি কীর্ত্তিতম্ ॥
রামেতি দ্ব্যক্ষরং নাম যত্র সংকীর্ত্ত্যতে বুধৈঃ।
তত্রাবির্ভূয় ভগবান্ সর্ব্ব দুঃখং বিনাশয়েৎ ॥
অজ্ঞান তিমিরোচ্ছেদং কোটী সূর্য্যেন্দু ভাস্করং।
জ্ঞানামৃতপয়োবাহং রাম নাম সদা জপেৎ ॥
কিং কার্য্যং বৈদিকৈঃ শব্দৈঃ কিংবা মন্ত্রৈশ্চ তান্ত্রিকৈঃ।
কিং কর্ম্মনাচ জ্ঞানেন কিমন্যৈঃ তপসাশ্রমৈঃ ॥
স্মর্ত্তব্যং রাম নামৈকং শ্রোতব্যংচৈব সর্ব্বদা।
পঠিতব্যং কীর্ত্তিতব্যং চ শ্রদ্ধাযুক্তৈ দিবানিশম্ ॥
বিধিরুক্তং সদৈবাস্য ননিষেধঃ ক্বচিৎ ভবেৎ।
সর্ব্ব দেশে সর্ব কালে সর্বৈশ্চ নর জাতিভিঃ ॥
ইদমেকং সদা কার্য্যং যদিচ্ছেৎ শুভ মাত্মনঃ।

চতুবর্গ প্রদানোপি সমর্থো রঘু পুঙ্গব ॥
ধ্যানাৎ জ্ঞানাৎ চ সততং নাম মাত্রস্য কীর্ত্তনাৎ।
ইত্যুক্তং বঃ প্রিয়ং সর্ব্বং ময়াদেবর্ষি পুঙ্গব ॥
নাতোপি বেদিতব্যং স্যাৎ ভবতাং তত্ত্বমীয়ুষাম্ ৷
সিদ্ধান্ত সর্ব্ব শাস্ত্রানাম্ ভবতাং সমুদাহৃতম্ ॥
ইতিতে কথিতং দেবী রহস্যং পরমাদ্ভুতম্।
গোপনীয়ং প্রযত্নেন যেন শ্রেয়োহি অবাপ্স্যসি ॥
ইতিতে কথিতং দেবী রহস্যং পরমাদ্ভুতম্।
গোপনীয়ং প্রযত্নেন যেন শ্রেয়োহ্যবাপ্স্যসি ॥

ঐ সংহিতায় লোমশ মুণির বচন, একদা নৈমিষারণ্যে অষ্টাশীতি সহস্র বিজ্ঞ শিরোমণি শৌনকাদি মুণীশ্বরগণ সমবেত হইয়া সূতকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি অজ্ঞান তম বিধ্বংশকারী অনন্ত কোটী প্রভাযুক্ত অর্থ শ্রীরাম নামে বর্ত্তমান বলিয়াছিলেন এক্ষণে কৃপা পূর্ব্বক তাহার স্বরূপ বর্ণন করুণ। শ্রীসূত বলিয়াছিলেন হে মুণীগণ পরম রহস্য যুক্তচতুর্বর্গ প্রদায়ক পার্ব্বতী শিব সংবাদ আপনাদের বলিতেছি শ্রবণ করুন। কৈলাশ পর্ব্বতে জপগুরু শ্রীমহাদেব সুখাসীন হইয়া বসিয়া আছেন এমন সময় ত্রিলোকের কল্যাণার্থে শ্রীপার্ব্বতীজী প্রশ্ন করিলেন, হে সর্ব্বজ্ঞপরমেশ্বর স্বামী আপনার নিকট হইতে অনেক প্রকার মন্ত্র তন্ত্রাদি পূর্ব্বেই শুনিয়াছি। জীবগণের বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্মত সমুদয় ব্যবহার শুনিয়াছি এক্ষণে যাহাকে আপনি নিশ্চয় পূর্ব্বক সুলভ, সুগম, বিনাযোগে সিদ্ধিদ গুহ্যতম পরম পবিত্র ও পরম তত্ত্ব বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন তাহা আমায় বলুন।

শ্রীমহাদেব বলিলেন ,হে দেবী তুমি ধন্য ও পুণ্যবতী সমস্ত লোকের উপকারার্থে যে সিদ্ধান্তের বিষয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে সেই পরম শ্রেষ্ঠ সর্ব্বতত্ত্ব সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়ক রাম নাম হে বরাননে এই নাম প্রভাবত আমি সর্ব্বজ্ঞ হইয়াছি। পরমতত্ত্ব রাম নাম। এবং ইহার পর আর কোন পরম তত্ত্ব ত্রিলোকে নাই। ইহাকে ত্যাগ করিয়া মূঢ় অন্য দেবাতাদিকে উপাসনা করে, তাহারা ঘোর কুম্ভী পাক নরকে নিপাতিত হয়। আর অজ্ঞানে অথবা জ্ঞানে যে এই অক্ষর উচ্চারণ করে তাহার অনন্ত জন্মের কৃত পাপ তৎক্ষণাৎ নষ্ট হয়। যজ্ঞদান তপ তীর্থ বেদাধ্যয়ণ বেদান্ত বোধ অপেক্ষা কোটী গুণ পবিত্র শ্রীরাম নাম।, তাহা হইতে কোটী গুণ পূণ্য ও সুখদায়ক সেই সীতানাম সহিত রাম নাম। এই বুঝিয়াই নারদাদি মুণীগণ সীতারাম জপে মগ্ন থাকেন। যতক্ষণ না সীতা নাম জপ্ত হয় ততক্ষণ রাম নাম ফল সাধক হয় না। শ্রীসীতা সহিত রাম নাম উচ্চারিত হইলেই নাম দোষ (অপরাধ) শূন্য হইয়া যায়। যড়ঙ্গ রস সমেত সমস্ত বেদ পাঠ করিলে অথবা সমস্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিলে যে ফল হয় শ্রদ্ধা সহিত শ্রীরাম এই দুই অক্ষর উচ্চারণের দ্বারা তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই দুই অক্ষর সজ্জন কর্ত্তৃক যেখানে কীর্ত্তিত হয় সেই স্থানে পরমেশ্বর স্বয়ং প্রকট হইয়া সকল দুঃখ দূর করেন। এই অক্ষর অজ্ঞান রূপ অন্ধকারের কোটী সূর্য্য ও কোটী চন্দ্র সম। জ্ঞানামৃত বর্ষন করিবার ঘন মেঘ। অতএব শ্রীরাম নাম যত্নের সহিত সদা জপ করিবে। বেদ মন্ত্র-তন্ত্র সমূহ, কর্ম্ম,

জ্ঞান, তপ, সাধনাদির কিবা প্রয়োজন। সকল প্রকারের সুখ দায়ক শ্রীরাম জপ কর, শ্রীরাম নাম উচ্চারণ শ্রীরাম নাম শ্রবণ কর এবং শ্রদ্ধা সমেত অহর্নিশি পঠন কীর্ত্তন কর। ইহাই সমস্ত শ্রুতিশাস্ত্র সম্মত ইহাতে কোন নিষেধ নাহি। সকল দেশে সকল কালে সকল জীবের অধিকার। যদি কেহ আপনার আত্মার কল্যাণ কামনা করে তাহা হইলে তাহার শ্রীরাম নাম জপ করা সর্ব্বদা কর্ত্তব্য। ইহা চতুর্ব্বর্গ প্রদানে সমর্থ। ধ্যান জ্ঞানাদি হইতে নাম কীর্ত্তন শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে। হে মুণীগণ, একার্য্য পরম গম্ভীর এবং সকলের প্রিয়। হে দেবী আমি তোমাকে সর্ব্বশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত শুনাইয়া দিলাম। প্রযত্নের সহিত ইহা হৃদয়ে গোপনীয় ভাবে রক্ষা করিবে। তুমি ইহা-দ্বারায় সকল শ্রেয় প্রাপ্ত হইবে।

পুলস্ত সংহিতা—

কৃষ্ণেতি বাসুদেবতি সন্তি নামান্যনেকশঃ।
তেভ্যো রামেতি যন্নামপ্রাহ বেদাঃ পরংমুনে ॥
সর্ব্ব বেদাশ্রয়ত্বাচ্চ সর্ব্বলোকস্য কারণাৎ।
ঈশ্বর প্রতিপাদ্যত্বাৎ অখণ্ড ব্রহ্ম বাচকঃ ।।

পুলস্ত সংহিতায় ঃ—পুলস্ত মুণীর বচন ঃ—কৃষ্ণ, বিষ্ণু বাসুদেবাদি সকলই পরমেশ্বরের প্রকাশক। শ্রীরাম নাম তাহাদের ও পরম প্রকাশক ইহাই সমস্ত বেদের নিরূপিত সিদ্ধান্ত। সর্ব্ব বেদ শ্রীরাম নাম আশ্রিত বলিয়া এবং সকল লোকের পরম কারণ বলিয়া শ্রীরাম নাম অখণ্ড পরম ব্রহ্ম বাচক ও ঈশ্বরত্বের প্রতিপাদক।

শুক সংহিতা—

আকৃষ্টং কৃতচেতসাং সুমহতাং উচ্চাটনং চাংহসা।
আচাণ্ডালমমুকস্লোক সুলভো বশ্যং চ মুক্তিশ্রিয়ঃ।
নো দীক্ষাং নচ দক্ষিণাং নচ পুরশ্চর্য্যাং অনাগীক্ষতে।
মন্ত্রোয়ং রসনাস্পৃগেব ফলতি শ্রীরাম নামাত্মকঃ॥
নাপনাপয়দৃতেক্ষরাষ্টকং, পঞ্চকং চ নাড়বায়দ্বিনা।
মুক্তিদং ভবতিদ্বয়োবিশাত্তদ্বয়ং বয়মুপাস্মহোকিল॥
রামস্যাতিপ্রিয়ং নাম রামেত্যেব সনাতনং।
দিবা রাত্রৌ গৃহ্ণন্নেষো ভাতি বৃন্দাবনেস্থিতঃ॥
যেষাং রামঃ প্রিয়োনৈব রামেন্ন্যন্যত্বদর্শিনাম্।
দ্রষ্টব্যং ন মুখং তেষাং সঙ্গতিস্তু কুতস্তরাং॥
যন্নাম বৈভবং শ্রুত্বাশঙ্করাৎ শুকজন্মনা।
সাক্ষাৎ ঈশ্বরতাং প্রাপ্য পূজিতোহম্ মুণীশ্বরৈঃ॥
নাতঃ পরতরং বস্তু শ্রুতি সিদ্ধান্ত গোচরং।
দৃষ্টং শ্রুতং ময়াক্কাপি সত্যং সত্যং বচোমম॥

শ্রীশুকদেবের বচন ঃ—শ্রীরাম নাম জপের দ্বারা সমস্ত তন্ত্রের প্রয়োগ সিদ্ধি হয়। কৃতার্থ মহাত্মাদের চিত্ত আকর্ষণ শ্রীরাম নাম প্রতাপ হইতে হয়। সমস্ত পাপের উচ্চাটন হয়, এবং মুক্তি রূপা স্ত্রী বশীভূতা হয়। শ্রীরাম নাম আচণ্ডাল সকলের পক্ষে পরম সুলভ, ইহার কোন দীক্ষা, দক্ষিণা, নিয়ম পুরশ্চরনাদির প্রয়োজন নাই। এই রাম নাম মহামন্ত্র রসনা স্পর্শ করিবা মাত্রই ফল প্রসব করিতে থাকে। নারায়ণ মন্ত্র "ওঁ নম নারায়ণায়" অষ্টাক্ষর পরিমাণ যেমন সংখ্যা সম্বন্ধ বিনা

ফলবান হয় না এবং মকার সম্বন্ধ বিনা শ্রীশঙ্করের পঞ্চাক্ষর "নমঃ শিবায়" মন্ত্র সিদ্ধিপ্রদ হয় না, রাম নাম সম্বন্ধে এরূপ কোন নিয়ম নাই। শ্রীরাম নাম দুই বর্ণ সম্বন্ধেই অষ্টাক্ষর নারায়ণ এবং পঞ্চাক্ষর শঙ্কর উভয় মন্ত্রই সিদ্ধিলাভ করে এই কারণে আমি রাম নামের উপাসনা করি। শ্রীরামচন্দ্রের (ভগবানের) নাম "রাম" এবং এই নামই দিবারাত্র সদা স্নেহ সহিত জপ করি। যাঁহার শ্রীরাম নাম প্রিয় হয় না অথবা যে শ্রীরাম নামের ন্যূনত্ব দর্শন করে সে মহামূঢ় তাহার মুখ দেখা উচিত নয়, সঙ্গ সম্ভাষণ ত দূরের কথা। শুক জন্মে আমি শিবের নিকট হইতে এই নামের বৈভব শ্রবণ করিয়া এবং ইহার প্রতাপে ঈশ্বরত্ব লাভ করিয়া মুণীশ্বরগণের পূজিত হইয়াছি। শ্রীরাম নামের পর অন্য পদার্থ শ্রুতি সিদ্ধান্তে পাই নাই, শুনিও নাই এবং নিজে অনুভব ও কখনও করি নাই, ইহা আমার সত্য সত্য বচন।

পদ্ম সংহিতা :—

পঠিতং সকলং শাস্ত্রং বেদপারং গতোবা
যম নিয়ম রতো বা বেদ শাস্ত্রার্থ কৃত্বা।
অপিচ সকল তীর্থ ব্রাজকো বাহিতাগ্নিঃ
নহি হৃদি যদি রাম সর্ব্বমেতদ্‌বৃথাস্যাৎ ॥
রূপস্যানুভবং দিব্যং পরানন্দস্যসাগরম্।
রাম নাম রসং দিব্যং পিবন্নিত্যং সদাব্যয়ম ॥
রাম নাম রসানন্ত সাধকং সুরসালয়ম।
স্মরণাৎ রামভদ্রস্য সংকাশঃ তস্য সংস্ফুটম্ ॥

রকারজ্জায়তে ব্রহ্মা রকারাজ্জায়তে হরিঃ।
রকারাজ্জায়তে শম্ভুঃ রকারাৎসর্ব্বশক্তয়ঃ ॥
আদাবন্তে তথামধ্যে রকারেস্থ ব্যবস্থিতম।
বিশ্বং চরাচরং সর্ব্বং অবকাশেন নিত্যশঃ ॥

পদ্ম সংহিতায় ঃ—সকল বেদ পুরাণাদি পারাগামী সমস্ত যম. নিয়ম সাধন, তপ তীর্থ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মকারী সমস্ত বেদ বিধি রক্ষাকারী যদ্যপি রাম নাম বর্জ্জিত হয় তাহা হইলে তাহার সমস্ত কার্য্য বৃথা শ্রম মাত্র। শ্রীরাম নামের প্রভাবে রূপের অনুভব, পরানন্দ সাগরের আস্বাদ এবং দিব্য রস পান সদা অক্ষয় ভাবে লাভ হয়। অনন্ত রসদায়ক সর্ব্ব রস ধাম শ্রীরাম নাম স্মরণের দ্বারা অন্তরে ও বাহিরে শ্রীভগবানের দিব্য স্বরূপ প্রকাশিত হয়। "র" কার নির্ব্বিকার নিরঞ্জন পরমাত্ম স্বরূপ; ইহা হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব তথা অনন্ত শক্তি ও অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড উৎপত্তি হইয়া থাকে। চরাচর বিশ্বও আদি অন্ত ও মধ্যে 'র' কারে নিত্য অবস্থিত।

অনন্ত সংহিতা—

বনে চরামোবস্থু চাহরামো নদীস্তরামোনভয়ং স্মরামঃ।
ইত্থং বদন্তশ্চ বনে কিরাতামুক্তিং গতা রাম পদানুষঙ্গাৎ ॥
সর্ব্বৈশ্বর্য্যপ্রদং সর্ব্বং সিদ্ধিদং সর্ব্ব ধর্ম্মদম্।
সর্ব্ব মোক্ষকরং শুদ্ধং পরমানন্দস্যকারণম্ ॥
একৈকং রাম নাম্নস্তু সর্ব্বতাপ প্রণাশনম্।
সহস্রনাম কোটীনাং ফলদং বেদ বিশ্রুতম্ ॥
ইমং মন্ত্রং সদা স্নেহাৎ যে জপন্তি ইহসাদরম্।

তে কৃতার্থাঃ কলৌ দেবি অন্যে মায়া বিমোহিতাঃ ॥
ইমং মন্ত্রং মহেশানি জপন্নিত্যং অহর্নিশং ।
মুচ্যতে সর্ব্ব পাপেভ্যঃ রাম সায়ুজ্য মাপ্নুয়াৎ ॥
সর্ব্বেষাম্ সিদ্ধিদং রাম নাম সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ।
যস্য সংস্মরণাৎ শীঘ্রং ফলমায়তি দূরগম্ ॥
রাম নাম্নঃ প্রভাবেন শয়ম্ভুঃ সৃজতে জগৎ ।
তথৈব সর্ব্ব দেবাশ্চ সর্ব্বৈশ্বর্য্য সমন্বিতাঃ ॥

অনন্ত সংহিতায়—৪ জন মহাপাতকী ব্যাধ নদীপার হইবার সময় পরস্পরে পরামর্শ করিতে করিতে বলিয়াছিল। ১ম ব্যাধ বলিয়াছিল বনমধ্যে বিচরণ করা হউক (চ "রাম") ২য়টী বলিয়াছিল ধন হরণ করা যাউক (হ "রাম") ৩য়টী বলিয়াছিল নদী উত্তীর্ণ হওয়া যাউক ত"রাম" ৪র্থ টী বলিয়াছিল আমি ভয়ের কথা স্মরণ করিব না (স্ম"রাম") এই বলিতে বলিতে ৪ জন দেহান্ত হয়। অনুসঙ্গক্রমে মৃত্যুর পূর্ব্বে রাম নাম উচ্চারণ হওযায় ৪ জনেই পরমধাম (মুক্তি) প্রাপ্ত হয়। সমস্ত সুখ, সিদ্ধি, ধর্ম্ম, ঐশ্বর্য্য, মোক্ষ, শুদ্ধ পরানন্দদায়ক পরম কারণ শ্রীরাম নাম। এক এক রাম নাম সর্ব্ব পাপ তাপ প্রণাশক এবং কোটী সহস্র অন্য নামের সমান অনন্তফল দায়ক, ইহা বেদ বিশ্রুত ! শ্রীরাম নাম মহামন্ত্র সাদরে যিনি জপ করেন তিনি কলি যুগে কৃতার্থ অন্যে মায়া মোহিত। শ্রীরাম নাম রূপ মন্ত্ররাজ দিবারাত্রি জপ করিলে জীবের সব পাপ ছুটিয়া যায় এবং জীব রাম সায়ুজ্য প্রাপ্ত হয়। সব জীব মাত্রেরই সদা সর্ব্ব সিদ্ধি দায়ক নাম। রাম নাম স্মরণের দ্বারা সমস্ত ও

ফল শীঘ্রই লাভ করা যায়। শ্রীরাম নামের প্রভাবে ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন আর সমস্ত দেবতা সর্ব্বৈশ্বর্য্য সমন্বিত হয়েন ॥

মার্কণ্ডেয় সংহিতা—

অন্তঃকরণ সংশুদ্ধির্নান্য সাধনতো ভবেৎ।
কলৌ শ্রীরাম নামৈব সর্ব্বেষাম্ সম্মতং পরম্ ॥
আর্ত্তানাং জীবনং নিত্যং দৃপ্তানাংবৈ মনোদদম্।
ভক্তানাং ত্রাণ কর্ত্তারং রাম নাম সমাশ্রয়ে ॥
কৃপাদি গুণ সম্পন্নং সর্ব্বদা শোকহারকম্।
তারকং সংস্মৃতের্ণিত্যং রাম নাম ভজাম্যহম্ ॥
চিত্তস্য বাসনা সূক্ষ্মা সর্ব্বানন্দ বিনাশিণী।
সাপি শ্রীরাম সংলাপাৎ অনায়াসেন নশ্যতি ॥
রসনা সর্পিণীপ্রোক্তা সংস্থিতা বিলবন্মুখে।
যানবক্তি সুধাসারং রাম নাম পরাৎপরং ॥
বিবেকাদীন্ শুভাচারান্ রক্ষণায় সদোদ্যতম্।
শ্রীরামেতি সন্নাম পরমানন্দ বিগ্রহম্ ॥

মার্কণ্ডেয় মুণি বলিতেছেন ঃ—কলিতে রাম নাম ছাড়া চিত্ত শুদ্ধির অন্য সাধন নাই। ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত। ভক্ত দ্বিপ্রকার। ১ম আর্ত্ত ২য় দৃপ্ত। পরমেশ্বরের অপ্রাপ্তি হেতু যাহার অন্তরে কষ্ট বোধ হয় তিনি আর্ত্ত। আর পরমেশ্বরের ইচ্ছানুকুল হইয়া যিনি নাম সাধন করেন তিনি দৃপ্ত। রাম নাম আর্ত্তের জীবন এবং দৃপ্তের অভিষ্টদ এবং সমস্ত ভক্তের ত্রাণ কর্ত্তা, রাম নাম আশ্রয় কর। এই রাম নাম অহেতুক কৃপাদি গুণ সম্পন্ন এবং সর্ব্বদা শোকহারী। ইহা তারক মন্ত্র

জন্ম, মৃত্যু, জরা ও সংসার ভয় হইতে ত্রাণ কর্ত্তা, আমি নিত্য সেই রাম নাম ভজন করি। চিত্ত মধ্যে অনাদি কালের যে সকল দুর্বাসনা সূক্ষ্ম ভাবে নিহিত আছে এবং যাহা থাকার দরুণ জীব আনন্দের লেশ ও অনুভব করে না সেই দুর্বাসনা শ্রীরাম নাম সম্যক আলাপের দ্বারায় দূরীভূত হয়। সে রসনা সর্পিণী, মুখ রূপ বিবরে অবস্থিত, যে এই সুধাকর পরাৎপর রাম নাম উচ্চারণ করে না। ইনি সমস্ত বিবেকাদি শুভাচারকে রক্ষণ করিতে সদা প্রস্তুত এবং সৎনাম স্বয়ং পরানন্দ বিগ্রহ।

অত্রি সংহিতা

শ্রীশঙ্কর বাক্যং পার্ব্বতীং প্রতি ঃ—

যেন কেন প্রকারেন সংস্মরেৎ রামনামকং।
অবশ্যং লভতে সিদ্ধিং প্রাপ্তি রূপাং মনোরমাম্ ॥
শ্রীরামং রামেতি নাম্নস্তু নিয়মং ধারণং সদা।
কর্ত্তব্যং সাবধানেন ত্যক্তা প্রামাদিকং শিবে ॥
তাবদ্বৈ নিয়মং কার্য্যং যাবৎ চিত্তং ন সংস্মরেৎ।
অনিয়মং কৃতং জাপ্যং নিষ্ফলং প্রথমং প্রিয়ে ॥
নিয়মেনৈব শ্রীরাম নাম্নি প্রীতির্ধ্রুবাভবেৎ।
তস্মাৎ বিপর্য্যয়ং ত্যক্ত্বানিয়মং সঞ্চরেৎবুধঃ ॥
অহো ভাগ্যং অহো ভাগ্যং কলৌ তেষাম্ সদা শিবে।
যেষাম্ শ্রীরাম নাম্নস্তু নিয়মং সমখণ্ডিতম্ ॥

অত্রি সংহিতায় পার্ব্বতীকে শ্রীশঙ্কর বলিতেছেন ঃ—

হে, দেবী যে কোন প্রকারে হউক রাম নাম স্মরণ কর। ইচ্ছামত মনোরথ সিদ্ধি লাভ করিবে। তবে নিয়ম পূর্ব্বক

ধারণ করা ও প্রমাদাদি ত্যাগ কর্ত্তব্য। যতদিন না চিত্ত সম্পূর্ণ সিদ্ধ হয় ততদিন স্মরণ সম্বন্ধে নিয়ম রক্ষা বিশেষ কর্ত্তব্য। অনিয়ম করিয়া জপ করিলে প্রায়ই নিষ্ফল হয়। আর নিয়মের গুণ এই, যে নামে প্রীতি নিশ্চয় আনাইয়া দেয়। অতীত বিশৃঙ্খলতা ত্যাগ করিয়া বুধগণ নিয়ম আচরণ করুন ইহাই আমার আদেশ। কলিতে তাহারাই প্রকৃত ভাগ্যবান যাঁহারা নিয়মকে অখণ্ডিত রাখিয়া শ্রীরাম নাম সেবা করেন।

সনক সনাতন সংহিতা —

হে জিহ্বে মধুর প্রিয়ে সুমধুরং শ্রীরাম নামাত্মকং
পীযুষং পিব প্রেম ভক্তি মনসাহিত্বা বিবাদানলম্।
জন্মব্যাধিকষায় কামশমনং রম্যাতি রম্যং পরং॥
শ্রীগৌরীশ প্রিয়ং সদৈব সুভগং সর্ব্বেশ্বরং সৌখ্যদম্॥
নানা তর্ক বিতর্ক মোহগহনে ক্লিশ্যন্তি যে মানবাঃ।
তেষাং শ্রীরঘুবীর নাম বিমলং সর্ব্বাত্মনা সৌখ্যদম্॥
প্রেমানন্দ পবিত্র রঙ্গ রমণং সর্ব্বাধিপং সুন্দরং।
দৃষ্টং বোধময়ং বিচিত্র রচনং সর্ব্বোত্তমং শাশ্বতং॥
শ্রমং মৃষৈবকুর্ব্বন্তি জ্ঞানযোগাদি সাধনে।
কথং ন ভজতে রাম নাম সর্ব্বেশ পূজিতম॥
সর্ব্বেষাম্ সাধনানাং বৈ পরিপাকং ইদং মুনে।
যজ্জিহ্বাগ্রে পরং নাম জপেন্নিত্যং অতন্দ্রিতম্॥

সনক সনাতন সংহিতায়ঃ—হে রসনে হে মধুর প্রিয়ে সুমধুর শ্রীরামাত্মক পীযুষ প্রেম ভক্তি সহিত পান কর। বিবাদ ত্যাগ কর, এই রাম নাম জপে ব্যাধি কষায়াদি উপশম

করে এবং রম্য হইতে রম্যতম। শ্রীগৌরীনাথ শিবের পরম প্রিয় সদা সুখদ সর্ব্বেশ্বর এবং সৌখ্যদ। নানাবিধ তর্ক বিচারাদিতে যাহারা মগ্ন হইয়া কষ্ট পান তাঁহাদের সর্ব্বপ্রকারে সুখদাতা এই পবিত্র নাম। ইনি প্রেমানন্দপূর্ণ আত্মার রমণকারী সুন্দর, সর্ব্বেশ্বর। বোধময় বিচিত্র সর্ব্বোত্তম শাশ্বত রচনা। জ্ঞান যোগাদি সাধনে জীব মিথ্যা অনেক পরিশ্রম করে। সর্ব্বেশ্বর পূজিত রাম নাম কেন ভজন করে না. সব সাধনের ইহাই পরিপাক স্বরূপ, অতন্দ্রিত ভাবে যাহাতে জিহ্বাগ্রে রাম নাম উচ্চারিত হয় তাহাই কর্ত্তব্য।

শ্রীহনুমত্ সংহিতা—

রামতত্ত্বোধিকং নাম ইতি মে নিশ্চলা মতি
ত্বয়াতু তারিতাযোধ্যা তন্নাম ভুবন ত্রয়ম্ ॥
হে জিহ্বে জানকী জানের্নাম মাধুর্য্য মণ্ডিতং।
ভজস্ব সততং প্রেম্না চেৎ বাঞ্ছসি হিতং স্বকং ॥
জিহ্বে শ্রীরাম সংলাপ বিলম্বং কুরুষে কথম্।
বৃড়ানাপাতিতে কিঞ্চিৎ বিনা শ্রীনাম সুন্দরম্ ॥
রামানামাত্মকং মন্ত্রং যন্ত্রিতং যেন ধারিতম্।
তস্যক্কাপি ভয়ং নাস্তি সত্যং সত্যং বদাম্যহম্ ॥
স্মরতোঽভিষ্টং আপ্নোতি রামনামানুরাগিনাং।
ন জানে দর্শন স্পর্শং পাদোদক ফলং যথা ॥
শ্রীরাম নাম স্মরনাৎ সীতারাম মমোপরি।
কৃপাং অহৈতুকীং নিত্যং কৃত্বা সর্ব্বোত্তমা মুনে ॥

শ্রীহনুমৎ সংহিতায় মহাবীরজীকী বচন (রাজাদির সময়) হে রাম আপনার অপেক্ষা আপনার নাম অধিকতর শ্রেষ্ঠ ইহা আমার নিশ্চিত মতি। আপনি কেবল অযোধ্যাবাসীদের ত্রাণ করিয়াছেন কিন্তু আপনার মহাকৃপাসিন্ধু রামনাম ত্রিভুবনকে নিরন্তর ত্রাণ করিতেছে। হে রসনে শ্রীজানকীবল্লভজীর মহা মধুর রামনাম সদা উচ্চারণ কর। সর্ব্বাভিষ্ট পূর্ণ হইবে, হে রসনে শ্রীরাম নাম উচ্চারণে কেন বিলম্ব করিতেছ। তোমার কি লজ্জা বোধ হয় না অন্য কথা কহিতে। শ্রীরাম নাম মহা মন্ত্রকে যন্ত্র রূপে রচনা করিয়া যিনি কণ্ঠাধিস্থানে ধারণ করেন ইহলোকে পরলোকে তাহার কোন ভয় সম্বন্ধ থাকে না। শ্রীরামানুরাগীর কোন বস্তু অলভ্য থাকে না। তাঁহাকে স্মরণ দর্শন স্পর্শ ও তাঁহার চরনামৃতের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা যায় না। আমি শ্রীরাম নাম স্মরণ করি বলিয়া পরাৎপর প্রভু সীতানাথ আমার উপরে প্রসন্ন হইয়া অহৈতুকী কৃপা নিত্যদান করেন এবং সর্ব্বোত্তমা সিদ্ধি দান করিয়া থাকেন।

সদাশিব সংহিতা

শ্রীহনুমৎ বাক্যং অগস্ত্যং প্রতি ঃ--

যস্তু স্বপ্নে বদেৎ রামং সম্ভ্রমস্খলনাদিভিঃ।
তস্য পাদোরজো মেতু মূর্দ্ধানম্ অধিরোহতু ॥
রামনামাত্মকং শব্দং শ্রবনাৎ মুনিশিরোমনে।
রামনাম সমং পুণ্যং ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥
রাম নাম গুণালাপী সজ্জনো রাম বল্লভঃ।
সত্যং বচ্মি মহাভাগো রাম নাম পরাৎপরম্ ॥

হনুমানজী অগস্ত্যকে বলিতেছেন :—যিনি স্বপ্নে ভ্রমবশে পতনকালে পরবশ অবস্থায় রাম নাম উচ্চারণ করেন সেই ভাগ্যবান জীবের চরণরেণু আমার স্বীয় মস্তকের উপরে ধৃত হউক ; রামানামাত্মক শব্দ শ্রবণ মাত্রে রাম নাম জপের সমান ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। রাম নাম মাহাত্ম্য আলাপকারী সজ্জন মাত্রেই শ্রীরামের কৃপা পাত্র। হে মহাভাগ সত্য বলিতেছি শ্রীরাম নাম পরাৎপর বস্তু।

অথ নাটকোক্ত বচনানি।

শ্রীহনুমান নাটক।

শ্রীহনুমান্বাক্যং অগস্ত্যং প্রতি :—

ইদং শরীরং শতসন্ধি জর্জরং পতত্যবশ্যং পরিণাম দুর্ব্বহম্।
কিমৌষধং পৃচ্ছতি মূঢ়দুর্ম্মতে. নিরাময়ং রামরসায়নং পিব ॥
আসীনো বাশয়ানোবাতিষ্ঠতো যত্রকুত্রবা।
শ্রীরামনাম সংস্মৃত্য যাতি তৎপরং পদং ॥
যে জপন্তি সদা স্নেহান্নাম মাঙ্গল্যকারণম্।
শ্রীমতো রামচন্দ্রস্য কৃপালো মমস্বামিনঃ ॥
তেষাম্ অর্থে সদা বিপ্র প্রযাতোঽহং প্রযত্নতঃ।
দদামি বাঞ্ছিতং নিত্যং সর্ব্বদা সৌখ্যং উত্তমম্ ॥
রামনামৈব নামৈব সদামজ্জীবনং মুনে।
সত্যং বদামি সর্বস্বমিদমেকং সদা মম ॥

অগস্ত্য প্রতি হনুমান জীর বাক্য :—এই শরীর শত গ্রন্থিতে জর্জর অবশ্য পতিত হইবে এবং পরিণামে দুর্ব্বহ। জিজ্ঞাসা করিবার অবসর নাই, ভাল চাহ তাহা হইলে নিরাময় নাম রস পান কর। বসিতে, শুইতে, চলিতে যথা তথা অবস্থান কালে, রাম নাম স্মরণ করিয়া পরম পদ প্রাপ্তি হওয়া যায়। যিনি স্নেহ সহিত পরম মঙ্গলের কারণ আমার স্বামী শ্রীরামচন্দ্রের নাম গ্রহণ করে আমি সর্ব্বদা তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া পাহারা দিয়া থাকি যাহাতে জাপকের কোন বিঘ্ন উপস্থিত হইতে না পারে; এবং তাহার অভীষ্ট ও উত্তম সুখ

নিত্য দান করি। রাম নাম আমার জীবন ইহাই আমার সর্ব্বদা সর্ব্বস্ব ধন, সত্য বলিতেছি।

শ্রীজানকী প্রণয় নাট

মহামণীন্দ্রাদপি কাম্যতেহধিকং
সদৈব জিহ্বাগ্রপ্রদীপয়ত্যলম্।
আভ্যন্তরধ্বান্ত সবাহ্য মূষণম্
নিবারণে শক্তমহর্নিশং ভজে ॥

সীতা সমেতং রঘুবীর নাম, জপন্তি যে নিত্যং অঘৌঘ হারি।
তে পূণ্যবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ, পরং পদং যান্তি স্বর্গ যুক্তা ॥
রোমাঞ্চিতশরীরাশ্চ তক্ত্বাসর্ব্ব তুরাগ্রহাঃ।
রটন্তি রাম নামাখ্যাং মন্ত্রং তপোবনেশ্বরাঃ ॥
যেভিনন্দন্তি নামানি রামভদ্রস্য নিত্যশঃ।
মনসা বচসা নিত্যং তে বৈভাগবতোত্তমাঃ ॥
দৃঢাভ্যাসেন যে নিত্যং রাম নাম্নি রমন্তি চ।
তেষামভয়দাতা চ শ্রীরাম জানকী পতি ॥

শ্রীশিব বাক্য :- মহামণীন্দ্র অপেক্ষা সহস্রগুণ উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ মান রাম নাম জিহ্বাগ্র ভাগকে প্রদীপ্ত করে; তাহার ফলে আভ্যন্তরীণ অন্ধকার নষ্ট হয়। শ্রীসীতা সহিত মঙ্গল ধাম পাপ বিনাশক শ্রীরাম নাম যিনি জপ করেন তিনি প্রকৃত পূণ্যবান ও ভাগ্যবান এবং পরিবারবর্গ সমেত অন্তে পরমপদ প্রাপ্ত হন। যাঁহার শরীর রামনাম জপে রোমাঞ্চিত হয় এবং যিনি সকল তুরাগ্রহ ত্যাগ করিয়া অখণ্ডভাবে শ্রীরাম নাম জপ করেন তিনি পবিত্র সাধুদের শিরোমণি আর যিনি

প্রভাবতো যস্য হি কুম্ভ জন্মা প্রশোষিতঃ সিন্ধুং অপার পারণম্।
তথৈব বিন্ধ্যাচল রোধিতোদ্ভুতং মুণীন্দ্ররাজেন প্রভাকরেণ ॥
ন নামতঃ সাধনমন্যদস্তি বৈ নসাধ্য সৌভাগ্যমতঃ পরং ক্বচিৎ।
পরাৎপরং প্রেম প্রকাশকংবরং, সুধা সরং সারমনন্ত বৈভবম্ ॥
যদীক্ষণাচ্ছংভুসুতো-গণাধিপঃ, সুরাসুরৈঃ প্রাথমিকঃ প্রপূজ্যঃ।
প্রদক্ষিণামস্য কৃতে সমস্তাক্ষমাবতীস্যাৎ পরিত প্রদক্ষিণা ॥
সারাণাংসারমিত্যাহু মুনয়ঃ সত্যবাদিনঃ।
শ্রীরাম নাম সর্বেশং নিত্যানাং নিত্যমব্যয়ম্ ॥
সর্বেষাং সুলভং নাম সদা সর্ব্বত্র সৌখ্যদম্।
যে জপন্তি সদা ভক্ত্যা তেভ্যো নিত্যং নমোনমঃ ॥

বিচিত্র নাটকে :—শ্রীরাম নামের প্রভাবে অগস্ত্য অপার সাগর পান করিয়াছিলেন আর বিন্ধ্যাচল সূর্য্যদেবকে আচ্ছাদন করিতেছিলেন বলিয়া তাহার গতিরোধ করেন। নাম ভিন্ন অন্য সাধন নাই সাধ্যও নাই, সৌভাগ্যও নাই। পরম প্রেম প্রকাশক সুধাসার অনন্ত বিভূতিশালী শ্রীরাম নাম পরাৎপর বস্তু। রামনামের কিঞ্চিত কৃপা লাভ করিয়া গণেশজী সমস্ত দেবতার প্রথম পূজ্য হন। মৃত্তিকার উপর রাম নাম লিখিয়া প্রদক্ষিণ করায় সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রদক্ষিণ করা হইয়াছিল। সত্যবাদী মুণীশ্বরগণ শ্রীরাম নামকে সকল সারেব সার সকল নিত্যের নিত্য, শুদ্ধ অবিনাশী পরমেশ্বর বলিয়া গিয়াছেন। সেই সকলের সুখদায়ক পরম আনন্দধাম ভক্তিপূর্ব্বক যাহারা সদা জপ করেন তাহাদের নিত্য নমস্কার নমস্কার।

প্রমোদ নাটক

বন্দে শ্রীরামচন্দ্রস্য নাম মুক্তিপ্রদং পরং।
তৎ কৃপালেশতোঽস্মাকং সুলভং সর্ব্বতঃসুখম্॥
অনাময়ং রূপ যুগ প্রকাশকং, সদৈবভক্ত্যার্ত্তিহরং কৃপানিধিং।
স্মরামি শ্রীরাঘব নাম নির্ম্মলং প্রপূজিতং দেবমুনীশ্বরেশ্বরৈঃ॥
নাম্নঃ পরাশক্তি পতেঃ প্রভাবং প্রজানতি মর্কটরাজরাজঃ।
যদ্রূপরাগীশ্বর বায়ুসূনু, স্তদ্রোম কূপেধ্বনিমুল্লসন্তং॥
কষায়বিক্ষেপলয়াদি হারকং, সুতারকং সংসৃতি সাগরস্য।
সদৈব দীনার্ত্তিহরং দয়ানিধিং স্মরামিভক্ত্যা পরমেশ্বর প্রিয়ং॥
গুণানাং কারণং নাম তথৈশ্বর্য্য মতাং সদা।
সংকীর্ত্তনাৎলভেন্মর্ত্ত্যঃ পদমব্যয়মুজ্জ্বলম্॥

প্রমোদ নাটকে ঃ—আমি শ্রীপরাৎপর রামচন্দ্রের মুক্তি-দায়ক, সমস্ত পরম দুর্লভ সুখদায়ক, কৃপাময় রাম নাম বন্দনা করি। অনাময় যুগলরূপ প্রকাশক কৃপাসাগর, সদা ভক্তার্ত্তীহর, দেব মুণীশ্বরগণের দ্বারা প্রপুজিত নির্ম্মল শ্রীরাঘবের নাম স্মরণ করি। এই পরাশক্তির স্বামী শ্রীরাম নামের প্রভাব শ্রীহনুমানজী জানেন, যাঁহার প্রতি রোমে রাম ধ্বনি উল্লাসিত হইয়াছিল। তিনি অনুরাগীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বাসনাদি কষায়, চিত্ত বিক্ষেপও তন্দ্রাদিহারক, সংসৃতি সাগরের সুতারক দীনার্ত্তীহর, দয়ানিধি, পরমেশ্বর শিবের প্রাণপ্রিয় শ্রীরামনাম সর্ব্বদা ভক্তিপূর্ব্বক স্মরণ করি। দিব্য গুণাদি তথা ঐশ্বর্য্যাদিকরণ শ্রীরাম নাম সংকীর্ত্তনের দ্বারা মর্ত্ত্য জীব উজ্জ্বল অব্যয় পদ লাভ করে।

রহস্য নাটক

মধুরমধুরমেতৎ মঙ্গলং মঙ্গলানাং, সকলনিগমবল্লীযৎ ফলংচিৎ
স্বরূপং,
সকৃদপিপরিগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বাসভবতি ভব পারং
রামনামানুভাবাৎ ॥

চেতো হ'লে কমল দ্বয়ং শ্রুতিপুটো পীযুষ পুরদ্বয়ম ।
বাগীশা নয়ন দ্বয়ং ঘন তমশ্চাণ্ডংশুচন্দ্রদ্বয়ং ॥
ছান্দং সিন্ধুমণিদ্বয়ং মুনিমনঃ কাসার হংস দ্বয়ং ।
মোক্ষ শ্রীশ্রবনোৎপল দ্বয়ং ইদং রামেতি বর্ণদ্বয়ং ॥
রামনাম পরব্রহ্ম দুরারাধ্যং দুরাত্মনাং ।
সাধ্যং চ সুলভং নিত্যং প্রেম সম্পন্ন মানসে ॥
শ্রুতিস্মৃতি পুরানানি নাম নাম্নীচ সংস্থিতম্ ।
যথৈব লোকেস্তু স্পষ্টং সুত্রে মণিগণাইব ॥
স্মরনাৎ রাম নাম্নস্তু যৎ সুখং নলভেন্নর ।
তৎ সুখং খেগতং পুণ্যং বন্ধ্যাপুত্রমিবাদ্ভুতম্ ॥

রহস্য নাটক ঃ—মধুর হইতে মধুর, মঙ্গলের মঙ্গল, সকল শ্রুতিরূপ চৈতন্য বৃক্ষের চিৎ স্বরূপ ফল, একবার মাত্র শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক উচ্চারণ শ্রীরাম নাম। শ্রদ্ধায় অথবা হেলায় যিনি উচ্চারণ করেন তিনি নাম প্রভাবে ভবসাগর পার হন। শ্রীরাম নাম দুই বর্ণ চিত্তরূপ ভ্রমরের কর্ণ, পূর্ণ দুটী পদ্ম ফুল শ্রবণরূপ পুটকের পীযুষ পূর্ণ অমৃতের ধারা, সরস্বতীর পরম প্রকাশময় দুই নয়ন, মহামোহ তমঃ নাশ করণের আশ্চর্য্য সূর্য্য চন্দ্র, বেদ সিন্ধুর দুই অনুপম মণিরত্ন এবং মুনিমনঃ

সরোবর নিবাসী তুটী হংস এবং মোক্ষরূপী লক্ষ্মীর তুইটী কর্ণোৎপল। তুরাত্মা কুতর্কবাদীদের পক্ষে রাম নাম তুরারাধ্য এবং প্রেম সম্পন্ন মানসের সুসাধ্য ও সুলভ। শ্রুতি স্মৃতি সকলেই রাম নামে সংস্থিত, সূত্রে মনিগণের ন্যায়। রাম নাম জাপক, রাম নাম উচ্চারণের দ্বারা যে সুখ প্রাপ্ত না হয় সে সুখ আকাশ কুসুম ও বন্ধ্যা পুত্রের মত অর্থাৎ তাহার অস্তিত্ব নাই।

প্রেমার্ণব নাটকে

চিত্রাচ্চিত্রতরং লোকে দৃষ্টং ন কথিতং ময়া।
সার্ব্বভৌমস্য রামস্য নাম নৈব জপত্যলম ॥
ক্ষণং বিহায় শ্রীরাম নাম যঃ পামরাধমঃ।
কুরুতে চান্য বস্তুনাং চিন্তিতং সতু গর্দ্দভঃ ॥
প্রেম বৈচিত্রতা প্রোক্তাতুর্লভা সাধনান্তরে।
তাং লভেৎ রাম নাম্নস্তু জপচ্ছিত্রং ন সংশয় ॥
সর্ব্বাশাংসংপরিত্যজ্য সস্মরেন্নাম মঙ্গলম্।
যদিচ্ছা বর্ত্ততে স্বচ্ছা প্রাপ্তিরূপা পরাৎপরা ॥

প্রেমার্ণব নাটকে :—ইহা অতি আশ্চর্য্যের ও অদ্ভূত ব্যাপার যে রাম নাম ইহ জগতে থাকা সত্ত্বেও মূঢ়গণ জপ করে না। যে ক্ষণমাত্র শ্রীরাম নাম ত্যাগ করিয়া অন্য পদার্থ চিন্তা করে সে মহাপামর গর্দ্দভ। প্রেমের বিচিত্র বিলাস অন্য সাধনের দ্বারা তুর্লভ, পরন্তু শ্রীরাম নাম জপের দ্বারা শীঘ্র প্রাপ্ত হওয়া

যায়। সকল আশা ত্যাগ করিয়া মঙ্গলময় শ্রীরামনাম স্মরণ কর, যদি শ্রীরাম ভগবানকে লাভ করিবার সত্য ইচ্ছা জাগিয়া থাকে।

অথ স্মৃত্যুক্ত বচনানি

মনু স্মৃতি—

সপ্তাকোটী মহা মন্ত্রাশ্চিত্ত বিভ্রম কারকাঃ।
এক এব পরোমন্ত্রঃ শ্রীরামেত্যক্ষর দ্বয়ম্॥
যেষাম্ নিত্যং রমেচ্চিত্তং রাম নাম্নি সদোজ্জলে।
তেষাম্ পূণ্যৌঘং উৎকৃষ্টং জায়তেহি প্রতিক্ষণং।

মনুস্মৃতি :—মহামন্ত্রের সংখ্যা সপ্তকোটী। কোন মন্ত্র কাহারও মিত্র কাহারও বা অরি, ইহা নির্ণয় করা সুকঠিন। অতএব মন্ত্রগণ চিত্তবিভ্রমকারক। সকল মন্ত্রের শিরোমনি একমাত্র দুই অক্ষর রাম নাম। যাহাদের চিত্ত নিত্য সদা সদা উজ্জ্বল রাম নামে রমণ করে তাহাদের পল্ পল্ পূণ্য সঞ্চয় হয়।

দক্ষ স্মৃতি

ধন্যা মাতা পিতা ধন্যো ধন্যাদ্বন্ত ভমংকুলম
যত্র শ্রীরাম নামস্ত জাপকো জায়তে শুচিঃ॥
বিষং তস্য সুধা প্রোক্তং শত্রুস্তস্য সুহৃদ্ভবেৎ।
সর্ব্বেষাম্ প্রেম পাত্রংসঃ যস্য নাম্নি সদারুচি॥

দক্ষস্মৃতি ঃ—সেই মাতা, পিতা, কুল, দেশ, সম্বন্ধ, শ্রেষ্ঠ ও ধন্য যথায় শ্রীরাম নাম জাপক জন্মায় ও নিবাস করে, বিষ অমৃত হয় মহা শত্রু পরম বন্ধু হয় এবং যাহার নামে সর্ব্বদা রুচি তিনি সকলের প্রেম পাত্র হন।

ধর্ম্মরাজ স্মৃতি

দৃষ্টা শ্রীরাম নাম্নস্তু জাপকং ধ্যানতৎপরং ॥
অভ্যুত্থানং সদা স্নেহাৎ করিষ্যেহং মহামুনে ॥
সর্ব্বৈ্যধন্য তরোদেশঃ সাক্ষাৎ শ্রীধাম সন্নিভঃ।
যত্র তিষ্ঠন্তি শ্রীরাম নাম সংলাপ নৈষ্ঠিকাঃ ॥

ধর্ম্মরাজ স্মৃতি ঃ—শ্রীরাম নাম জাপক ও ধ্যানতৎপর সাধুকে দেখিয়া আমি (যম) দণ্ডায়মান হই। যম নারদকে বলিয়াছিলেন যে দেশে মহাপাবন শ্রীরাম নাম স্নেহি নৈষ্টিক জাপক নিবাস করে সে দেশ ধন্য এবং তাহা সাক্ষাৎ পরমধাম সদৃশ।

কাত্যায়ন স্মৃতি

মিথ্যাবাদে দিবা স্বাপ্নে বহুশোম্বুনিষেবনে।
রাম নামাক্ষরং জপ্তা সদ্যপুতঃ প্রজায়তে ॥
কৃতৈশ্চ ক্রিয়মানৈশ্চ ভবিষ্যদ্ভিশ্চ পাতকৈঃ।
রামেতি দ্ব্যক্ষরং নাম সকৃজ্জপ্তা বিশুদ্ধতি ॥
আয়াসঃ স্মরণে কোস্য মোক্ষং যচ্ছতি শোভনং।
পাপ ক্ষয়শ্চ ভবতি স্মরতাং তৎ অহর্নিশং ॥
অভিমানং পরিত্যজ্য চেতসাশুদ্ধ গামিনাম্।
শৃম্বংস্তুরাম ভদ্রস্য নাম মাহাত্ম্যং উজ্জ্বলম্ ॥

কাত্যায়ণ স্মৃতি ঃ—মিথ্যা বলিলে, দিবা নিদ্রা যাইলে অধিক জল পান করিলে যে পাপ হয় শ্রীরাম নাম তাহা হইতে সন্থপূত করে। ভূত, (কৃত) ভবিষ্য ও বর্ত্তমান সমস্ত পাপ একবার রাম নাম উচ্চারণে নাশ হয়। শ্রীরাম নাম উচ্চারণে কোন আয়াস লাগে না এবং অল্পকাল স্মরণে দ্বারা মোক্ষ লাভ করা যায়। যিনি দিবারাত্র স্মরণ করেন তিনি নিষ্পাপ এবং পরমেশ্বর রূপ পবিত্র হন। অভিমান ত্যাগ করিয়া চিত্তকে শুদ্ধভাবে রাখিয়া পরম উজ্জ্বল রাম নাম মাহাত্ম্য শ্রবণ কর।

সাংখল্য স্মৃতি

শ্রবণাৎ কীর্ত্তনাৎ যস্য নরোযাতি নিরাপদং।
তৎ শ্রীমৎ রাম নামাখ্যাং মন্ত্রংবৈ সংশ্রয়াম্যহম্॥
পাপানাং শোধকং নিত্যং পরানন্দস্য বোধকম্।
রোধকং চিত্তবৃত্তিনাম্ ভজধ্বংনাম মঙ্গলং॥

সাংখল্য স্মৃতি ঃ—যে রামনাম স্মরণকীর্ত্তন করিলে জীব পরানন্দ পদ প্রাপ্ত হয় সেই রাম নামরূপ মন্ত্র আমি আশ্রয় করিয়াছি। সমস্ত পাপের শোধক পরানন্দের উদ্বোধক এবং চিত্তবৃত্তিগণের নিরোধক মঙ্গলময় রাম নাম ভজন কর।

হারীত স্মৃতি

ইমং মন্ত্রং অগস্ত্যস্তু জপ্তা রুদ্রত্বমাপ্তবান্।
ব্রহ্মত্বং কাশ্যপশ্চৈব কৌশিকোপ্যমরেশতাং॥

কার্ত্তিকেয়ো মনুশ্চৈব ইন্দ্রার্ক গিরিনারদাঃ।
বালখিল্যাদিমুনয়ো দেবতাত্বং প্রপেদিরে ॥
অদ্যাপি রুদ্রকাশ্যাং বৈ সর্বেশাংত্যক্ত জীবিনাম্।
দিশত্যেতন্মহামন্ত্রং তারকং ব্রহ্ম নামকম্ ॥
যস্য শ্রবণ মাত্রেণ সর্ব্বএব দিবংগতাঃ।
প্রজপ্তব্যং সদা প্রেম্নাতম্মন্ত্রং রামনামকং ॥
বিনৈব দীক্ষাং বিপ্রেন্দ্রপুরশ্চর্য্যং বিনৈবহি।
বিনৈবন্যাস বিধিনা জপ মাত্রেণ সিদ্ধিদঃ ॥
তস্মাৎ সর্বাত্মনা রাম নাম রূপংপরং প্রিয়ং।
মন্ত্রং জপেৎ সদা ধীমান সংবিহায়ান্যসাধনং ॥

হারীত স্মৃতি ঃ—শ্রীরামনাম মহামন্ত্র জপ করিয়া অগস্ত্য রুদ্রপদ পাইয়াছিলেন। কশ্যপ ব্রহ্মার পদ পাইয়াছিলেন এবং কৌশিক বিশ্বামিত্র দেবগণের স্বামিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। কার্ত্তিকেয় মনু, ইন্দ্র, সূর্য্য, পর্ব্বতমুণি নারদ কাশ্যপাদি মুনীগণ এই নামের প্রসাদে আপন আপন ইচ্ছানুময় দেবত্ব লাভ করিয়াছিলেন, অদ্যাপি মহাদেব কাশীতে নিবাস করিয়া সকল মুমূর্ষুর দক্ষিণ কর্ণে তারকব্রহ্ম এই মহামন্ত্র রাম নাম উপদেশ করিতেছেন এবং ইহা শ্রবণ মাত্রেই জীবগণ পরম ধর্ম্ম লাভ করিতেছে। অতএব এই পরাৎপর রামনাম স্নেহপূর্ব্বক সকলের জপ করা উচিত। দীক্ষা না লইয়া রাম নাম জপ করিলে কৃতার্থ হইতে পারে, পুরশ্চণের কোন অপেক্ষাও নাই। ন্যাসাদিক বিধি ক্রিয়ারও কোন আবশ্যক নাই। রামনাম

স্বয়ং সর্ব্বপ্রকারে সমর্থ এবং জপ মাত্রেই সিদ্ধিদাতা। অতএব পরমপ্রিয় রামনাম ধীমানদিগের সাধনাদি ত্যাগ করিয়া জপ করা উচিত।

বৈষ্ণব স্মৃতি

রাম নাম রতাযেচ রাম নাম পরায়ণাঃ।
বর্ণা বা বর্ণ-বাহ্যাবাতে কৃতার্থাঃ সদাভুবি॥
স্বপন্‌ভুজন্‌ব্রজংস্তিষ্ঠন্নুত্তিষ্ঠংশ্চ বদংস্তথা।
যোবক্তি রামনামাখ্যং মন্ত্রং তস্মৈ নমোনমঃ॥

বৈষ্ণব স্মৃতি :—যাঁহারা রাম নাম রত ও রামনামপরায়ণ তাঁহারা বর্ণজাত অথবা বর্ণ বহির্গত হইলেও নাম প্রসাদে কৃতার্থ হন। শয়ন, ভোজন, পান, উল্লাস, উপবেশন, কথন, যাপন, সর্ব্বসময় যিনি রাম নাম মহামন্ত্র জপ করেন তাঁহাকে বারম্বার নমস্কার।

অত্রি স্মৃতি

কবলে কবলে কুর্ব্বন রামনামানুকীর্ত্তনং।
যঃ কশ্চিৎ পুরুষোশ্নাতি সোল্যদোষৈর্ণলিপ্যতে॥
সিক্যেসিক্যে লভেৎ মর্ত্ত্যো মহাযজ্ঞাধিকং ফলং
যস্মরেৎ রামনামাক্ষ্যং মন্ত্ররাজমনুত্তমং॥

অত্রি স্মৃতি—প্রাণে প্রাণে যিনি রাম নাম উচ্চারণ করেন করেন তাহার অন্ন দোষ লাগে না, সে অন্ন যেরূপ মলিন হউক পরম পবিত্র হইয়া যায়। দান ও দানরূপ মহাযজ্ঞের বিশেষ ফল লাভ হয়, যিনি পরম পাবন রামনামাক্ষ্য মন্ত্র-বীজ স্মরণ করেন তিনি তাহার অধিক ফল লাভ করেন।

সাম্বর্ত্তক স্মৃতি

অসংখ্য জন্ম সুকৃতৈর্যুক্তো যদি ভবেজ্জনঃ।
তদা শ্রীরাম সন্মন্ত্রেরতিঃ সঞ্জায়তে নৃনাং॥
তন্নাম স্মরতাং লোকে কর্ম্মলোপো ভবেৎ যদি।
তস্য তৎকর্ম্ম কুর্ব্বন্তি ত্রিংশৎ কোট্যো (মহর্ষয়ঃ)॥

সাম্বর্ত্তক স্মৃতি ঃ—অসংখ্য জন্মের ফলে নরগণের শ্রীরাম নামসহ মন্ত্রের রতি সঞ্জাত হয়। শ্রীরাম নাম স্মরণ করিতে করিতে যদি সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্ম্ম লোপ হয় তাহা হইলে তাঁহার নিমিত্ত ত্রিশ কোটী মহর্ষি সেই কর্ম্ম করিয়া থাকেন।

আঙ্গীরস স্মৃতি

কান্তার বনদুর্গেষু সর্বাপৎসুচ সম্ভ্রমে।
দস্যুভিঃ সংনিরুদ্ধে চ যস্তু শ্রীনাম কীর্ত্তয়েৎ॥
ততঃ সদ্যঃবিমুচ্যেহ বৈ রামনাম প্রভাবতঃ।
এতাদৃশং সদাস্বচ্ছং স্বতন্ত্রং রামনাম চ॥

আঙ্গীরস স্মৃতি ঃ—দুর্গম কান্তারে সকল বিপদ সঙ্কুল অবস্থা দস্যুগণের দ্বারায় আক্রান্ত মহা ক্ষীন্ন জীব রাম নাম উচ্চারণ করিলে সদ্য বিমুক্ত হয়। রামনাম এইরূপ সদাস্বচ্ছ ও স্বতন্ত্র সমর্থ।

শনৈশ্চর স্মৃতি

মৎ কৃতায়াং ভবেদ্ বাধা মহাদুঃখৌঘদায়িণী।
রামনাম্নো জপোৎসাহী মুচ্যতে স্বল্পকালতঃ॥
সর্ব্বোপদ্রব নাশার্থং রাম নাম জপেৎ বুধঃ।
সত্যং সত্যং ন সন্দেহঃ মন্তব্যং মহতং জনৈঃ॥

শনৈশ্চর স্মৃতি :—সাড়ে সাত বর্ষ ধরিয়া আমার (শনির) মহা দুঃখদায়িণী দশায় জীব পতিত হয় সে যদি শ্রীরাম নাম স্মরণ করিতে থাকে তাহা হইলে অল্প কালেই সেই দশা বিনষ্ট হয়। পণ্ডিতগণের উচিত যে সর্ব্বপ্রকার উপদ্রবের নাশের জন্য রাম নাম জপ করা, ইহা অতি সত্য ইহাতে কেহ সন্দেহ না করে।

যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি

পরমাত্মানমব্যক্তং প্রধান পুরুষেশ্বরং।
অনায়াসেন প্রাপ্নোতি কৃতেতন্নাম কীর্ত্তনে॥
জ্ঞান বিজ্ঞান সম্পন্নং বৈরাগ্যং বিষয়েষনু।
অমলাং প্রীতিমুম্মিদ্রাং লভতে নাম কীর্ত্তনাৎ॥

যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি :—পরম আত্মা অব্যক্ত পদার্থ। এবং প্রকৃতি ও পুরুষের ঈশ্বর। শ্রীরাম নাম কীর্ত্তন করিলে অনায়াসে তিনি প্রকাশ হন। জ্ঞান, বিজ্ঞান, বৈরাগ্য প্রেম-সম্পন্ন অবস্থা শ্রীনাম কীর্ত্তনের দ্বারা লাভ হয়।

বশিষ্ঠ স্মৃতি

রাম নাম জপে নৈব তদর্চাচোত্তমা স্মৃতা।
অন্যেষাং লৌকিকীং পূজা প্রতিষ্ঠাবর্দ্ধনীভূবি॥
শ্রীরাম রাম রামেতি যে বদন্ত্যপি পাপীনঃ।
পাপ কোটী সহস্রেভ্যস্তেষামউদ্ধরণং ক্ষণাৎ॥

বশিষ্ঠ স্মৃতি :—রাম নাম জপই রামের উত্তম পূজা এবং

নাম বিহীন পূজা লোক প্রতিষ্ঠা মাত্র। পাপীগণও শ্রীরাম রাম ইতি উচ্চারণের দ্বারা ক্ষণমাত্রে সহস্রকোটী পাপ হইতে উদ্ধার হয়।

গৌতম স্মৃতি

তাবদ্বিজৃম্ভতে পাপং ব্রহ্মহত্যাপুরঃসরম্।
যাবৎ শ্রীরাম নামস্তু নাস্তি সম্ভাষণং নৃনাং॥
রাম নাম্নস্তু পরং তত্ত্বং সমংবাযস্ত্বধীবদেৎ।
সংসর্গং তস্য যঃ কুর্য্যাৎ রামদ্বেষী ভবেত্তু সঃ॥

গৌতম স্মৃতি ঃ—ব্রহ্মহত্যাদি পাপ ততক্ষণ শরীরে বাস করে যতক্ষণ না রাম নাম উচ্চারিত হয়। শ্রীরাম নামের সমান অথবা অধিক কোম তত্ত্ব নাই। যে মূঢ় অন্যরূপ সিদ্ধান্ত করে সে মহাপাপী ও সে রামদ্বেষী। তাহার সহিত সংসর্গ করা উচিত নহে।

মাণ্ডব্য স্মৃতি

সুরাপীব্রহ্মহাস্তেয়ী চৌরোভগ্নব্রতীশুচিঃ।
সাধ্যায়োপার্জ্জিত পাপী লুব্ধো নৈষ্কৃতিকঃশঠঃ॥
অব্রতীবৃষহলীভর্ত্তাকুনখী শোভবিক্রয়ী।
সোপি মুক্তিমবাপ্নোতি রামনামানু কীর্ত্তনাৎ॥

মাণ্ডব্য স্মৃতি ঃ—মদ্যপায়ী, ব্রহ্মঘাতী, তস্কর, ব্রতত্যাগী বেদাধ্যয়ণ করিয়া উদর পোষণকারী, লোভী, কৃতঘ্ন, অব্রতী,

আশ্রমত্যাগী শুদ্রানীতে আসক্ত, কুনখী, এবং সোম রস বিক্রয়ী ইত্যাদি মহাপাপীও শ্রীরাম নাম উচ্চারণ করিয়া মুক্তি পাইতে পারে।

বৃহস্পতি স্মৃতি

যাবৎ শ্রীরামনামস্ত স্মরণং নাস্তি ভো মুনে।
তাবদ্যমভটাঃ সর্বে বিচরন্তিহর্নির্ভয়াঃ ॥
রাম নাম পরং ব্রহ্ম সর্ব্বদেবৈঃ প্রপূজিতম।
সর্ব্বেষাম্ সম্মতং শুদ্ধং জীবনং মহতামপি ॥

বৃহস্পতি স্মৃতি :—হে মুণে যতক্ষণ না রাম নাম স্মরণ হয় ততক্ষণ যমদূত অবনীতলে বিচরণ করে। রাম নাম স্বয়ং পরব্রহ্ম সর্ব্বদেব গৃহীত, সকল শ্রুতি সন্ত সম্মত এবং মহাত্মাদিগের জীবন।

আতাতপ স্মৃতি

নিজং থিক্ ক্রিয়তে স্মাভিঃ তেষাম্ ভাগ্যেষু নিশ্চিতম্।
নোপীতং রামানামাখ্যং পীযুষং মানবা ক্বতৌ ॥
সূক্ষ্মমত্যন্তমাত্মানং প্রবদন্তি বিপশ্চিতঃ।
তস্যাপ্যনুভবঃ সাক্ষাৎ জায়তে নামকীর্ত্তনাৎ ॥
জ্ঞানানাং পরমং জ্ঞানং ধ্যানানাং পরমোলয়ঃ।
যোগানাং পরমো যোগঃ রামনামানুকীর্ত্তনম্ ॥
অয়মেব পরোলাভঃ সর্ব্বেষাম্ জগতীতলে।
নাম ব্যাহরণং নিত্যং শ্রীরামস্য সনাতনম্ ॥
পরং ব্রহ্মময়ং নাম বেদানাং গুহ্যমুত্তমম্।
যৎ প্রাসাদাৎ পরাং শান্তিং লভতে পাতকী নরঃ ॥

আতাতপ স্মৃতি—যে মনুষ্যতনু পাইয়া রামনাম পরমপীযুষের আস্বাদ গ্রহণ করে না, সেই হতভাগ্য জীবগণকে আমরা মুনীগণ নিয়ত ধিক্কার দিয়া থাকি। বিপশ্চিতগণ আত্মাকে অত্যন্ত সূক্ষ্ম পদার্থ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। শ্রীরাম নাম কীর্ত্তন দ্বারা সেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আত্মার যথার্থ অপরোক্ষানুভব হয়। স্থায়ী জ্ঞানের মুখ্য জ্ঞান, ধ্যানের মুখ্য লয়, যোগের পরম যোগ, শ্রীরাম নামানুকীর্ত্তন। ইহ জগতে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ লাভ নিত্য শ্রীরাম নাম ব্যাহরণ। শ্রীরাম নাম পরম ব্রহ্মময় এবং বেদ গণের শ্রেষ্ঠ গুহ্য সিদ্ধান্ত। অনন্ত পাপ গ্রস্ত নর ইহার প্রসাদে শান্তি প্রাপ্ত হন।

পরাশর স্মৃতি

ব্রাহ্মণোশ্বপচো ভুঞ্জন্ বিশেষেণ রজস্বলাম্।
যদন্নস্সুরয়াপক্কং মরণে নাম সংস্মরেৎ॥
সযাতি পরমং স্থানং সর্ব্বপাপ বিবর্জিতং।
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং রামনাম প্রভাবতঃ॥
তদ্দেহলক্ষণং বৃক্ষং পাপরূপাস্তু পক্ষিণঃ।
তত্বাচোড্ডীয় গচ্ছন্তী বিলম্বং সংবিহায়চ॥

পরাশর স্মৃতি :—যে ব্রাহ্মণ, চণ্ডালী, তথা রজস্বলা সঙ্গ-কারী এবং তাহার অন্ন ভোজন কারী, এবং সেই অন্ন উদ্ভূত মদীরা পায়ী পাপীও মৃত্যুকালে যদি শ্রীরাম নাম উচ্চারণ করে তাহা হইলে সে সকল পাপ রহিত হইয়া পরম ধামে গমন করে। রাম নামের এইরূপ প্রভাব অতি সত্য বলিয়া জানিবে।

জীবের দেহরূপ বৃক্ষে পাপরূপ পক্ষী বাস করে। শ্রীরাম নাম উচ্চারণ মাত্রে সে তাহা হইতে উড়িয়া পলাইয়া যায়।

ঋতু স্মৃতি

তন্নাস্তি কায়জংলোকে বাক্যজং মানসং তথা।
যত্তূন ক্ষীয়তে পাপং রাম নাম জপাৎ মুনে॥
ন তাবৎ পাপমস্তি'হ যাবন্নাম্নাহত স্মৃতং।
অনিরেক ময়াদাহুঃ প্রায়শ্চিত্তাংতরংবুধা॥

ঋতু স্মৃতি ঃ—এমন কোন শরীরজ মানসজ বচনজ পাপ নাই যাহা শ্রীরাম নাম জপে নষ্ট না হয়। নাম উচ্চারণের দ্বারায় যে পাপ নষ্ট হয় তত পাপ ইহলোকে থাকিতেই পারে না। মুনীগণ আধিক্যের ভয়ে স্মৃতি শাস্ত্রে নানা বিধ প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন বটে।

মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে ভগবদ্বাক্যং

ঋগ্বেদেথ যজুর্বেদে তথৈবাথর্ব সামষু।
পুরাণে সোপনিষদিতথৈব জ্যোতিষেঽর্জ্জুন॥
সাংখ্যেচ যোগ শাস্ত্রেচ আয়ুর্বেদে তথৈবচ।
বহুনি মম নামানি কীর্ত্তিতানি মহর্ষি ভিঃ॥
গৌণানি তত্র নামানি কর্ম্ম জানিচকানিচ।
সর্ব্বেষাম্‌মন্ত্র তত্ত্বেষু রাম নাম পরাৎপরং॥

শ্রীভগবানের বচন ঃ—হে অর্জ্জুন ঋগ্বেদ, সামবেদ যজুর্বেদ অথর্ববেদ পুরাণ উপনিষদ জ্যোতিষ সাখ্য যোগ আয়ুর্বেদ শাস্ত্র

তথা অন্যান্য গ্রন্থে মহর্ষিগণ শ্রীভগবানের অনেক নাম কীর্ত্তন করিয়াছেন। ইহারা সকলে গৌন ঐ সকল নামের মধ্যে কেহ কেহ আমার গুণ সম্বন্ধে কেহবা কর্ম্ম সম্বন্ধে উক্ত। পরন্তু আমার শ্রীরাম নাম সর্ব্বোপরি এবং সমস্ত মন্ত্র তন্ত্রের মধ্যে রাম নাম পরাৎপর বলিয়া জানিবে।

রহস্যোক্ত বচনানি

শিব রহস্য।

শোচন্তেতে তপোহীনাঃ স্বভাগ্যানি দিনে দিনে।
প্রমাদেনাপি যৈর্নোক্তং শ্রীরামেত্যক্ষর দ্বয়ম্ ॥
রাম রামা সুবিজ্ঞেয়াঃ যন্মাত্রা স্তত্ত্ববোধকাঃ।
জানন্তি তত্ত্বনিষ্ণাতা রাম নাম প্রসাদতঃ ॥
রাম নাম্নি স্থিতো রেফো জানকী তেন কথ্যতে।
রকারেণতুবিজ্ঞেয়ো শ্রীরাম পুরুষোত্তম ॥
অকারেণতু বিজ্ঞেয়ো ভরতো বিশ্বপালকঃ।
ব্যঞ্জনেন মকারেণ লক্ষণো ত্র নিগদ্যতে ॥
হ্রস্বাকারেণ নিগমৈঃ শত্রুঘ্ন সমুদাহৃতঃ।
মকারার্থোদ্বিধা জ্ঞেয়ঃ সানুনাসিক ভেদতঃ ॥
প্রোচ্যন্তেতেনহংসাবৈজীবাশ্চৈতন্য বিগ্রহাঃ।
সংসার সাগরোত্তীর্ণাঃ পুনরাবৃত্তি বর্জিতাঃ ॥
সেবাধিকারিণঃ সর্ব্বে শ্রীরামস্য পরাত্মনঃ।
এতৎতাৎপর্য্যমুখ্যার্থাদন্যার্থো যোনুভূয়তে ॥
সোনর্থ ইতিবিজ্ঞেয়ঃ সংসার প্রাপ্তি হেতুকঃ।
তস্মাতাৎপর্য্যমর্থঞ্চ মন্তব্যং নাম তন্ময়ৈঃ ॥

শিব রহস্য ঃ—যাহারা প্রতিদিন আপনার ভাগ্যের দোষ দেন তাহারা তপঃহীন জীব। তাহারাও যদি প্রমাদ বা ভুলক্রমে কখন "রাম" এই অক্ষর দ্বয় উচ্চারণ না করে তাহারা

মহা হতভাগ্য। শ্রীরাম নাম স্বয়ংতত্ত্ব পদার্থ; ইহাতে ৬টী মাত্রা আছে। যথার্থ রহস্য জ্ঞাত তত্ত্বজ্ঞানী শ্রীরাম নাম প্রসঙ্গ জ্ঞাত। শ্রীরাম নামে প্রথমে যে অর্দ্ধ মাত্রা আছে "'" অকার বিহীন রকার বা রেফ) তাহা আদি শক্তি জানকী স্বরূপ। আর "অ"কার তাহা শ্রীপুরুষোত্তম রাম। দীর্ঘ "আ" ("া") ভরত; কারণ সমস্ত বিশ্ব আকারের দ্বারা পালিত হয়। অকার রহিত "ম"কার লক্ষ্মণের স্বরূপ আর "ম"য়ের "অ" বেদগণ শত্রুঘ্ন স্বরূপ বলিয়াছেন, এই অক্ষরের (ম) দুইটী ভেদ আছে। একটী সানুনাসিক ও আর একটি নিরনুনাসিক। রাম নামের "ম"কার সানুনাসিক। এই মকারে যে অর্দ্ধচন্দ্র আছে তাহাই চৈতন্য বিগ্রহ হংস অর্থাৎ শুদ্ধ জীবের বাচক। জীব মাত্রেই পরমাত্মা রাম নামের সেবার অধিকারী, ইহাই রাম নামের মুখ্য তাৎপর্য্য। অন্য অর্থ অনর্থের ন্যায়। তবে রাম নামের অনন্ত প্রকার অর্থ আছে যাহার যে অর্থে প্রীতি হয় সে সেরূপভাবে নামার্থ মনে করিয়া রাম নাম পরায়ণ হউক্। ইহাই উপদেশ। কদর্থ করাই সংসার প্রাপ্তির কারণ। শ্রীরাম নাম তৎপর জীবের নামের সদর্থ এবং তাৎপর্য্য বারম্বার বিচার করা কর্ত্তব্য।

নারায়ণ রহস্য

নারায়ণ রহস্যে শ্রীনারায়ণ বাক্যং নারদং প্রতি ঃ—

যথৌষধং শ্রেষ্ঠতমং মহামুনে।

অজানতোপি আত্ম গুণং প্রকুর্বতে।

তথৈব শ্রীরাঘব নামতঃ জনাঃ।
পরং পদং যান্ত্যনয়াসতঃ খলু ॥
যথা দীপেন ধাম্নস্তু তমস্তোম বিনাশনম্।
তথা শ্রীরাম নাম্নস্তু অবিদ্যা সন্নিবর্ত্ততে ॥
যন্নাম কীর্ত্তনাদ্দোষাঃসর্ব্বেনশ্যন্তি তৎক্ষণাৎ।
।বনির্দোষায়তে তস্মৈ শ্রীরামায়নমোনমঃ ॥
ত্যজন্ কলেবরং রোগীমুচ্যতে সর্ব্ব কর্ম্মভিঃ।
ভক্ত্যাবেশ্য মনোযস্মিন্বাচাশ্রী নাম কীর্ত্তনে ॥
যস্তারায়তি ভূতানি ত্রিলোকী সংভবানিচ।
স্বনাম কীর্ত্তনে নৈব তস্মৈনামাত্মনে নমঃ ॥
শ্রীরামেত্যুক্ত মাত্রেণ দৈহিকঃ ক্লেশ বন্ধনঃ।
পাপৌঘো বিলয়ং যাতি দানমশ্রোত্রিয়ে যথা ॥

নারায়ণ রহস্যে শ্রীমৎ নারায়ণ নারদজীকে বলিতেছেন। যে রূপ কোন ঔষধি না জানিয়া খাইলেও তাহার গুণ প্রকাশ করে সেই রূপ অজ্ঞানী মূঢ়ও রাম নামের মহত্ব না জানিয়াও যদি গ্রহণ করে সে অন্তকালে নাম প্রতাপে পরমপদ প্রাপ্ত হয়। যেরূপ অনন্ত কালের অন্ধকার, দীপ জ্বালিবা মাত্রই ক্ষণ মাত্রেই শান্তিপ্রাপ্ত হয় সেইরূপ রাম নামের দ্বারা অনাদি অজ্ঞান নাশ হয়। যাঁহার নাম কীর্ত্তনে সমস্ত দোষ ক্ষণমাত্রে বিনষ্ট হইয়া যায় সেই রামকে আমার নমস্কার। কলেবর ত্যাগ করিবার কালে রোগগ্রস্ত শরীরে রাম স্বরূপ চিন্তা করিতে করিতে যিনি নামোচ্চারণ করেন তাহার পাপ সকল নষ্ট হইয়া যায় এবং তিনি পরম ধামে গমন করেন। যে রাম

নাম ত্রিলোকের জীবকে ত্রাণ করে সেই রাম নাম স্বরূপকে আমার পুনঃ পুনঃ নমস্কার। শ্রীরাম নাম উচ্চারণ করিবা মাত্রই সাংসারিক বন্ধন ঘুচিয়া যায় ও পাপ নির্ম্মুল হয়; যেরূপ বেদহীন ব্রাহ্মণকে দান করিলে দানের ফল তৎক্ষণাৎ নষ্ট হইয়া যায়।

ব্রহ্ম রহস্য

নিয়তং রাম নাম্নস্তু কীর্ত্তনাৎ শ্রবণাৎ শিবে।
মহাতোপ্যেনসঃ সত্যমুদ্ধরেৎ রাঘবঃ বলী ॥
সত্যং ব্রবীমি দেবেশিশ্রুত্বেদম্ অবধারয়।
নাম সংকীর্ত্তনাৎ অন্যো মোচকোত্র ন বিদ্যতে।
সকৃৎ উচ্চারয়েৎযস্তু রামনামেতি মঙ্গলম্।
হেলয়া শ্রদ্ধয়াবাপি সপুতঃ সর্ব্বপাতকৈঃ ॥
সর্ব্বাচার বিহীনোপি তাপক্লেশাদি সংযুতঃ।
শ্রীরাম নাম সংকীর্ত্ত্য যাতি ব্রহ্মসনাতনম্ ॥

ব্রহ্ম রহস্যে ঃ—হে পার্ব্বতী রাম নাম কীর্ত্তন শ্রবণ সর্ব্বদা করিলে শ্রীরাঘব বলী স্থূল সূক্ষ্ম সমস্ত মহৎ পাপ বিনষ্ট করিয়া দেন। আমি তোমায় সত্য বলিতেছি শ্রবণ করিয়া ইহা মনে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর। নাম সংকীর্ত্তন ভিন্ন অন্য উদ্ধারকর্ত্তা নাই। শ্রীরাম নাম মহা মঙ্গলপ্রদ। শ্রদ্ধা অথবা অনাদর পূর্ব্বক একবার উচ্চারণ করিলে পাপ রহিত হওয়া যায়। সকল আচার রহিত তাপ ক্লেশাদি সংযুক্ত ব্যক্তিও শ্রীরাম নাম কীর্ত্তন করিয়া সনাতন ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়।

বিষ্ণু রহস্য

যস্য নাম সততং জপন্তি যেঽজ্ঞান কর্ম্মকৃৎ বন্ধনংক্ষণাৎ।
সদ্য এব পরিমুচ্য তৎপদং যাতি কোটী রবি ভাস্করং শিবং॥
সর্ব্বকালে শুচির্ণাম মহা মোক্ষৈক কারণম্।
ইতি মত্বা জপেৎ যস্তু সতু সিদ্ধান্ত পারগ॥
শ্রীরাম দিব্য নামাণি সর্ব্বদাপরি কীর্ত্তয়েৎ।
যতঃ সর্ব্বাত্মকং নাম পাবনানাং চপাবনম্॥

বিষ্ণু রহস্য :—যিনি শ্রীরাম নাম সতত জপ করেন তাহার অজ্ঞানকৃত বন্ধন ক্ষণমাত্রে কাটিয়া যায় এবং কোটী সূর্য্যের ন্যায় ভাস্বর শ্রীরাম ধাম প্রাপ্ত হন। শ্রীরাম নাম সর্ব্বকালেই শুচি মহাপাবন ও মোক্ষের কারণ। অতএব ইহা সর্ব্বদাই কীর্ত্তণ করা করা উচিত কারণ সমস্ত পাবন বস্তু অপেক্ষা ইহা শ্রেষ্ঠ।

গণেশ রহস্য

সর্ব্বজাতি বহির্ভূতো ভুঞ্জানঃ বা যতস্ততঃ।
কদাচিন্নারকং দুঃখং নাম বক্তা নপশ্যতি॥
স্মরণে রাম নাম্নস্তু মানসংযস্য বর্ত্ততে।
তস্য বৈবস্বতো রাজা করোতি লিপি মার্জ্জনম্॥
একস্মিননবতিক্রান্তে মুহূর্ত্তে নাম বর্জ্জিতে।
দস্যুভি র্মোষিতস্তেন যুক্তমাক্রন্দিতং ভৃশং॥

গণেশ রহস্য :—জাতি বহির্ভূত, যথা তথা ভোজনকারী যদি রাম নাম গ্রহণ করে তাহা হইলে সে কখনই নরক দুঃখ পাইবে না। শ্রীরাম নাম স্মরণে যাঁহার মন লাগিয়াছে, তাঁহার পুণ্য ও পাপের হিসাব ধর্ম্মরাজ ধুইয়া দেন। এক পল যদি রাম নাম বিনা কাটে, তাহা হইলে বিচার করিবে যে পাপ রূপ চোর আমার সময় চুরি করিয়াছে, এবং তজ্জন্য বারম্বার রোদন করিবে।

শক্তিরহস্য

রামেতি ব্রুবতো নিশং ভুবি জনস্যেতাবতা সংক্ষয়ং।
পাপানামতি শোধকং খলু পুনর্ণান্যৎ কৃতং চিন্তনম্।
মার্ত্তণ্ডোদয়কাল এবতমসো নাস্তি ক্ষতিঃস্যাৎক্ষমং।
কিং কার্য্য পুরুষৈঃ প্রদীপ করণেচার্থানাভিজ্ঞে বৃথা॥
অহোমুর্খমহোমুর্খংঅহোমুর্খং ইদং জগৎ॥
বিদ্যমাণোপিমৎস্বামী মূঢ়ামৈবরমন্তিচ॥

শক্তি রহস্যে :—সর্ব্বদা রাম নাম উচ্চারণ করিলে যাবৎ পাপ সংক্ষয় হয় এবং তাহার আর অন্য কোন কর্ত্তব্য থাকে না। যেরূপ সূর্য্য প্রকাশ হইলে মহাতমোরাশি নাশ হয় অন্য কোন দীপাদির আবশ্যক থাকে না। আশ্চর্য্য এই সংসারে এইরূপ বস্তু থাকিতে জীবগণ অন্য সাধনে রমণ করিতে ইচ্ছা করে।

সিদ্ধান্ত রহস্য

শ্রীরাম নাম রঘুবংশকুলাবতংস
ত্বন্নাম কীর্ত্তন পরাভবতীহবানী।

নান্যং বরং রঘুবর ভ্রমতোপিযাচে ॥
তস্মান্ মুর্খতরঃ কোপিকোন্যস্তস্মাৎ অচেতনঃ।
সত্যং বদাপি রঘুবীর দয়ানিধেহং ॥
যস্য নাম্নি পরা প্রীতি নাস্তি সর্ব্বেশ্বরেশ্বরে।
পরমানন্দ জলধৌনাম্নি সিদ্ধান্ত মৌলিনী।
নাস্তি যস্য রতির্ন্নিত্যাসবিপ্রঃ শ্বপচাধম ॥
অহো চিত্রং অহো চিত্র মহোচিত্র মিদং দ্বিজাঃ।
রাম নাম পরিত্যজ্য সংসারে রুচিমুত্তমাম্॥
পাবনেন্দ্রিয়ে বৈক্লব্যং যাবৎ ব্যার্ধিন বাধতে।
তাবৎ সংকীর্ত্তয়েৎ রামং সহজানন্দদায়কং ॥
মাতৃগর্ভাৎ যদা জীবো নিঃক্রান্তশ্চ তদৈবহি।
মৃত্যুবক্ত্রাগতোবাঢ়ং তস্মাৎ রামং প্রকীর্ত্তয়েৎ ॥

সিদ্ধান্ত রহস্যে ঃ—হে শ্রীরাম ভদ্র রঘুবংশাবতংস আমি এই বর দান প্রার্থনা করি যে আপনার শ্রীরাম নাম আমার রসনা নিরন্তর রটিতে থাকে। আমি অন্য কোন বর চাহি না। হে দয়ানিধি সত্যই বলিতেছি (ইহা নারদের উক্তি)। তাহার অপেক্ষা মুর্খ অচেতন কে জড় আছে যাহার এই পরমানন্দ সর্ব্বেশ্বর শ্রীরাম নামে প্রীতি বা রতি জন্মায় নাই। সে বিপ্র হইলেও শ্বপচাধম। বড় আশ্চর্য্যের বিষয় হে দ্বিজগণ মহানন্দ ধাম রাম নাম ছাড়িয়া দুঃখরূপ সংসারে রুচি স্থাপন করিয়া জীবগণ ক্লেশ পাইতেছে। যতদিন ইন্দ্রিয়ে শক্তি আছে এবং শরীর রুগ্ন ও ভগ্ন না হইয়া পড়িয়াছে

ততদিন উচিত সহজানন্দ দায়ক শ্রীরাম নাম স্মরণ করা। শিথিলতা করিয়া ফেলিয়া রাখিলে পশ্চাৎ পস্তাইতে হইবে। যখনই মাতৃগর্ভ হইতে জীব বহির্গত হয় ঠিক সেইক্ষণ হইতে সে মৃত্যুমুখে প্রবেশ করে। অতএব বিলম্ব না করিয়া শ্রীরাম নামে আসক্ত হও।

নারদ পঞ্চরাত্র

কদাহং বিজনেরণ্যে নিরন্তরং ইতস্ততঃ।
প্রলপন্ রাম রামেতি গমিষ্যামিচ বাসরান্॥
যন্নাম স্মরতাং পুংসাং সদ্যোহরতি পাতকম্।
জায়তে চাক্ষয়ং পূণ্যং তং বন্দে জানকী পতিম্॥
শ্রীরাম নাম মণিকস্য চ যস্য কণ্ঠে সংরাজতে প্রতিদিনং
সতু মুক্তিরূপঃ॥
জন্মাদিদুঃখ পরিপূর্ণ মহার্ণবস্য সাক্ষাৎ পরংপরতরং প্লবনং
পবিত্রং॥

অয়ম সর্ব্বেষু মন্ত্রেষু চুড়ামণি উদাহৃতঃ।
মন্ত্রানাম্ সিদ্ধিদোমন্ত্রঃ শ্রীরামেত্যক্ষরদ্বয়ম্॥
সর্ব্বার্থ সিদ্ধিযুক্তেষু নাম্নামেকার্থতাপতঃ।
অতঃ শ্রীরামনামেদং ভজেন্তাবৈকবল্লভম্॥

নারদ পঞ্চরাত্রে ঃ—নারদ মুনি উৎকণ্ঠা করিতেছেন কবে একান্তে অরণ্য মধ্যে বাস করিয়া আমি খেদরহিত হইয়া প্রেম সহিত শ্রীরাম নাম করিতে করিতে দিবসকে ক্ষণের ন্যায় কাটাইয়া দিব। শ্রীরাম নাম উচ্চারকের সমস্ত পাতক নষ্ট

হইয়া যায় এবং তিনি অক্ষয় পুণ্যের আলয়স্থল, এইরূপ জানকী পতির নামকে বন্দনা করি। শ্রীরামনামরূপ মহামণি মালা যাহার কণ্ঠে বিরাজমান সেই প্রকৃত জীবন মুক্ত। জন্মাদিদুঃখ সাগর উত্তীর্ণ হইবার সাক্ষাৎ পরাৎপর প্লব (নৌকা) শ্রীরাম নাম। শ্রীরামনাম সর্ব্বশাস্ত্রে সর্ব্ব সম্মতিক্রমে সব মন্ত্রের চূড়ামণি সকল মন্ত্রের সিদ্ধিদাতা সর্ব্বার্থ সিদ্ধিযুক্ত যত হরিনাম আছে তাহাদের সকলকে একত্র করিলে যে সিদ্ধিলাভ হয় তাহাই এই দুই অক্ষর রাম নামে স্থিত অতএব ভাব সহিত ভাব প্রিয় জীব শ্রীরাম নাম ভজন করহ।

অথ যামলোক্ত বচনানি

ব্রহ্ম যামল

রকারঃ সর্ব্বদেবানাং সাক্ষাৎকালানলঃ প্রভুঃ।
রকারঃ সর্ব্বজীবানাং সর্ব্বপাপস্তদাহকঃ॥
রকারঃ সর্ব্বভূতানাং জীবরূপী পরাৎপরঃ।
রকারঃ সর্ব্বদেবানাং তেজপুঞ্জঃ সনাতনঃ॥
রকারঃ সর্ব্বসৌখ্যানাং সিদ্ধদস্তু পুরাতনঃ।
রকারঃ সর্ব্ববিদ্যানাং বেদ্যঃ তত্ত্বং সনাতনঃ॥
রকারঃ সর্ব্বভূতানাং ব্যাপ্যাবাপকমীশ্বরঃ॥
রকারোৎপদ্যতে নিত্যংরকারেলীয়তে জগৎ।
রকারো নির্ব্বিকল্পশ্চ শুদ্ধ বুদ্ধঃ সদাদ্বয়ঃ॥
রকার সর্ব্বকামশ্চ পরিপূর্ণ মনোরথঃ।
রকার সর্ব্বতুষ্টানাং নাশকো রঘুনায়কঃ॥
রকার সর্ব্বসত্বানাং মহা মোদময় স্বরাট্।
রকার সর্ব্ব বেদানাং কারণঃ প্রকৃতেঃপরঃ॥

ব্রহ্ম যামল ঃ—"র"কার সাক্ষাৎ সর্ব্ব দেবতার মধ্যে মহাকাল পাবক স্বরূপ। আর সমস্ত জীবের পাপ দাহক অগ্নি। "র"কার সকল ভূতের জীবাত্মাস্বরূপ এবং পরাৎপর। এবং সর্ব্ব দেবতার তেজপুঞ্জ স্বরূপ। "র"কার পুরাতন সকল সিদ্ধি দাতা এবং সর্ব্ব বিদ্যার বেদ্য তত্ত্ব।

"র"কার অনন্তরূপধারী সর্ব্বভূতের ঈশ্বর, সর্ব্বত্র ব্যাপক এবং ব্যাপ্য হইয়া ঈশ্বররূপে স্থিত। সমগ্র বিশ্ব "র"কার হইতে উৎপত্তি পালন ও লয় প্রাপ্ত হইতেছে এবং "র"কারই শুদ্ধ সৎচিদানন্দ নির্ব্বিকাররূপ অদ্বয় জ্ঞান স্বরূপ। "র"কারই সকল কামনা ও মনোরথ পূর্ণকারী। এবং "র"কারই সকল দুষ্টের শাসক ও নাশক স্বয়ং রঘুনায়ক। "র"কারই সকল জীবের পরমানন্দপ্রদ এবং স্বতন্ত্র। সব বেদের কারণ প্রকৃতির পর।

তত্রৈব পার্ব্বতী বাক্যং শ্রীশিবং প্রতি :—

গুটিকা পাদুকা সিদ্ধি পরকায় প্রবেশনম্।
বাচাসিদ্ধিশ্চার্থ সিদ্ধি স্তথা সিদ্ধির্মনোময়ী॥
জ্ঞান বিজ্ঞান কর্ম্মানি নানা সিদ্ধি করানি চ।
লক্ষ্মী কুতহলা সিদ্ধির্বাঞ্ছা সিদ্ধিস্তুখেচরী॥
কেনেদং সর্ব্বমাপ্নোতি দেব মেবদতত্ত্বতঃ।
সর্ব্বতো নির্ণয়ং কৃত্বা জ্ঞাত্বামামনুগামিনী॥

ব্রহ্ম যামলে পার্ব্বতী মহাদেবকে বলিতেছেন :—

গুটিকা, পাদুকা, সিদ্ধি (উড়িবার শক্তি ও জলে চলিবার) এবং পরকায়া প্রবেশাদি শক্তি, বাক্ সিদ্ধি, অর্থ সিদ্ধি, এবং মনের অভিলাষাদি সিদ্ধি, তথা, জ্ঞান বিজ্ঞান, নানা প্রকার কর্ম্ম ও অন্যান্য সিদ্ধি, লক্ষ্মী কুতুহলা সিদ্ধি, বাঞ্ছা সিদ্ধি এবং খেচরী সিদ্ধি কাহার দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় তত্ত্বতঃ আমায় বলুন আমি আপনার অনুগামিনী :—

শ্রীশিব উবাচ :—

সর্ব্বৈশ্বর্য্য প্রদং সর্ব্বসিদ্ধিদং পরমার্থদম্।
মহামাঙ্গলিকং নিত্যং রাম নাম পরাৎপরং ॥
নাতঃ পরতরো পায়ঃ সুখার্থং বর্ত্ততে প্রিয়ে।
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং নান্যথা বচনং মম ॥

শ্রীশিব বলিলেন :—হে প্রিয়ে সকল ঐশ্বর্য্যপ্রদ সকল সিদ্ধিপ্রদ পরমার্থ দাতা পরম মঙ্গলময় পরাৎপর শ্রীরাম নাম। সুখ লাভের ইহার তূল্য উপায় নাই। ইহা সত্য সত্য পুনঃ সত্য। আমার বচন কখন অন্যথা হয় না।

তত্রৈব স্থানান্তরে :—

রাম নাম পরাবেদা রাম নাম পরাগতিঃ।
রাম নাম পরাযজ্ঞা রাম নাম পরাক্রিয়া ॥
রাম নাম সদানন্দো রাম নাম সদাগতিঃ।
রাম নাম সদা তুষ্টো রাম নাম সদামলঃ ॥
রাম নাম পরং জ্ঞানং রাম নাম পরো রসঃ।
রাম নাম পরো মন্ত্রো রাম নাম পরো জপঃ ॥
রাম নাম পরং ধ্যানং সদা সর্ব্বত্র পূর্ণকম্।
রাম নাম সদা সেব্যং ঈশ্বরাণাং মম প্রিয়ে ॥
রকারাদিনি নামানি শৃণ্বতো মম পার্ব্বতী।
মনঃ প্রসন্নতামেতি রাম নামাভিশংকয়া ॥

ঐ গ্রন্থে অন্য স্থানে রাম নাম :—বেদগণ রাম নাম পর। পরাগতি রাম নামাধীন। যজ্ঞাদি ক্রিয়াদি রাম নাম নিমিত্ত।

শ্রীরাম নাম সদানন্দময়। সদগতি দায়ক। সদা তুষ্ট ও নির্ম্মল। শ্রীরাম নামই পরম জ্ঞান ও পরম রস। শ্রীরাম নামই পরম মন্ত্র ও পরম জপ। শ্রীরাম নামই পরম ধ্যান ও সদা সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ। রাম নাম সমস্ত ঈশ্বর গণের সদা সেব্য। যে শব্দের আদিতে "র"কার আছে তাহা শুনিবা মাত্রই আমি প্রসন্ন হই। আমার আশা হয় রাম নাম একবার উচ্চারণ করি।

রুদ্র যামল

শ্রীশিব বাক্যং শিবাং প্রতিঃ—

মকারঃ সর্ব্বসাধ্যানাং সর্ব্ব সৌখ্যপ্রদস্তথা।
মকারঃ সর্ব্ব দেবানাং সিদ্ধিদস্তু সদা প্রিয়ে॥
মকারঃ সর্ব্ব মূলানাং মূলং মোদময়ঃ স্বরাট্।
মকারশ্চ পরাশক্তিঃ উজ্জ্বলা সর্ব্ব কামদা॥
মকারঃ সর্ব্বজীবানাং পালকো জগদীশ্বরঃ।
মকারঃ সর্ব্ব সিদ্ধিনাং কারণং নাত্র সংশয়ঃ॥
মকারঃ লোক লোকানাং মকারঃ সর্ব্ব ব্যাপকঃ।
মকারাদিন সিদ্ধিঃ স্যাৎ রকারাদি বিনা প্রিয়ে॥
তস্মাৎ বিবেকিভিঃ নিত্যং জপ্তব্যম্ উভয়াক্ষরং।
সিদ্ধান্তং সর্ব্ব বেদানাং রাম নাম পরাৎপরং॥

রুদ্র যামলে শ্রীশিব পার্ব্বতীকে বলিলেন:—"ম"কার সকল প্রকার সাধ্য বস্তুর মধ্যে পরম সুখদায়ক। এবং সকল দেবতার সিদ্ধিপ্রদ। "ম"কার সব মূলের মহামূল। আনন্দময়

স্বতন্ত্র ভাবে শোভিত আছে। "ম"কার পরাশক্তি এবং অত্যন্ত উজ্জ্বলরূপে সর্ব্বকামপ্রদ। "ম"কার সর্ব্ব জীবের পালক জগদীশ্বর এবং "ম"কারই সর্ব্ব সিদ্ধির কারণ। লোকালোককে "ম" ব্যাপিয়া রহিয়াছে এবং সকল শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে ইনি সকল প্রকার মুক্তি দান করিতে পারেন। পরন্তু "র"কার "ম"কার বিনা সিদ্ধ হয় না এবং "ম"কারও "র"কার বিনা সিদ্ধ নহে। এই কারণে বিবেকীগণ উভয়াক্ষরকে বেদের পরাৎপর সিদ্ধান্ত জানিয়া নিত্য জপ করেন।

সম্মোহন তন্ত্র

শ্রীশিব বাক্যং শিবাং প্রতি ঃ—

যন্ময়োদিতং উল্লাসং মন্ত্রানাং ভুধরাত্মজে।
তৎ সর্ব্বং রাম নাম্নাবৈ সিদ্ধিমাপ্নোতি নিশ্চিতম্॥
রাম নাম প্রভাবেন পঞ্চতত্ত্বাত্মকস্তনুঃ।
স ভবেৎ সচ্চিদানন্দঃ সত্যং সত্যং বচোমম॥
চিত্তৈকাগ্রতয়া নিত্যং যে জপন্তি সদা প্রিয়ে।
রাম নাম পরং ব্রহ্ম কিঞ্চিৎ তেষাম্ ন তুর্ল্লভং॥
সর্ব্বেষাম্ সুপ্রয়োগানাং সিদ্ধিঃ অন্যত্র তুর্ল্লভা।
শ্রীরাম নাম স্মরণাৎ অনায়াসেন সিদ্ধ্যতি॥
তস্মাৎ শ্রীরাম নাম্নস্তু কীর্ত্তনং সর্ব্বসিদ্ধিদম্।
কর্ত্তব্যং নিয়তং দেবী ত্যক্ত্বা অন্যান্ মন্ত্র সঞ্চয়ান্॥
প্রাণাৎ প্রিয়তরং মহ্যং রাম নাম সদা প্রিয়ে।
ক্ষণং বিহাতুং শক্তোস্মিনৈব দেবী কদাচন॥

সম্মোহন তন্ত্রে শ্রীশিবজী পার্ব্বতীকে বলিতেছেন হে প্রিয়ে যত মন্ত্র তন্ত্র আমি নিরূপণ করিয়াছি তাহারা সকলেই রাম নাম হইতে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। শ্রীরাম নামের প্রভাবে এই ক্ষিতি আদি পঞ্চ তত্ত্বের নির্ম্মিত শরীর নির্ব্বিকার হইয়া যায়। যিনি চিত্ত একাগ্র করিয়া সদা জপ করেন তাঁহার কোন পদার্থই দুর্লভ থাকে না। যতরূপ প্রয়োগ আছে সকলের সিদ্ধিদাতা রাম নাম। অন্য উপায়ে সিদ্ধি দুর্লভ। রাম নাম স্মরণের দ্বারায় অনায়াসে তাহারা সিদ্ধিলাভ করে। অন্য মন্ত্র সঞ্চয় ত্যাগ করিয়া নয়ত সর্ব্ব সিদ্ধিপ্রদ শ্রীরাম নাম কীর্ত্তন উচিত। হে প্রিয়ে এই রাম নাম সর্ব্বদাই আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়। ক্ষণমাত্র ইহা ত্যাগ করিয়া আমি থাকিতে পারি না।

তন্ত্রসার

ইদমেব পরং সারং সর্ব্বেষাম্ মন্ত্র সংঘতেঃ।
বেদানাং হৃদয়ং সৌম্যং রাম নাম সুধাস্পদং॥
যাবৎ শ্রীরাম নাম্নস্তু পানং নাস্তি নৃনাং শিবে।
তাবন্মন্ত্রানি যন্ত্রানি রুচিঃ স্যাৎ হৃদয় স্থলে॥
দুর্লভং সর্ব্ব জীবানাং ইমং মন্ত্রেশ্বরেশ্বরম।
কথং ভজন্তি পাপিষ্ঠাঃ সুকৃতৌঘংবিনা প্রিয়ে॥

তন্ত্র সার ঃ—সব মন্ত্রের শিরোমণি সর্ব্ব বেদের হৃদয় পরম সার শ্রীরাম নাম। শ্রীরাম নাম অমৃতের আস্পদ। যতক্ষণ না মনুষ্য সেই অমৃত আস্বাদন করে ততক্ষণ তাহার মন্ত্রতন্ত্রে রুচি থাকে। সব মন্ত্রের ঈশ্বর শ্রীরাম নাম মহা

পুণ্যবানই প্রাপ্ত হয়। ইহা অতি দুর্লভ। পাপিষ্ঠগণ কিরূপে ভজিবে।

মন্ত্র মহোদধি

অসার ভব সংসার সাগরোত্তার তারকম্।
হারকং দুঃখ জ্বালানাং শ্রীরামেত্যক্ষরদ্বয়ম্॥
শ্রীরাম নাম সর্ব্বস্বং মন্ত্রানাম্ পরমং গুরুম্।
যস্য সংকীর্ত্তনাৎ জন্তুর্যাতি নির্ব্বানমুত্তমম্॥

মন্ত্র মহোদধিতেঃ—অসার সংসার সকলের তারক সকল দুঃখ জ্বালার হারক দুই বর্ণ শ্রীরাম নাম। শ্রীরাম নাম সর্ব্ব মন্ত্রের পরম গুরু, ইহা কীর্ত্তন করিলে সামান্য জন্তুও উত্তম নির্ব্বাণপদ প্রাপ্ত হয়!

মন্ত্র প্রকাশ

কৃতং সদ্গ্রন্থ শাস্ত্রাণাং নির্ণয়ং পরমং ময়া।
শ্রীরাম নাম স্মরণং সারমণ্যৎ নিরর্থকম্॥
ঋগ্বেদোথযজুর্বেদঃ সামবেদস্তথর্বণঃ।
অধীতা স্তেন যেনোক্তং শ্রীরামেত্যক্ষরদ্বয়ং॥
শ্রীরাম নাম সংত্যক্তা হ্যন্যস্মিন যস্যসংরুচিঃ।
সতুবধ্যতমোলোকে পুনরায়তি যাতিচ॥

মন্ত্র প্রকাশে ঃ—শিব বাক্য, আমি সকল শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত উত্তমরূপে নির্ণয় করিয়াছি। তাহার মধ্যে একটি সার বহির্গত

হইয়াছে, তাহা রাম নাম স্মরণ। চারি বেদ সংহিতাদি তিনি অধ্যয়ন করিয়াছেন যিনি সযত্নে এই অক্ষর দ্বয় উচ্চারণ করিয়াছেন। শ্রীরাম নাম জপ ও স্মরণ ত্যাগ করিয়া যিনি অন্য বিষয়ে অত্যন্ত রুচিমান তিনি বধ্যতম এবং কদাপি জন্ম মরণাদি পাশ হইতে মুক্ত হইতে পারেন না।

অথ নানাগ্রন্থোক্ত বচনানি

শ্রীজানকী বিনোদবিলাস

সীতাং বিনা ভজেদ্রামং সীতারামং বিনা জজেৎ।
কল্প কোটী সহস্রৈস্তু লভতে ন প্রসন্নতাম্॥
সীতা রামাত্মকং ধ্যানং সীতারামত্মকার্চ্চনম্।
সীতারামাত্মকং নাম জপং পর তরাৎ পরং॥

শ্রীজানকীবিনোদ বিলাসে:—যিনি সীতা বিনা রামভজন করেন এবং রাম বিনা সীতা ভজন করেন তিনি সহস্র কোটী কল্পেও ভগবানের প্রসন্নতা লাভ করেন না। সীতা রামাত্মক-ধ্যান সীতারামাত্মক অর্চ্চন, সীতারামাত্মক নাম পরতরাৎ পরজপ।

শ্রীজানকী বিলাসোত্তমে

সরামো নভবেদ্‌যস্তু সীতা যত্র ন বিদ্যতে।
সীত্রা নৈব ভবেৎসাহি যত্র রামঃ ন বিদ্যতে॥

সীতারামং বিনা নৈব রাম সীতাং বিনা নহি।
শ্রীসীতারাময়োরেষ সংবন্ধং শাশ্বতো মতঃ ॥
রামঃ সীতা জানকী রামচন্দ্রো নাণুর্ভেদোহ্যেতয়োরস্তি
কিঞ্চিৎ।
সন্তোমাঞ্চতা তত্ত্ব মেতদ্বিচিত্রং, পারংযাতাঃ সংসৃতে
মৃত্যুকালাৎ ॥

শ্রীজানকী বিলাসোত্তমে :—যথায় জানকীজী নাই তথায় শ্রীরাম নাই আর যথায় শ্রীরাম নাই তথায় শ্রীসীতাও নাই। শ্রীসীতা বিনা রাম রাম নহে শ্রীরাম বিনা শ্রীসীতা সীতা নহে ইহা পরস্পরের নিত্যসম্বন্ধ। ইহাদের মধ্যে অনুভেদও কিঞ্চিৎ নাই। এই রহস্য এবং বিচিত্রতত্ত্ব সন্তগণ জানিতে পারেন এবং মৃত্যু ও কালের হাত হইতে অব্যাহতি পাইয়া সংসার পারে গমন করেন।

রাম মন্ত্রার্থে

রকারার্থোরামঃ সগুণপরমৈশ্বর্য্য জলধি,
মকারার্থো জীবঃ সকল বিধিকৈঙ্কর্য্য নিপুণঃ।
তয়োমধ্যাকারো যুগলমথ সম্বন্ধং
অনয়োরন্যোর্থেঃ সিদ্ধ স্মৃতি নিগমরূপোয়মতুলঃ ॥

"র" কারের অর্থ হইতেছে অনন্ত গুণধাম ঐশ্বর্য্য

শ্রীরাম মন্ত্রার্থে :—জলধিস্বরূপ সগুণ শ্রীভগবান রাম। "ম"কারের অর্থ হইতেছে সকল প্রকার ভগবৎ চিন্তারত নিপুণ

জীব! এবং এই উভয়ের মধ্যে যে "আকার আছে তাহার অর্থ হইতেছে যে জীব ঈশ্বরের নিত্যশেষ ও শেষীরূপ নিত্য সম্বন্ধ।

জানকী রত্নমাণিক্যে

সীতাং বিনা যে সখিকোটিকল্প
সমাস্তু রামং জনকাত্মজাস্থু।
ধ্যায়ন্তি নিন্দাশ্রয় ভাগিনস্তে
রাম প্রসাদাৎ বিমুখাঃ ভবন্তি॥
রামস্তবশ্যো ভবতীহ সীতা
প্রোচ্চরণা যেতু জপন্তি সীতাম্।
ভুত্বানুগামী ভজতে জন স্তান্
ব্রহ্মেশ শক্রার্চিত রাজপুত্রঃ॥

জানকীরত্ন মাণিক্য ঃ—হে সখি সীতা বিনা কোটী বর্ষ রামনাম করিলে রঘুনন্দন প্রসন্ন হন কিনা সন্দেহ। পরন্তু নিন্দা ও বিমুখতার ভাগী হইতে হয়। অতএব শ্রীসীতারাম যুগল উপাসনা করাই শ্রেষ্ঠ বিশেষতঃ শ্রীজানকীজী পরম আহ্লাদিনী শক্তি শ্রীরামের প্রিয়তম প্রাণস্বরূপিনী। "সী" উচ্চারণ মাত্রে শ্রীরাম বশীভূত হন। এবং "সীতা" সম্পূর্ণ উচ্চারণ করিলে ব্রহ্মশক্রাদি পূজিত রাজা রামচন্দ্র আপনি অনুগামী হন।

ভরদ্বাজ স্তোত্র

রাম রামেতি রামেতি বদন্তং বিকলংভবান্।
যমদূতৈরনুক্রান্তং বৎস্যং গৌরিব ধাবতু ॥
স্বচ্ছন্দচারিণং দীনং রাম রামেতি বাদিনম্।
তাবন্মামনুনিম্নেন যথা বারিবধাবতু ॥
রামত্বং হৃদয়ে যেষাম্ সুখ লভ্যং বনেপিতৈঃ
মণ্ডং চনবনীতং চ ক্ষীরসর্পিমধুদকম ॥
সীতাপতে রাম রঘূত্তমেতি, যো নাম্নি জল্লেক্ষুধিতস্য
তৎক্ষণাৎ !
দিশংদ্রবন্ত্যেব যুযুৎসবোপি, ভিয়ংদানো হৃদয়েষু শত্রবঃ ॥
প্রপন্নগীতয়াংলোমশ উবাচ, পুষ্কর বাক্যং
রামান্নাস্তি পরোদেবো রামান্নাস্তি পরং ব্রতং।
নহি রামাৎ পরোযোগো নহি রামাৎ পরোমখঃ ॥
যে কেচিদ্দুস্তরং প্রাপ্য রঘুনাথং স্মরন্তিহি।
তেষাম্ দুঃখোদধিঃ শুষ্কো ভবত্যপি ন সংশয়ঃ ॥
ঋতুপর্ণ উবাচ ঃ—ভজ শ্রীরঘুনাথত্বং কর্ম্মনামনসাগিরা।
নৈষ্কাপট্যেন লোকেশংতোষয়স্ব
মহামতে ॥

ভরদ্বাজ স্তোত্রে ঃ—হে রাম মৃত্যুকালে আমি অত্যন্ত বিকল হইয়া যমদূতের আক্রমনে রাম রাম বলিতে পারিলে বৎসতরীর পশ্চাৎ যেমন গোমাতা ধাবিতা হয়েন আপনিও আমার নিকট সেইরূপ আইসেন। হে শ্রীরাম যাহার হৃদয়ে আপনি বিরাজ-

মান সে বনে বসিয়াও মণ্ডা, মাখম, দুগ্ধ ঘৃত মধু ও জল সহজেই প্রাপ্ত হয়। সীতাপতি, রাম, রঘুপতি ইত্যাদি নাম যিনি যুদ্ধস্থলে উচ্চারণ করেন তাহার শত্রুকুল ভয়াকুল হইয়া দশ দিকে পলায়ন করিতে থাকে।

প্রপন্ন গীতায় পুষ্করের বাক্য, লোমশ মুণি বলিতেছেন ঃ—

যে ব্যক্তি কঠিন দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীরঘুনাথকে স্মরণ করে তাহার কঠিন ক্লেশ নষ্ট হয়। শ্রীরাম হইতে পর দেবতা নাই। শ্রেষ্ঠ ব্রত যোগ যজ্ঞ নাই এবং শ্রীরাম সম্বন্ধ হইতে উত্তম সম্বন্ধ নাই।

ঐ গীতায় ঋতুপর্ণের বচন ঃ—কাপট্য ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম মনও বাক্যের দ্বারা শ্রীরাম স্মরণ ভজন কর।

বিশ্বামিত্র প্রাতঃ পঞ্চক

প্রাতর্বদামি বচসা রঘুনাথ নাম বাক্‌দোষহারী সকলং
কলুষং নিহন্তি।
যৎ পার্ব্বতী স্বপতিনাসহ ভোক্তু কামা প্রীত্যা সহস্র
হরিনাম সমং জজাপ॥

বিশ্বামিত্র প্রাতঃ পঞ্চকে বলিতেছেন ঃ—আমি প্রাতঃকালে রাম নাম বলি। ইহা সমস্ত বাক্যের দোষ হরণ করে এবং কলুষ নাশ করে। এই নাম পার্ব্বতী স্বীয় পতি ভগবান শিবের সহিত ভোজন করিবার অভিলাষে সহস্র হরিনামের সমতুল্য ভাবে প্রীতিসহ সকৃন্মাত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন।

সুযজ্ঞ সংহিতা

রাম নাম কথয়াম্যহমন্যান্যপহায় ।
সীতা নাম যুতংযৎ স্বাদু সুখায় ॥

সুযজ্ঞ সংহিতায় ঃ—আমি অন্য সাধন ত্যাগ করিয়া রাম নাম উচ্চারণ করিয়া থাকি পরন্তু তাহাতে সীতা নাম সংযুত করিলে অতি স্বাদুও সুখকর হয় ।

বিরিঞ্চি সর্ব্বস্ব

শ্রীরাম নাম স্মরতঃ প্রয়াতি সংসার পারং পুরিতৌঘযুক্ত ।
নরঃ সসত্যং কলিদোষজন্যং পাপং নিহন্ত্যাশুকিমত্রচিত্রম্ ॥

বিরিঞ্চি সর্ব্বস্বে ঃ—সমস্ত পাপযুক্ত ব্যক্তি ও শ্রীরাম নাম স্মরণের দ্বারা সংসার পারে গমন করে। কলিকাল জনিত পাপ তাপ শ্রীরাম নাম জপে আশু নাশ হয় ইহাতে কি আশ্চর্য্য আছে ।

শিব সর্ব্বস্ব

যাবন্ন কীর্ত্তৎে রামং কলিকল্মষ নাশনম্ ।
তাবত্তিষ্ঠতি দেহে হস্মিন ভয়ং সংসার দায়কম্ ॥
শ্রুতিস্মৃতিপুরানেষু রাম নাম সমীরিতং ।
যন্নাম কীর্ত্তনেনৈব তাপত্রয় বিনাশনম্ ॥
সর্ব্বেষামেব পাপানাং প্রায়শ্চিত্তমিদং স্মৃতম ।
নাতঃপরতরং পুণ্যং ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে ।

নাম সংকীর্ত্তনাদেব তারকং ব্রহ্ম দৃশ্যতে।
সত্যং বদামি তে দেবী নান্যথা বচনং মম ॥

শিব সর্ব্বস্বে :—যতক্ষণ না জীব কলিকলুষহারী রাম নাম কীর্ত্তন করে ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই দেহে সংস্মৃতিদায়ক ভয় উপস্থিত থাকে। স্মৃতি, শ্রুতি, পুরাণে শ্রীরাম নামেরই পরত্ব বর্ণন করিয়াছে কারণ এই নাম কীর্ত্তনের দ্বারা তাপত্রয় বিনষ্ট হয়। রাম নাম সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত এবং ইহার স্মরণ হইতে ত্রিলোকে কিছু পুণ্যতর নাই। শ্রীরাম স্মরণ কীর্ত্তনের দ্বারা তারক ব্রহ্ম শ্রীরাম প্রত্যক্ষ হয়েন। হে পার্ব্বতী আমি সত্য বলিতেছি আমার বচন অন্যথা হয় না।

বৈষ্ণব চিন্তামণি

কালোস্তি দানে যজ্ঞে বা স্নানে কালোস্তি সজ্জপে।
শ্রীনাম কীর্ত্তনে কালো নাস্ত্যত্র পৃথিবীপতে ॥
রাম রামেতি যো নিত্যং মধুরং গায়তি ক্ষণম্।
স ব্রহ্মহাসুরাপীবা মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ ॥

বৈষ্ণব চিন্তামণি :—দান, যজ্ঞ, স্নান, জপ ইত্যাদি সুকৃতির ফল নির্ণীত আছে। পরন্তু রাম নাম কীর্ত্তনের কোন সময় বা ফল নাই। শ্রীরাম নাম মধুর ধ্বনি যিনি প্রেম সহিত কীর্ত্তন করেন তিনি যত বড়ই পাপী হউন কৃতার্থ হইয়া যান। এমন কি ব্রহ্মঘাতী ও সুরাপী হইলেও।

শিব সিদ্ধান্তে শঙ্কর বাক্যং

ব্রহ্মঘ্নো গুরুতল্পগোপি পুরুষঃ স্তেয়ী সুরাপীবা।
মাতৃ ভ্রাতৃ বিহিংসকোপি সততং ভোগৈকবদ্ধ স্পৃহম্‌॥
নিত্যং রামং ইমং জপং রঘুপতিং ভক্ত্যা হৃদিস্থংতথা।
ধ্যায়ন্মুক্তিমুপৈতি কিং পুনরসৌ স্বাচার যুক্তোবরঃ॥
হিমবদ্বিন্ধ্যয়োর্মধ্যে জনা ভাগবতাস্তুতে।
উচ্চারয়ন্তি শ্রীরাম নাম প্রাণাৎপ্রিয়ং মম॥
রাম নাম রতানাং বৈ সেবকানাংচ সেবয়া।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো মহাপাতকবানপি॥
শ্রীরামস্য কৃপা সিন্ধোর্ণাম্নঃ প্রোচ্চারণং পরম্‌।
ওষ্ঠ স্পন্দন মাত্রেণ কীর্ত্তনং তু তপোধিকম্‌॥

শিব সিদ্ধান্তেঃ—ব্রহ্মহত্যাকারী, গুরুশয্যাভোগী চোর সুরাপায়ী মাতাপিতা ভ্রাতা হিংসক কুৎসিত ভোগে রত জীব নিত্য নিষ্ঠা পূর্ব্বক রাম নাম উচ্চারণ করিয়া এবং স্নেহ সহিত হৃদয়ে রঘুপতির ধ্যান করিলে মোক্ষ প্রাপ্ত হইতে পারে। শ্রেষ্ঠ ভক্তির কথা আর কি বলিব। হিমাচল ও বিন্ধ্যাচলের মধ্যে যে পরম ভাগবৎগণ বাস করেন তাহাদের শ্রীরাম নাম পরম প্রিয় এবং আমার প্রাণ হইতেও প্রিয়তম। শ্রীরাম নামে যাহার রতি হইয়াছে তাহার সেবককে সেবা করিলে মহাপাপ দূর হয়। শ্রীরাম নাম কৃপাসিন্ধ ভগবানের নাম উচ্চারণ পরম উত্তম। কেবলমাত্র ওষ্ঠ স্পর্শের দ্বারা রাম নাম করিলে তপস্যার অধিক ফল লাভ হয়।

বৃহৎ গৌতম

কুষ্ঠ রোগী ভবে লোকে বহুধাঃ ব্রহ্মহানরঃ।
সকৃদুচ্চরিতং নাম শীঘ্রংতৎক্ষয়ত্যপি ॥
যৎ ফলং দুর্ল্লভং সর্ব্বসাধনৈঃ কল্প কোটিভিঃ।
তৎ ফলং শীঘ্রমাপ্নোতি রামনামানু কীর্ত্তনাৎ ॥

বৃহৎ গৌতমে ঃ—কুষ্ঠ রোগী এবং ব্রহ্মহত্যাকারী যত জগতে আছে তাহারা স্নেহ সহিত শ্রীরাম নাম উচ্চারণ করিলে সেই সব কঠিন রোগ নাশ হয়। সাধনাদির দ্বারা কোটী কল্পে যে সকল ফল দুর্ল্লভ সেই ফল শ্রীরাম নাম উচ্চারণের দ্বারা অল্প শ্রমেই জীব লাভ করিতে পারে।

আস্বলায়ন তন্ত্র

যে কীর্ত্তয়ন্তি নামানি রামস্য পরমাত্মনঃ।
সর্ব্ব ধর্ম্ম বহির্ভূতো স্তেপি যান্তি পরং পদং ॥
স্বপ্নেপি রাম নাম্নস্তু স্মরণান্মুক্তিমাপ্নুয়াৎ।
প্রীত্যা সংকীর্ত্তয়েৎ যস্তু ন জানে কিং ফলং লভেৎ ॥

আশ্বলায়ন তন্ত্রে ঃ—পরমাত্মা শ্রীরামের নাম যিনি কীর্ত্তন করেন তিনি শ্রুতি স্মৃতি অথবা ধর্ম্ম রহিত হইলেও শ্রীরাম নাম প্রতাপে পরমপদ মুক্তিলাভ করিবে। স্বপ্নে বা নিদ্রাবশে যে রাম নাম করে সেও মোক্ষাধিকারী হয় এবং যিনি প্রীতি পূর্ব্বক রামনাম করেন তিনি যে কি ফল লাভ করেন, তাহা মুখে বর্ণনা করা যায় না।

বিরিঞ্চি তন্ত্র

পূজয়স্ব রঘুত্তমং সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতম্।
গুহ্যাৎ গুহ্যতমং নাম কীর্ত্তয়স্ব নিরন্তরং॥
তক্ত্বান্য সাধনান্ সর্ব্বান রাম নাম পরোভব।
নাতঃ পরতরং যত্নং সুলভং সকলেষ্টদম্॥

বিরিঞ্চি তন্ত্রে ঃ—সমস্ত তন্ত্রের গুপ্ততম রহস্য এই যে রঘুত্তমকে পূজন কর এবং সদা সাবধান হইয়া শ্রীরাম নাম কীর্ত্তন কর। অন্য সাধনাদি ত্যাগ করিয়া রাম নাম পর হও। কারণ এরূপ সুলভ ও সর্ব্ব অভিষ্টদাতা আর কেহ নাই।

নাম্না মুখ্যতমং নিত্যং রাম নাম প্রকীর্ত্তিতম্।
নাতঃ পরতরং নাম ব্রহ্মাণ্ডেপি প্রদৃশ্যতে॥
রাম নাম্নি সুধা ধাম্নি যস্য প্রীতির্ন বিদ্যতে।
পাপীনাং অগ্রগণ্যসঃভূমের্ভারঃ মহত্তরঃ॥

মেরু তন্ত্রে ঃ—সমস্ত নাম মধ্যে মুখ্য নাম শ্রীরাম নাম ইহা সর্ব্বত্র প্রকীর্ত্তিত হইয়াছে। ব্রহ্মাণ্ডে ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কোন নাম দৃষ্ট হয় না। যাহার রাম নামে কিছুতেই প্রীতি আসে না সে পাপীগণের অগ্রতম এবং ভূমির মহত্তর ভার।

নারায়ণ তন্ত্র

যে গৃহ্নন্তি নিরন্তরং পরপদং রামেতি বর্ণদ্বয়ং, তেবৈভাগব
তোত্তমাঃ সুখময়াঃ পূজ্যা স্তেতুসর্ব্বথা।
তেনিস্তীর্য্যভবার্ণবং সুতকলত্রাদ্যৈস্তনক্রৈর্যুতং তৃষ্ণাবারি
সুদুস্তরং পরতরে সাযুর্য্যমায়ান্তি বৈ॥

যানি ধর্ম্মানি কর্ম্মানি মহোগ্র ফল দানিবৈ।
নিষ্ফলানিচ সর্ব্বানি রাম নাম রতাত্মনাম্।

শ্রীনারায়ণ তন্ত্রে ঃ—যিনি নিরন্তর পরম পদ রাম এই বর্ণ দ্বয় উচ্চারণ করেন তিনি ভাগবতোত্তম সুখময় এবং সর্ব্বত্র পূজিত। এবং সুত দ্বারাদি গৃহ সহিত তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তিগণকে অনায়াসে ভবসাগর হইতে উত্তীর্ণ করিয়াছেন। যত ধর্ম্ম কর্ম্মের মহামহাফল উক্ত হইয়াছে রামনাম রত মহাত্মার নিকট তাহারা নিষ্ফল।

বামন তন্ত্র

পৃথিব্যাং কতিকো লোকান্ জাতাঃ কথিগো মৃতাঃ।
মুক্তাস্তেত্র ন সন্দেহো রাম নামানুকীর্ত্তনাৎ॥
ব্রহ্মাণ্ডে সন্তি যাবন্তি মহোগ্রাঃ পুণ্যসঞ্চয়াঃ।
রাম নাম্নো জপস্যাপি কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্॥

বামন তন্ত্রে ঃ—পৃথিবীতে কত লোক জন্মাইতেছে ও কত মরিতেছে তাহার মধ্যে যাহারা রাম নাম গ্রহণ করে তাহারা বাস্তবিকই ভাগ্যবান এবং মুক্ত। ব্রহ্মাণ্ডে যত পুণ্য সঞ্চয় আছে তাহা রাম নামের জপের ষোড়শ কলার এক কলার সমানও নহে।

বশিষ্ঠ তন্ত্র

রামনাম পরা যে চ রামনামার্থ চিন্তকাঃ।
তেষাম পাদরজঃ স্পর্শাৎ পাবনং ভুবনত্রয়ম্॥

কৃষ্ণ নারায়ণাদিনি নামানি জপতো নিশম্।
সহস্রে জন্মভিঃ রাম নাম্নি স্নেহোভবত্যুত ॥
রাম এবাভি জানাতি রাম নাম্ন ফলং হৃদি।
প্রবক্তুংনৈব শক্নোতি ব্রহ্মাদিনাস্তু কাকথা ॥

বশিষ্ঠ তন্ত্র ঃ—যাঁহারা রাম নাম করে এবং সদা ঐহার অর্থ ধ্যানে রত সেই মহাত্মাগণের চরণ রজ স্পর্শে ত্রিলোক পবিত্র হয়। শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণাদি নাম সদা স্নেহ সহিত সহস্র জন্ম জপ করিলে পশ্চাৎ শ্রীরাম নামে প্রকৃত স্নেহ প্রকট হয়। শ্রীরাম নামের জপের ফল অকথ্য, শ্রীরাম ভগবান স্বয়ং জানেন বটে কিন্তু প্রকাশ করিয়া বলিবার সামর্থ্য তাঁহার নাই। ব্রহ্মাদি অন্য দেবতার কথা কি বলিব।

পাতাল ভূতল ব্যোম চারিণশ্ছদ্মকায়িণং।
ন দ্রষ্টুমপি শক্তাস্তে রক্ষিতং রাম নামভিঃ ॥
রামেতি রামচন্দ্রেতি রামভদ্রেতি বা স্মরণ্।
নরো ন লিপ্যতে পাপৈ মুক্তিংভুক্তিং চ বিন্দতি ॥
জগজ্জৈত্রেক মন্ত্রেন রামনাম্নৈব রক্ষিতম্।
য কণ্ঠে ধারয়েৎ তস্য করস্থাঃ সর্ব্বসিদ্ধয়ঃ

শ্রীরাম রক্ষা ঃ—

পাতাল ভূতল আকাশ ছদ্মবেশী যত জীব বিঘ্নকারী আছে তাহারা শ্রীরাম নাম জাপকের উপর কুদৃষ্টি করিতে পারে না। শ্রীরামচন্দ্র শ্রীরামভদ্র অথবা শ্রীরাম নাম যিনি স্মরণ করেন

সে মনুষ্যকে পাপস্পর্শ করে না। এবং ভুক্তি ও মুক্তি উভয় লাভ করে। যিনি শ্রীরাম নাম কণ্ঠে ধারণ করেন তাহার সমস্ত সিদ্ধিকরগত হয়। ইহা জগজ্জয়ী মন্ত্র।

শ্বাশ্বত তন্ত্র

বাঙমনো গোচরাতীতঃ সত্যলোকেশ ঈশ্বরঃ।
তস্য নামাদিকং সর্ব্বং রামনাম্না প্রকাশতে॥
যস্য প্রসাদাদ্দেবেশি মম সামর্থ্যমীদৃশং।
সংহরামি ক্ষণাদেব ত্রৈলোক্যংসচরাচম্॥
ধাতা সৃজতি ভুতানি বিষ্ণুধারয়তে জগৎ।
তথা চেন্দ্রাদয়ঃ সর্ব্বে রাম নাম্নাভি বর্দ্ধিতাঃ॥

শ্বাশ্বত তন্ত্রে—বাক্য মনের অগোচর সত্য লোকের ঈশ্বর সকলের যে নাম আছে তাহা শ্রীরাম নামের দ্বারা প্রকাশিত হয়! হে দেবী দেখ আমি ক্ষণমাত্রেই সচরাচর ত্রৈলোক্য সংহার করিতে পারি। রাম নামের প্রসাদেই আমি ঈদৃশ সামর্থ্য লাভ করিয়াছি এই রাম নামের বলে ব্রহ্মা উৎপত্তি করেন বিষ্ণু ধারণ করেন এবং ইন্দ্রাদি সকলেই ঈশ্বরময় হইয়া অভিবর্দ্ধিত হইয়াছেন।

রহস্য সার

শ্রীনারায়ণ বাক্যং মুনীন প্রতি :—

রসনায়াং বিশেষেণ জপ্তব্যং নাম সজ্জনৈঃ।
কলৌ সংকীর্ত্তণং বিপ্রাঃ সর্ব্বসিদ্ধান্ত সম্মতং॥

প্রেম ভক্তিযুগা বাচা যে রমন্তি রটন্তিবৈ।
নাম সর্ব্বেশ্বরাধারংতে কৃতার্থাঃ মহামুণে ॥
নাম প্রোচ্চারণং নিত্যং রসনায়াং প্রশস্যতে।
ভক্তানাং যোগিনাং চৈব জ্ঞানীনাং কর্ম্মিনাং তথা ॥
যত্র সংগৃহ্যতে নাম প্রেমসম্পন্ন মানসৈঃ।
তত্র তত্র পরাবাণী নাভিস্থা সর্ব্বতঃ শুভাঃ।
রাম নাম পরম্ ব্রহ্ম সর্ব্বমোদৈক মন্দিরম্।
জীবনং দিব্য নিত্যানাং পরিকরাণাং মহাত্মনাং ॥
যস্থ রাম রসে প্রীতি বর্ত্ততে ভক্তি সংযুতা
স এব কৃত কৃত্যশ্চ সর্ব্ব শাস্ত্রার্থ কোবিদঃ ॥

রহস্য সারে ঃ—শ্রীনারায়ণ বাক্য মুণিদিগের প্রতি ঃ—

সজ্জনগণের উচিত বিশেষতঃ রসনার দ্বারায় জপ করা। কারণ কলিতে নাম কীর্ত্তনই সর্ব্ববাদী সম্মত সিদ্ধান্ত, কলিযুগে মানস জপ বা ধ্যানাদি কঠিন। প্রেমভক্তিযুক্ত হইয়া যিনি রামে রমণ করেন এবং প্রেমভক্তি যুক্ত বাক্যে রাম নাম রটেন সেই সর্ব্বেশ্বর আধার রাম নাম তাঁহাকে অবশ্যই কৃতার্থ করেন। রসনাদ্বারা নাম প্রোচ্চারণ করাই প্রশংসিত হইয়াছে। অতএব ভক্ত যোগী জ্ঞানী কর্ম্মি সকলেরই তাহাই করা কর্ত্তব্য। প্রেমসম্পন্ন মনে রাম নাম উচ্চারণ করিলে নাভিস্থিতা পরাবাণী উচ্চারিত হয়। মহা আনন্দের মন্দির পরিকরগণের জীবনস্বরূপ অপ্রাকৃত পরম দিব্য পরম ব্রহ্ম শ্রীরাম নাম। শ্রীরাম নামে যাহার দীনতা সহিত প্রীতি স্নেহ বর্দ্ধিত হইয়াছে সেই কৃত কৃতার্থ এবং সেই সর্ব্ব শাস্ত্রার্থ কোবিদ।

শ্রীরামায়ণোক্ত বচনানি

শ্রীমৎ বাল্মীকিয় রামায়ণ

রামঃ রামোরামইতি প্রজানাংসম মূর্দ্ধনি।
রামভূতমিদং বিশ্বংরামে রাজ্যং প্রশাসতি ॥
যশ্চ রামং ন পশ্যেত্তু যং চ রামো ন পশ্যতি।
নিন্দিতঃ সর্ব্বলোকেষু স্বাত্মাপ্যেনং বিগর্হতি ॥
ক্ষণার্দ্ধেনাপি যচ্চিত্তংত্বয়ি তিষ্ঠত্যচঞ্চলং।
তস্যাজ্ঞানমনার্থানাং মূলং নশ্যতি তৎক্ষণাৎ ॥
কুজন্তং রাম রামেতি মধুরং মধুরাক্ষরম্।
আরুহ্যকবিতা শাখাং বন্দে বাল্মিকী কোকিলম্ ॥
সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো দদাম্যেতৎ ব্রতং মম ॥
কথঞ্চিদুপ কারেণ কৃতেনৈকেন তুষ্যতি !
ন স্মরত্যপকারাণাংশতমপ্যাত্মবত্তয়া ॥

বাল্মীকি রামায়ণেঃ—রাম রাম রাম ইতি মঙ্গলময় ধ্বনি সকল প্রজার মস্তকোপরি দশদিকে বিরাজ করে। শ্রীরাম রাজ্যকালে সমস্ত সৃষ্টি শ্রীরামময়ী হইয়াছিল যাহাকে শ্রীরাম মহারাজ দেখেন নাই অথবা যিনি রঘুনাথকে দেখেন নাই তিনি কেবল সর্ব্বলোকনিন্দিত নহেন আপনার দ্বারা আপনি ঘৃণিত। অর্দ্ধক্ষণও যাহার চিত্ত অচলভাবে শ্রীরামে স্থাপিত হয় তাহার

সমস্ত অনর্থের মূল তৎক্ষণাৎ নাশ হয়। শ্রীরাম নাম মধুর অক্ষরদ্বয় উচ্চারণ করিতে করিতে কবিতাবৃক্ষের শাখায় শ্রীবাল্মীকি মুণিরূপ বসিয়া নিয়ত এই মঙ্গলময় ধ্বনি কুজন করিতেছেন। ইহা অগস্ত্যের উক্তি। শ্রীরামচন্দ্র নিজে বলিয়াছেন যে জীব যদি একবার মাত্র আমার শরণ অন্তরের সহিত চাহে তাহাকে আমি অভয় দান করি। ইহা আমার জীবনের ব্রত। আমি জীবের একটা মাত্র উপকারেও নিজেকে উপকৃত বোধ করি ও পরম মান্য করি। শরণ লইয়া যদি অপরাধও করে সে সকল অপরাধ আমি গণ্য করি না। সে অপরাধীকেও আমার প্রিয়জন বলিয়া সর্ব্বদা ভাবি।

ব্রহ্ম রামায়ণ

শ্রীরাম বাক্যং শ্রীজানকীং প্রতি ঃ—

যে ত্বাং স্মরন্তি সদ্ভক্ত্যা তেমে প্রিয় তমা প্রিয়ে।
তেষাম্ ভাগ্যোদয়ং বক্তুং নশক্তোহম্ কদাচন ॥
ক্বচিত্ত্বাং যে স্মরন্ত্যতেমর্ম পার্ষদতাং পরাম্।
কোটী জন্মার্জিতৈঃ পূন্যৈর্দূর্লভামপিযান্তিতে ॥
শ্রীসীতারাম নাম্নৈস্তু সদৈক্যং নাস্তি সংশয়ম্।
ইতি জ্ঞাত্বা জপেৎ যেতু সধন্যোভাবিনাংবরঃ ॥
জ্ঞানং সীতানাম তুল্যং ন কিঞ্চিৎ ধ্যানং সীতানাম
তুল্যং ন কিঞ্চিৎ।
তত্ত্বং সীতানাম তূল্যং ন কিঞ্চিৎ ভক্তিঃ সীতানাম
তুল্যং ন কিঞ্চিৎ ॥

একং শাস্ত্রং গীয়তে যত্র সীতা, কর্ম্মাপ্যেকা পূজ্যতে
যত্র সীতা।
একালোকে দেবতাচাপি সীতা মন্ত্রশ্চ কোপ্যস্তি
সীতেতিনাম॥
নাগ্যপন্থা বিদ্যতেচাত্মলব্ধৌ নান্যোভাবো বিদ্যতে চাপি
লোকে।
নান্যৎ জ্ঞানং বিদ্যতে বেদেম্বেকং সীতানাম মাত্রং বিহায়॥
সীতেতি মঙ্গলং নাম সকৃৎশ্রুত্বা কৃপাকরঃ।
শ্রীরামো জানকী জানি বিশেষেণ প্রসীদতি॥
শ্রীসীতানাম মাহাত্ম্যং সুগোপ্যং সর্ব্বতঃ শুভম্।
রসিকা প্রেম সংমগ্না জানন্তি তদনুগ্রহাৎ॥

ব্রহ্ম নারায়ণ ঃ—রাম বলিতেছেন হে সীতে যে স্নেহ সহিত তোমাকে স্মরণ করে সে আমার পরম প্রিয়। তাহার যে কি পুণ্যোদয় হইয়াছে তাহা মুখে বলা যায় না আর যদি অন্তরের সহিত হৃদয় হইতে স্মরণ করে তাহা হইলে সে আমার পার্ষদতা প্রাপ্ত হয়। ইহা কোটী জন্ম সুকৃতি দ্বারাও দুর্লভ। শ্রীসীতা ও রাম নাম এ উভয় সদাসর্ব্বদা এক। ইহাদের মধ্যে কোন ভেদ নাই। ইহা যিনি ভাবনা করিতে পারেন তিনি ভাবুক শ্রেষ্ঠ। জ্ঞান সীতানামের তুল্য কিছু নাই ধ্যান সীতা নামের তুল্য কিছু নাই ভক্তি বা তত্ত্ব সীতা নামের তুল্য কিছু নাই। সেই পরম শাস্ত্র যাহাতে সীতানাম গীত হয় সেই পরম পূজ্য কর্ম্ম যাহাতে শ্রীসীতা পূজিত হয় সেই দেবতা পরম দেবতা যাহার শ্রীজানকী পরম দেবতা এবং শ্রীসীতানামই মহা-

মন্ত্র, পরমাত্মা লাভের আর দ্বিতীয় উপায় নাই এবং সীতানাথ ভিন্ন বেদে আর কোন জ্ঞান বা গতি নাই। শ্রীসীতা মহামঙ্গল-ময় নাম কৃপাসিন্ধু শ্রীজানকীবল্লভ শ্রবণ করিলে বিশেষভাবে প্রসন্ন হন। শ্রীসীতা নামের মাহাত্ম্য অত্যন্ত গুপ্ত। ইহা কেবল প্রেম সংমগ্ন রসিক শ্রীসীতা কৃপায় জানে।

অধ্যাত্ম রামায়ণ

যেষু যেষ্বপি দেশেষু রাম নাম উপাসতে।
দুঃর্ভিক্ষা দৈন্য দোষাশ্চ ন ভবন্তি কদাচন ॥
রাম রামেতি যে নিত্যং পঠন্তি মনুজাভূবি।
তেষাম্ মৃত্যু ভয়াদিনি ন ভবন্তি কদাচন ॥
রাম রামেতি সততং পঠনাল্লভতে ফলম্।
বাচা সিদ্ধ্যাদিকং সর্ব্বং স্বয়মেব ভবেৎ ধ্রুবম্ ॥
যন্নাম বিবশো গৃহ্ণন ম্রিয়মাণঃ পরংপদং।
যাতি সাক্ষাত্বমে বাসি মুমূর্ষো মে পুরস্থিতম ॥
যস্মিন রমন্তে মুনয়ো বিদ্যয়াজ্ঞান বিল্পবে।
তংগুরুঃ প্রাহরামেতি রমণাদ্রামইত্যপি ॥
ইত্যুক্তা রাম তেনামব্যত্যয়াক্ষর পুর্ব্বকম।
একাগ্র মনসাচৈব মরেতিজপ সর্ব্বদা ॥
ত্বন্নামামৃতহীনানাং মোক্ষ স্বপ্নেপি নো ভবেৎ।
তস্মাৎ শ্রীরাম নাম্নস্তু সংকীর্ত্তনপরোভব ॥
নাধিতো বেদ শাস্ত্রোপি ন কৃতাধ্বর কর্ম্মকং।
যো নাম বদতে নিত্যং তেন সর্ব্বং কৃতং ভবেৎ ॥

অধ্যাত্ম রামায়ণে :—যে যে দেশে রাম নাম উচ্চারিত হয় তথায় দুর্ভিক্ষাদি দোষ সকল থাকে না। রাম নাম নিত্য যে মনুষ্য সর্ব্বদা বলে তাহাব মৃত্যুভয় থাকে না। শ্রীরাম নাম সদা উচ্চারণের ফল অসংখ্য। বাক সিদ্ধি হইতে এমন কোন সিদ্ধি নাই যাহা ইহা দ্বারা প্রাপ্তি না হয়। মরণ কালে বিবশ হইয়া যে রাম নাম উচ্চারণ করে সে পরম পদ নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হয়। ইহা বালী পরমপদপ্রাপ্তি সাক্ষাৎ করিতে করিতে বলিতেছেন। যাহাতে সমস্ত মুনিগণ রমণ করেন যে জ্ঞানে সমস্ত অজ্ঞান নাশ হয় এই শ্রীরাম আপন শক্তির দ্বারা সকলকে রমাইতেছেন। এই রমণ করাইতেছেন বলিয়াই তাঁহার নাম রাম বশিষ্ঠ রাখিয়াছিলেন। বাল্মিকী মুনি শ্রীরামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ কালে তাঁহার পূর্ব্ব জন্মের দস্যু বৃত্ত্যাদি বৃত্তান্ত বলিয়া বলিয়াছিলেন হে রাম সপ্তর্ষিগণ আমাকে উল্টা করিয়া জপিতে বলিয়া যান। আপনার নামের মহিমা আমি কি বলিব। "মরা" "মরা" জপ করিয়া আমি ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ করিয়াছি। আপনার নামামৃতহীন জীবের মোক্ষ অতি দুর্লভ অতএব শ্রীরাম নাম সংকীর্ত্তন কর। যে বেদ পুরাণ পড়ে নাই বা যজ্ঞাদি কর্ম্ম করে নাই সে যদি রসনায় শ্রীরাম নাম ধরে তাহা হইলে তাহার কোন কৃত্য বাকী থাকে না।

মানস রসায়ণ

ব্রহ্মাম্ভোধিসমুদ্ভবং কলিমল প্রধ্বংসনংচাব্যয়ং ।
শ্রীমৎ শম্ভু মুখেন্দু সুন্দর বরং সংশোভিতং সর্ব্বদা ॥

সংসারাময় ভেষজং সুমধুরং শ্রীজানকী জীবনং।
ধন্যাস্তে কৃতিনঃ পিবন্তি সততং শ্রীরাম নামামৃতম্ ॥

মানস রামায়ণে—বেদ সাগর হইতে প্রকটিত, কলিমল দূর করিতে নিত্যসিদ্ধ, শ্রীশম্ভুর মুখ চন্দ্রে সদা শোভিত, সংসার রোগহারী শ্রীজানকী জীবন স্বরূপ মধুর শ্রীরাম নাম যাঁহারা পান করেন তাঁহারাই প্রকৃত কৃতী ও প্রকৃত ধন্য।

প্রমোদ রসায়ণ

রাম নাম্নাং শতো জাতাঃ সুমন্ত্রাশ্চাপ্যনন্তকাঃ।
অবুধানৈব জানন্তি নাম মাহাত্ম্যমুজ্জ্বলম্ ॥

প্রমোদ রামায়ণ ঃ—শ্রীরাম নামের অংশ হইতে অনন্ত মন্ত্র উদ্ভব হইয়াছে। অজ্ঞানী রাম নামের পরত্ব ও উজ্জ্বল মাহাত্ম্য জানে না।

ভুশুণ্ডি রামায়ণ

শ্রীরাম নাম দীপ্তাগ্নি দগ্ধদুর্জাতি কিল্বিষঃ।
শ্বপচোপি বুধৈঃ পূজ্যো বেদাধ্যোপিন নাস্তিকঃ ॥
যস্তুস্বমনসাবাচান করোতি জপং পরম্ ॥
বেদ শাস্ত্র শতং বাপি তারয়ন্তি নতং নরম্।
রাম নাম বিহীনস্য জাতি শাস্ত্রং জপস্তপঃ।
অপ্রাণ স্যৈব দেহস্য মণ্ডনন্তু বৃথা যথা ॥
যে গৃণন্তি হি ভক্ত্যা রাম নাম পরাৎপরং।
তেপি যান্তি পরং ধাম কিং পুনর্জ্জাপকো জনঃ॥
দ্বিজো বা রাক্ষসো বাপি পাপী বা ধার্ম্মিকো প্রিবা।

রাম রামেতি যোবক্তি সমুক্তো ভব বন্ধনাৎ ॥
যত্র যত্র সমুদ্ধারঃ দৃশ্যতে শ্রুয়তেপিবা।
• রাম নাম্নৈব নিত্যংচ তত্র তত্র ন সংশয়ঃ ॥
দিবা রাত্রৌ চযে দিব্যা নিত্যা রসময়া সদা ॥
ক্ষণার্দ্ধং অপি চৈকান্তে স্থিত্বা যেষাম্ রতি পরে।
রাম নামাত্মকে মন্ত্রে তেষাং জন্মাদিকং নহি ॥
প্রাপ্য যত্রাপি শ্রীরাম নামনৈব জপন্তি যে।
নান্যস্তৎ সদৃশোমূঢ় শ্চাণ্ডালঃ লোক গর্হিতঃ।
ভ্রমন্তে ভব চক্রেঽস্মিন সর্ব্বদা তস্য বৈ মতিঃ ॥
অসংখ্য কোটী লোকানাং উপাদান পরাৎপরং!
তথৈব সর্ব্ব বেদানাং কারণং নাম উচ্যতে ॥
স্বপ্নে তথা সংভ্রমতঃ প্রমাদাৎ চেৎজ্বস্তু স্খলণাৎ সংনাস্ত
ভাবাৎ।
রামেতি নাম স্মরতঃ সকৃদ্বৈনশ্যত্যসংখ্যধেনুদ্বিজ হত্যা ॥
প্রায়োনামা বলম্বেন সানুভূতা প্রতীয়তাং।
অত্যন্তেতদ্বিশেষেণ নামী প্রাপ্তির্হিনামতঃ ॥

ভুশুণ্ডি রামায়ণে—শ্রীরাম নাম উচ্চারণরূপ মহা অগ্নি কুজাতিরূপ মলীনতাকে জ্বালাইয়া দেয় এমন কি নাম আশ্রয়ী শ্বপচও শ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অপেক্ষা পূজনীয় আর নামহীন ব্রাহ্মণও নাস্তিক। যিনি মন বচন অথবা শরীর দ্বারা শ্রীরাম নামে রুচি লাভ করিতে পারেন না তাঁহাকে কোনরূপ সাধন বা বেদ পুরাণাদি শাস্ত্র তারিতে পারেনা। শ্রীরাম নাম হীন ব্যক্তির শাস্ত্রপাঠ জপতপ মৃত ব্যক্তিকে শৃঙ্গার করার ন্যায়

ব্যর্থ। ব্রাহ্মণ হউক পাপী হউক অথবা পুণ্যবাণ হউক "রাম" "রাম" "রাম" উচ্চারণের দ্বারা সে ব্যক্তি অবশ্য ভব বন্ধন হইতে মুক্ত হইবেক। যথায় যথায় জীবের উদ্ধার বা মুক্তির কথা দেখিয়াছি, শুনিয়াছি বা পাইয়াছি তথায় তথায় শ্রীরাম নামের শক্তিতে তাহা সংঘটিত হইয়াছে আমি সত্য বলিতেছি। রাম নামের সামর্থ্য বলে সব অবতার ত্রাণ করেন। যে জীব দিবারাত্র স্নেহ সহিত রাম নাম উচ্চারণ করেন তিনি সাক্ষাৎ শ্রীসীতারামের রসময় পরিকর মধ্যে গণ্য হন। ক্ষণমাত্র একান্তে বসিয়া সাবধান হইয়া শ্রীরাম নাম মন্ত্রেশ কে যিনি ভজন করেন তাহার আর পুনরাবর্ত্তন হয় না। আশ্চর্য্য যে এই মহাপুণ্যময় ভারতখণ্ডে মনুষ্য তনু পাইয়া যিনি শ্রীরাম নাম জপ করেন না তাঁহার সমান চণ্ডাল হত্যাকারী আর কে আছে। সে অনন্ত জন্ম সংসার চক্রে ভ্রমণ করে। অনন্ত কোটী লোকের শ্রুতিগণের কারণ সর্ব্বেশ্বর শ্রীরাম নাম। যাহা অভিলাষ হয় ইহার নিকট হইতে জানিয়া লও। স্বপ্নে ভ্রমবশে অথবা ভুলক্রমে প্রমাদে জৃম্ভনে পতন স্খলনকালে একাকী রামনাম উচ্চারণ করিলে অসংখ্য দ্বিজ ধেনু হত্যার পাপ নষ্ট হয়। প্রায়ই নাম অবলম্বনের দ্বারা দেখা গিয়াছে স্বাত্মানুভূতি দ্বারা জীব কৃতার্থ হইয়াছে। অদ্য ইহা বিশেষ করিয়া বুঝিতেছি যে নাম হইতেই নামী পুরুষোত্তম শ্রীরামকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শারদা রামায়ণ

শ্রীমতো জানকী জানের্নাম নিত্যং জপয়ন্তিযে।
তে সর্ব্বে ত্রিদশৈঃ পূজ্যাঃ বন্দনীয়াশ্চ সর্ব্বদা॥

চতুর্যুগেষু শ্রীরাম নাম মাহাত্ম্যং উজ্জ্বলং ।
সর্ব্বোৎ কৃষ্টং ন সন্দেহো কলৌত্ত্রাপি সর্ব্বথা ॥

শারদা রামায়ণে :—অনন্ত শোভা সম্পন্ন জানকী পতির নাম যাহারা নিত্য জপ করে তাহারা সর্ব্বদা দেবগণের পূজ্য ও বন্দনীয় । শ্রীরাম নামের মহিমা চারি যুগেতেই উজ্জল ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট ইহাতে সন্দেহ নাই। কলিতে আর দ্বিতীয় উপায়ই নাই ।

প্রেম রামায়ণ

শ্রীরাম নাম সংলাপ তৎপরং পুরুষংভজেৎ
মুক্তিঃ স্যাৎ সেবিনাং দেবি হ্যনায়াসেন সত্বরম্ ॥
সম্মুখে রাম নামাস্তি সর্ব্বদা প্রেমতঃ শিবে ।
দৃষ্টাতদ্বদনং পুণ্যংসুগমং শাশ্বতম্ সুখম্ ॥
অহোহ্যভাগ্যং খলু পামরাণাং রামেতি নামামৃত শূন্য মাস্তম্ ।
জীবন্তীতে দেবী কথং মনুষ্যাঃ পাপাত্মকাঃ মূঢ়তমাধিয়াস্তে ।
অসংখ্য কোটী নামানি নৈব সাম্যং প্রযান্তিচ ।
খদ্যোতরাশয়ো যান্তি রবেঃ সাদৃশ্যতাং কথম্ ॥
যত্রাস্তি তিমিরং ঘোরং মহাদুঃখৌঘ সঞ্চয়ম্ !
তম্মার্গে রামনাম্নস্তু প্রভাসংদৃশ্যতে পরম্ ॥
যস্মিন্ দেশেন কোপ্যস্তি জনাঃ সম্বন্ধিনস্তথা ।
তাদৃশে ক্লেশ সম্পন্নে নামৈকোদুঃখ হারকঃ ॥
নিরালম্বং পরং নাম নির্ব্বিকল্পং নিরীহকম্ ।
যে রটন্তি সদা ভক্ত্যাতে কৃতার্থাঃ সুমুক্তিদাঃ ॥

প্রেম রামায়ণে :—শ্রীরাম নামে যিনি নিরন্তর তৎপর সেই ভাগ্যবান পুরুষকে সেবা পরম ভজন। তাহার সত্বর অনায়াসে মুক্তি লাভ হয়। যাহার মুখে রাম নাম প্রেম সহিত বিরাজমান সেই পাবনাস্পদের মুখ দর্শন করিলে শাশ্বত সুকৃতি এবং সুখলাভ হয়। যাহার মুখ শ্রীরাম নাম শূন্য সে অভাগা পামর। হে দেবি (শিব পার্ব্বতিকে বলিতেছেন) সে মূঢ় বুদ্ধি পাপাত্মা জীব কি রূপে জীবন ধারণ করে? পরমেশ্বরের অনন্ত নাম আছে তাহাদের সকলকে একত্র করিলেও রাম নামের সমতা প্রাপ্ত হয় না। যেরূপ অসংখ্য খদ্যোৎ একত্র করিলে সূর্য্যের সমান সাদৃশ্য লাভ করে না। যেখানে মহা অন্ধকার দুঃখের আধার সেই (যমপুরী) রাম নামের প্রভা উজ্জ্বল মহা সুখ প্রাপ্ত করায়। যে যমপুরীতে কোন সম্বন্ধাসম্বন্ধ জ্ঞান থাকে না সেই পুরে ক্লেশ বিনাশ করিতে এক মাত্র পারে শ্রীরাম নাম! শ্রীরাম নাম নিরালম্ব অর্থাৎ কোন সাধন বা হেতুর অপেক্ষা করেনা। নির্ব্বিকল্প এবং চেষ্টা-রহিত। যাহারা ভাগ্যবান ও কৃতকৃত্য তাহারাই এই সুমুক্তিদ নাম স্নেহ সহিত রটে।

বশিষ্ঠ রামায়ণ

নানাতর্ক বিবাদ গর্ত্ত কুহরে পাতাশ্চযে জান্তব, স্তেষাম এক
মশংয়ংসুশরণং শ্রীরামনামাত্মকং।
মন্ত্রং নাস্তি যতঃ পরং সুললিতং প্রেমাস্পদং পাবণং,
স্বল্পায়াস ফল প্রদান পরমং প্রোৎকর্ষ সৌখ্য প্রদম্॥

নব দ্বারানি সংযম্য যে রমন্তি সমাদরাৎ।
রাম নাম্নি পরে মন্ত্রে ধন্যা ভাগবতোত্তমা॥

বশিষ্ঠ রামায়ণেঃ—যাহারা নানা প্রকার কুতর্করূপ অন্ধকার গর্ত্তে পড়িয়াছে তাহাদের রক্ষক এক মাত্র রাম নাম। অনায়াসেই ফলপ্রদ এবং উৎকৃষ্ট সৌখ্যপ্রদ, যিনি নব দ্বার রুদ্ধ করিয়া সাদর প্রীতি পূর্ব্বক রাম নাম করেন তিনি ভাগবতোত্তম।

ভগদ্বাক্যং।

যদি বাতাদি দোষেণ মদ্ভক্তো মাং চন স্মরেৎ।
অহং স্মরামি তং ভক্তং নয়ামি পরমং গতিং॥
মন্নামোচ্চারকং সাধুং সাদরং পূজয়ন্তি যে।
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যু সংসার সাগরাৎ॥
যে স্মরন্তি সদাস্নেহাৎ মম নাম সুধাসরঃ।
তেঽতিধন্যাঃ প্রিয়াস্মাকং সত্যং সত্যং ব্রবীম্যহম॥
এতদেব পরং তত্ত্বং সৎ প্রসন্নায় নিশ্চিতম্।
মনসাবচসানিত্যং ভজেৎ মন্নাম মঙ্গলং॥
মদ্বাক্যমাদরেদ্যস্তু সমে প্রিয়তমোনরঃ।
তস্যার্থঃ সর্ব্ববস্তুনি সৃজামি বসুধাতলে॥
মন্নাম সংস্মরেৎযস্তু সততং নিয়তেন্দ্রিয়ঃ।
তস্মাৎ প্রিয়তমঃ কশ্চিন্নাস্তি ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডলে॥

ভগদ্বাক্যে শ্রীভগবান বলিতেছেন:—অন্তকালে কফ বাতাদি মগ্ন হইয়া যদি আমার ভক্ত আমার নাম উচ্চারণ করিতে না পারে তাহা হইলে আমি তাহাকে স্মরণ করিতে

থাকি এবং পরম গতি প্রাপ্তি করাই। আমার নাম জাপক সন্ত সাধুকে যিনি সাদরে পূজা করেন তিনি জপ তপ না করিলেও আমি তাহাকে মৃত্যু সংসার সাগর হইতে উদ্ধার করি। আর যিনি স্নেহ সমেত সুধা সাগর শ্রীরাম নাম জপ করেন তিনি আমার পরম প্রিয়। এবং তিনি ধন্য। আমাকে প্রসন্ন করিবার পরম তত্ত্ব এই, যে আমার মঙ্গলময় রাম নাম মন ও বাক্য মিলাইয়া নিত্য ভজন করা। আমার বচনকে যিনি সম্মান করেন তিনি আমার পরম প্রিয়। তাঁহার নিমিত্ত বসুধা তলে সর্ব্ব বস্তু সৃজন করি। ইন্দ্রিয় গণকে জয় করিয়া যিনি সতত আমার নাম স্মরণ করেন ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডলে তাঁহার সমান আমার প্রিয় কেহ নাই।

আদি রামায়ণ

শ্রীমুখ বাক্যং নারদং প্রতি ঃ—

যাবন্তো ব্রহ্মণো বক্ত্রান্নির্গতা বেদরাশয়ঃ।
তেচ সর্ব্বেপ্যধীতাঃস্যুর্নাম্নি নারায়ণাত্মকে॥
নারায়ণস্য যাবন্তি পুরাণেষ্বাগমেষ্বচ।
দিব্য নাম্নাং সহস্রানি কীর্ত্তনে যৎ ফলংলভেৎ॥
ততঃ কোটীগুণং পুণ্যং ফলং দিব্যং মদাত্মকং।
লভতে সহসা ব্রহ্মণ্ সকৃদ্রামেতি কীর্ত্তনাৎ॥
মন্নাম কীর্ত্তনে হৃষ্টো নরঃ পুন্যবতাংবর।
তস্য পাদ রজে নাপি শুদ্ধ্যতি ক্ষিতিমণ্ডলং॥

তত্রৈব স্থানান্তরে ঃ—

অসংখ্যৈঃ পুন্যনিচয়ৈঃ কোটি জন্মার্জিতৈরপি।

পঞ্চায়গোপাসনাভিশ্চ রাম নাম্নিরতির্ভবেৎ ॥
যা বন্ন রাম ভক্তানাং সততঃ পাদসেবনম্ ।
রাম নাম্নি পরেতাবৎপ্রীতিঃসঞ্জায়তে কথম্ ॥
রাকারেণাঘসংন্নাশো মকারম্মুক্তিরুত্তমা ।
পুর্ণেন বশ্যতাংযাতি রামোরামেতিশব্দিতঃ ॥

আদি রামায়ণে নারদকে শ্রীরামচন্দ্র বলিতেছেন ঃ—ব্রহ্মার মুখ হইতে যে সকল বেদ উৎপন্ন হইয়াছে তাহার পাঠের ফল একবার "নারায়ণ" নামে প্রাপ্ত হওয়া যায়। আর বেদ পুরাণ তন্ত্রাদিতে নারায়ণের যত নাম আছে তাহা উচ্চারণ করিলে যে ফল লাভ হয় তাহার কোটী গুণ অধিক ফল একবার "রাম" নাম উচ্চারণ করিলে প্রাপ্ত হয়। আমার নাম কীর্ত্তন করিলে যাঁহার আনন্দ অনুভব হয় তিনি সুকৃতীশালীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং তাঁহার পাদরজে ক্ষিতি মণ্ডল পবিত্র হয়।

ঐ গ্রন্থে স্থানান্তরে ঃ—কোটী জন্মের অসংখ্য পুণ্যফলে বিষ্ণু আদি পঞ্চদেবতার যখন যথার্থ উপাসনা সিদ্ধ হয় তখন শ্রীরাম নামে জীবের শুদ্ধরতি উৎপন্ন হয়। এবং যতদিন পর্য্যন্ত না অকিঞ্চণ শ্রীরাম ভক্তের চরণ রজের সেবা জীব প্রাপ্ত হয় ততদিন পর্য্যন্ত শ্রীরাম নামে প্রীতি ও প্রতীতি দুর্লভ। পাপী, অধর্ম্মি বেদ বিরুদ্ধাচারী নীচগণের মুখে "রাম" নাম কেমন করিয়া উচ্চারিত হইবে অর্থাৎ তাহাদের রাম নাম উচ্চারণ করিবার ইচ্ছার উদ্রেক হয় না। 'রা'কার উচ্চারণ মাত্রে পাপ সমস্ত বিনষ্ট

হয় আর 'ম'কার উচ্চারণে মোক্ষ প্রাপ্তি হয় এবং বর্ণদ্বয় একত্রে উচ্চারণ করিলে শ্রীরাম বশীভূত হন।

শ্রীব্রহ্মোবাচ

এতদ্ধনুমতা প্রোক্তং রাম নাম রহস্যকম্।
শ্রুত্বানন্দপ্লবংগেশস্ত থৈ বহি চকারসঃ॥
লিখিত্বাদৃষদংমধ্যেনাম সীতাপতে মুমুঃ।
নিচিক্ষেপ পয়োরাশৌ বহুনুচ্চাবচান্ গিরিন্॥
সন্তরন্তিস্ম গিরয়ো রামনামাংকিতাজলে।
তদ্দৃষ্ট্বা বানরা সর্ব্বে বভূবুর্বিস্মিতাঃতদা॥
ইদং সুগোপ্যং ভবতে বদামিপ্রসঙ্গতঃ সেতুনিবন্ধনেস্মিন!
নবাচ্য মেতদ্‌ভবতাপরস্মৈ, ভক্তৌপ্রসন্নায়তু বাচ্যমেব॥
রামেতি মন্ত্রং কবয়ো বদন্তি, যদ্‌দ্ব্যক্ষরং নাম রঘুদ্বহস্য।
অস্মৎপ্রভোরস্য মহামহিম্নো, মনুষ্য লিঙ্গস্য পরস্য পুংসঃ॥
তদেবসম্যগ্‌ বিলিখোরু বুদ্ধে প্রত্যদ্রিপাষাণ শিলাসুতাবৎ।
ভবাম্বুধিং যেন জনাস্তরন্তি কিঃ তারণং দুঃকরমস্য তেষাম্॥
গ্রাবাঙ্গণেভ্যোপিজনস্য পাপন্যতীবসারেন সমাকুলানি।
লঘু ক্রিয়ন্তে মনুজা যদেতৈভৃশং বিলুপ্তৈরিহতন্নচিত্রং

ব্রহ্মা বলিতেছেন:—রাম নামের এই রহস্য মহাবীর হনুমান জীউ শ্রীনল নাম বানরকে উপদেশ করিয়াছিলেন (সেতু বন্ধন কালে) প্রস্তরের উপর শ্রীরাম নাম লিখিত করিয়া সেই প্রস্তর সমুদ্র সলিলে ভাসাইয়াছিলেন। শ্রীরাম নামাঙ্কিত বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তর রাশি রাশি কাষ্ঠের ন্যায় যখন

ভাসিতে লাগিল তখন বানরগণ দেখিয়া বড় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিল। মহাবীর বলিলেন যে, রাম নামের এই রহস্য মহাগোপ্য সেতু বন্ধনের নিমিত্ত আমি বলিয়াছি। যাহাকে তাহাকে এ কথা বলা উচিত নয়। তবে যাহার স্নেহ শ্রদ্ধা আছে তাহাকে বলা যায়। "রাম" নাম যে মহামন্ত্র তাহা কবিগণ বলিয়া গিয়াছেন। মনুষ্যরূপ ধারী শ্রীরাম আমার সর্ব্বেশ্বরস্বামী তাঁহার নামে অনন্ত শক্তি। হে শ্রেষ্ঠমতি বানর প্রতি প্রস্তরে 'রাম" নাম লিখিয়া সমুদ্র মধ্যে নিক্ষেপ কর। আপনি সেতু বন্ধ হইয়া যাইবে। যাহার নামে প্রত্যেক জীব অপার ভব সাগর পার হয় পাথর তরিয়া যাইবে ইহাতে কি আশ্চর্য্য। পাষাণ সমুহ হইতে জীবের পাপ অধিকতর ভারী এবং তাহার ভারে জীব কূল অত্যন্ত ব্যাকুল। এত প্রবল ভারও রাম নাম উচ্চারণে তুচ্ছ হইয়া যায়। অতএব পাথর ভাসিল ইহাতে কি আশ্চর্য্য আছে।

নলো বাচ

সাধু ভোসাধু হনুমন্ ভবান্ যত্নপদিষ্ট বান্।
জপন্ সন্তারণং নাম রামস্য করুণানিধেঃ॥
শ্রীরামং সত্য সঙ্কল্পং নরাকরং নরোত্তমম।
বিনা ভবন্তকো বেত্তি রাম নাম পরায়ণা॥
ভূয় স্তাংপরিপৃচ্ছামি কৃপা তেময়ি মারুতে।
ক্ষমস্বতন্মমাত্যন্ত্যং বহুধা মূঢ় চেতসঃ॥
ভবস্যাংভো-নিধেশ্চাপিত্বয়া পারং প্রদর্শিতঃ

বিস্তরেণ পুনর্ব্রূহি রাম নামস্য বৈভবম্ ॥
নতৃপ্যামি মরুৎ স্নুনো কথয়স্ব ততোমম ॥
শৃণ্বন্ স্মরন প্রভোর্ণাম মাহাত্ম্যমইদমদ্ভুতম্

তখন নল বলিলেন। হে সাধু শিরোমণি হনুমানজী যে মহাগুপ্ত আপনি যে রহস্য শুনাইয়া দিলেন তাহাতে বুঝিলাম যে করুণা সাগরের রাম নাম যিনি জপ করেন তিনি শীঘ্রই কৃতার্থ হন। শ্রীরাম চন্দ্র নরাকার পর ব্রহ্ম পুরুষোত্তম। আপনি ভিন্ন ইহা কে জানিতে পারে। এবং রাম নাম পরায়ণ কে হইতে পারে। আর কিছু প্রশ্ন আপনাকে করিতে চাহি আমি মহামূঢ় অপরাধ ক্ষমা করিয়া অক্ষমপ্রতি কৃপা দৃষ্টি করুন। সংসার পারে যাইবার পথ আপনি বিস্তার পূর্ব্বক দেখাইয়াছেন। এখন রাম নাম পরত্ব শুনিতে আমার তীব্র উৎকণ্ঠা জন্মিয়াছে। আপনি এক্ষণে বিস্তার পুর্ব্বক রাম নাম বৈভব আমাকে বলুন। আমি এই অদ্ভুৎ মাহাত্ম্য ময় রাম নাম শুনিয়া ও স্মরণ করিয়া তৃপ্ত হইতেছি না।

শ্রীহনুমান উবাচ

শ্রুয়তাং সাবধানেন রাম নাম বলং ত্বয়া।
যৎশ্রুত্বা সর্ব্ব পাপেভ্যোমুচ্যতে নাত্র সংশয় ॥
একতঃ সকলান্ মন্ত্রান্ একতো জ্ঞান কোটয়ঃ
একতঃ রাম নামস্যাৎ তদপি স্যাৎ নবৈসমম্।
দেশকাল ক্রিয়া জ্ঞানাৎ অনপেক্ষ্যং জগৎপতেঃ
অনন্ত কোটী ফলদং নাম মন্ত্রং জগৎপতেঃ ॥

গঙ্গা স্নান সহস্রেন যজ্ঞান্ত স্নান কোটিভিঃ।
পান শুদ্ধি ভবে জ্জাতু সারামেতি প্রকীর্ত্তনাৎ ॥
অন্যদেব ফলংজ্ঞানে শ্রবণে চান্যদেবতৎ।
কীর্ত্তণে চান্য দেবস্য হ্যন্যদা বর্ত্ততে ফলং।
যে জানন্তি জনাস্তত্বং রাম নাম্নো মহাযশঃ।
নতে দুঃস্কৃত সন্দোহৈ র্লিপ্যন্তে জন্ম কোটিভিঃ ॥
শিব এবাস্য জানাতি সরহস্যং স্বরূপকম্ ॥
উপদিশ্য সকৃজ্জীবন্ যস্তারয়তি মোহতঃ ॥
অন্যদারাধন শতৈ মন্ত্রং ফলতি নাথবা।
গৃহীত মাত্র ফলদং রাম নামস্য রূপতঃ ॥
নশৌচনিয়মাস্ত্যত্র ন সিদ্ধারি বিচারণম্।
কল্প বৃক্ষস্বরূপত্বাজ্জনানাং রামনামকম্ ॥
সকৃজ্জপ্তং ধুনোত্যাশু পাপমাজন্ম সম্ভবম্।
দ্বিরাবৃত্ত্যা পুনর্জপ্তং কোটি যজ্ঞ ফল প্রদা ॥
ত্রিরাবৃত্ত্যাপুন র্জপ্তং স্বরূপস্থং করোত্যয়ং ॥
চতুরাবৃত্তি জপ্তত্বাৎ ঋণী ভবতি রাঘবঃ
চিন্তামণিঃ কল্পতরুঃ কামধেনুশ্চবৈ নৃণাং
অনন্য ফল সন্দোহ ভবনং রাম নাম বৈ ॥
নাস্য রূপং বিজানন্তি ব্রহ্মাদ্যা দেবতা অপি।
বাগ্‌বল্লীবীজমেতদ্বৈ রাম নাম জগৎপতেঃ ॥
অমৃতস্যাকরং বিদ্যা-দেতদেব মহোর্জিতম্।
সর্বলোক মহামোহ তিমিরৌঘ নিবারণম্ ॥
অনন্ত কোটি সূর্য্যেন্দু বহ্নিদীধিতি দীপ্তি মৎ।

বাহ্যান্তর সংছন্ন তমো-বৃন্দ নিরাসকম্ ॥
জ্ঞান ধারামৃত রসৈ রাত্মনঃ স্নপন স্ফুটম্ ।
হৃত্ত্যগ্র ভবনে নিত্যং দীপ্তি কৃদ্দীপকোপমম্ ॥
সর্ব বেদান্ত বিদ্যানাং সারমেতদুদীরিতম্
রামনামাখিলাজ্ঞান রজনীহর ভাস্করম্ ॥
পুরা কৃত যুগে কেচিজ্জনাঃ সুকৃতিনোঽমল ।
সরহস্যং রাম নাম সকৃদাস্বাদ্য সদ্‌গুরুম্ ॥
ভিত্ত্বাজ্ঞান তমোরাশিং কৃত্বা স্বাত্ম প্রকাশনম্ !
পরে ব্রহ্মণি সংলীনাঃ সিদ্ধিং প্রাপ্তা বিনাশ্রমম্ ॥
অপরং সাধনানীহ বভুবুঃ কোটীশো নৃণাম্।
মুনীনাং মতভেদেন যেষ্বায়াসোমহান্ ভবেৎ ॥
ধ্যানতো রামচন্দ্রস্য রামচন্দ্রস্য ভক্তিতঃ ।
রামচন্দ্রস্য যজনান্নাম্না রামস্য মুচ্যতে ॥

রামৈবযস্য বহিরন্তর পাপ কোটিনির্বাসনৈক করণং শরণং জনাণাং ।
কস্তস্য কোশলপুরাধীপরাজসুনোর রমাবতারনিবহস্তুলনে প্রয়াতু ॥

যাবন্তি নামানি রঘুত্তমস্য তেষামিদং মুখ্যতমং প্রদিষ্টম্ ।
যজ্জ্ঞান মাত্রেন বিমুক্ত বন্ধঃ, স্বরূপ নিষ্ঠাংলভতেহধমোপি ॥

অজ্ঞানেন্ধন নির্দ্দাহো জ্ঞানদীপ প্রদীপনম্ !
এতদেব মতং নাম্নি রামেতি দ্ব্যক্ষরাত্মকে ॥
জিহ্বাগ্রে যস্য লিখিতং রামেতি দ্ব্যক্ষরদ্বয়ম্ ।
কথং স্পৃশন্তি তং দূতাঃ যমস্য ক্রোধভীষণাঃ ॥

রামনামাঙ্কিতা মুদ্রা প্রত্যঙ্গ যেন বৈধৃতাঃ।
আবদ্ধং তেন কবচং মোহ শত্রু চমুজয়ে॥
জাগ্রংস্তিষ্ঠন্ স্বপন্ ক্রীড়ন্ বিহরন্নাহরন্নপি।
উন্মিষন্নিমিষং শ্চৈব রাম রাম সদা জপেৎ॥
পাপং কৃৎস্নং বিধুয়াশু মুক্ত ভারঃ সমানুষঃ।
অনায়াসেন মোহাখ্যং সিন্ধুং তরতি দুস্তরম্॥
প্রারব্ধ কর্ম্মাপহৃতি প্রবীণং রামেতি নামৈববুধৈনিরক্তম্॥
যদজ্ঞান মাত্রাদধমঃকিরাতি মুনীন্দ্র বৃন্দৈরভবন্নমস্যা॥
কস্তেন তুল্যশ্চ বিশোক মোহো-যো নাম রামেতিজপেদ জস্রম্॥

এতন্ময়া সংপরি পৃচ্ছ্যতে তে, ভূয়ঃ প্রদিষ্টং পরমং রহস্যম্।
হৃদাবধারয়স্ব স্বযমেব বিদ্ধি, বাচ্যং ভজিত্বা সতিনো পরস্মিন্॥

শ্রীহনুমানজী বলিয়াছেনঃ—সাবধান হইয়া রাম নামের প্রবল শক্তি শ্রবণ কর। শ্রবণ করিলে সমস্ত পাপ হইতে অশংসয় মুক্তি লাভ করিবে। একদিকে সমস্ত মন্ত্র এবং কোটী জ্ঞান ধ্যান জপ একদিকে রাম নাম তৌল করিলে মন্ত্র ধ্যান বা জ্ঞান কোন প্রকারেই রাম নামের সমান নহে। রাম নাম দেশ কাল ক্রিয়া অনুষ্ঠানাদির অপেক্ষা রাখেনা। কেবল উচ্চারণ মাত্রেই অনন্ত কোটী ফল দিতে থাকেন। কোটী কোটী গঙ্গাস্নান কোটী কোটী যজ্ঞান্তস্নান তথা অনন্ত পূণ্য সঞ্চয়ের দ্বারা যে সিদ্ধি দুর্লভ শ্রীরাম নাম উচ্চারণের দ্বারা তাহা সহজে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অবশ্য জ্ঞান ধ্যান সৎ শাস্ত্র শ্রবণাদির ফল

আছে এবং সৎ কর্ম্মাচরণেরও উত্তম ফল আছে। কিন্তু রাম নাম ভিন্নবস্তু, কারণ ইহা মহা ফল দাতা। ইহার জপের দ্বারা পরম পুরুষ বশীভূত হন। অন্য উপায়ে মোক্ষ সিদ্ধি পর্য্যন্ত হইতে পারে মাত্র। যিনি রাম নাম মহাযশঃসিন্ধুরতত্ব জানেন অনন্ত জন্মেও তাহাদিগকে পাপ, তাপ, স্পর্শ করেনা। শ্রীরাম নামের যথার্থ প্রতাপ একমাত্র শিব জানেন। এবং সেই নাম একবার মাত্র শুনাইয়া মহা মোহগ্রস্ত জীবকে কাশীনগরীতে মুক্তি দিয়া থাকেন অন্যান্য মন্ত্র অনেক প্রকার অনুষ্ঠান করিলে তবে ফল দান করে কিন্তু শ্রীরাম নাম গ্রহণ মাত্রেই ফলদাতা। শ্রীরাম নামের কোন শৌচাদি নিয়মাদি কোন বিচার নাই। তন্ত্রোক্ত সিদ্ধ ভাব বা অরি ভাব ইহাতে বিকশিত হয় না। কল্পতরুর ন্যায় সর্ব্ব জীবের পরমানন্দ দায়ক। একবার উচ্চারণে জন্মকৃত সমস্ত পাপ নাশ, ২ বার উচ্চারণে কোটী যজ্ঞের ফল প্রাপ্তি, ৩ বার উচ্চারণে স্বরূপ বিবৃতি এবং ৪ বার উচ্চারণে স্বয়ং রঘুনাথ ঋণী হন। চিন্তামণি কামধেনু বৃক্ষ হইতে অনন্ত গুণ অধিক ফলপ্রদ। সমস্ত সুখময় ভবন শ্রীরাম নাম। শ্রীরাম নাম মন্ত্রের যথার্থ স্বরূপ ব্রহ্মাদিও জানেন না। সমস্ত শব্দ ব্রহ্মের বীজ স্বরূপ জগৎপতি রাম নাম। ইহা মহা অমৃতের খনি, অত্যন্ত উর্জ্জিত, সমস্ত লোকের মোহান্ধকার নাশ করিতে সক্ষম। অসংখ্য সূর্য্য, চন্দ্র অগ্নিতে যে প্রকাশ আছে তাহা হইতে অনন্তগুণ প্রকাশময়; কারণ ইহা শুধু বাহিরের নয় অন্তরেরও তম নাশ করে জ্ঞানধারা অমৃতের দ্বারা জীবাত্মাকে সিঞ্চিত করে এবং হৃদয়রূপ

ভবনে নিত্য মহাদীপ সম প্রকাশিত থাকে। সমস্ত বেদান্ত বিদ্যার সার এই সমস্ত অজ্ঞানের হরণকারী এই মহা প্রকাশ মান শ্রীরাম নাম। পূর্ব্বে সত্যযুগে কেহ সুকৃতিশালী সজ্জন শিরোমণি সদ্‌গুরুর নিকট হইতে সরহস্য শ্রীরাম নাম আস্বাদ করিয়াছিলেন। অগম হইতে অগম, অজ্ঞানরূপ মোহান্ধকারকে নাশ করিয়া আত্মাকে প্রকাশ করাইয়া পরব্রহ্মে লীন করাইয়া বিনা শ্রমে শ্রীসীতারাম নাম সমস্ত সিদ্ধি দান করে। মুণি-গণের মত ভেদ অনুসারে অনেক কোটী প্রকার সাধন আছে। কিন্তু তাহা বহু কঠিন আয়াস সাধ্য। শ্রীসীতারাম ধ্যান সেবা পূজা করিলে জীব বিনাশ্রমে পরম পদ প্রাপ্ত হয় এবং তাহার সমস্ত সংসৃতি কাটিয়া যায়। যিনি অন্তরে বাহিরে রাম নাম স্মরণ করেন তিনি সমস্ত পাপ তাপ নাশ করিয়া বাসনা হইতে মুক্ত হইয়া যান। এইরূপ সর্ব্বোপরি যাঁহার নাম তাঁহাকে কোন অবতারের সহিত তুলনা করা উচিত নহে। শ্রীরামচন্দ্রের যত নাম আছে তাহার মধ্যে "রাম" নাম মুখ্যতম বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। কারণ অত্যন্ত পতিত অধম জীবকে এই নাম বিমুক্ত-বন্ধন করিয়া যথার্থ স্বরূপে স্থিত করে। অজ্ঞানরূপ ইন্ধন নাশক, জ্ঞান রূপ অগ্নি প্রদীপক এই দুই বর্ণে—শ্রীরাম নামে—এই শক্তি আছে। যাহার জিহ্বাতে এই দুই অক্ষর লিখিত আছে তাহর দিকে যম দূতের তাকাইয়া চাহিবার ক্ষমতা নাই স্পর্শ ত দূরের কথা। এই নামের ছাপ যিনি কোন অঙ্গে ধারণ করিয়াছেন তিনি মোহ রিপু জয় করিবার প্রবল কবচ ধারণ

করিয়াছেন। জাগ্রতে, শয়নে, চলনে, উপবেশনে, বিহার করণে, নেত্র উন্মীলন নিমীলনে এবং অন্যান্য ব্যবহার কালে যিনি রাম নাম জপিতেছেন তিনি ধন্য। তিনি সমস্ত পাপ তাপ হইতে ধৌত হইয়া সমস্ত ভার মুক্ত হইয়া অতি দুস্তর মোহ সিন্ধুর পারে যান। প্রারব্ধ কর্ম্মের নাশ হয় না বটে পরন্তু "রাম" নাম উচ্চারণের দ্বারা উহাও নাশ হয়। দেখ কিরাত রমণী (সারবী) মুণীন্দ্রবৃন্দের সমতুল্যা হইয়াছিলেন। ইহ সংসারে তাহার তূল্য কেহ সুকৃতীশালী নাই, তাহার তূল্য জ্ঞানী কেহ নাই, তাহার তূল্য বিশোক এবং বিমোহ কোন ব্যক্তি নাই যিনি অজস্র ধারে "রাম" নাম জপ করেন। এই আমার রহস্য, অর্থাৎ রমাপতি যে পরম রহস্য উপদেশ করিলেন তাহা আমি ধারণ করিয়াছি। অধিকারী ভিন্ন ইহা অপর কাহাকেও বলিবে না। এবং ইহাকে পরম তত্ত্ব জানিয়া আপনার আজ্ঞানুসারে সদা গোপন করিবার চেষ্টা করিবে (ইহা নলের উত্তর)।

আনন্দ সংহিতা ঃ—জপন্তি যং বিধুতশিব স্বয়ম্ভুবো
লক্ষ্ম্যাদি বৈকুণ্ঠ চরাশ্চ নিত্যা।
তদেব তত্ত্বং চ মুণীন্দ্র যোগীনাম্
শ্রীরাম নামামৃতমাশ্রয়ং মে ॥

অস্যার্থ ঃ—যে রাম নাম ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব চতুর্দ্দশ মনু লক্ষ্মী আদি শক্তি বৈকুণ্ঠের নিত্যপার্ষদ মুণী ও যোগীন্দ্রগণ জপ করেন তাহাই তত্ত্ব বস্তু এবং সেই শ্রীরাম নামামৃতই আমার আশ্রয়।

মহা রামায়ণে শিব পার্ব্বতী সংবাদে রাম নামের যে অর্থ চিন্তিত হইয়াছে তাহা গুহ্যতম এবং সর্ব্ব সাধারণের তাহাতে অধিকার না থাকায় তাহা সন্নিবেশিত হইল না। শুভমস্তু।

নমঃ শ্রীরামায় ॥

— সমাপ্ত-

শুদ্ধি পত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধি
২	৮	এই দুই	এই দুই বর্ণ
৫	৬	পাপ্যানং	পাপ্মানং
৬	১১	স্বরূপ আনন্দ	স্বরূপ ও আনন্দ
৭	৪	বৈরাগং	বৈরাগ্যং
১৪	৩	চিন্তায়েৎ	চিন্তয়েৎ
১৭	১৩	প্রভাবনে	প্রভাবেন
ঐ	১৩	পরশ্বেরম্	পরেশ্বরম্
১৯	৯	অশ্রদ্দধানেহপ্যমুখেপ্য	অশ্রর্দ্দধানেবিমুখেভ্য
২৪	১৭	পঠতিমো	পঠতি যো
২৪	২০	ইত্যোক্ষর	ইত্যক্ষর
২৯	১	মিবৃত্ত	নিবৃত্ত
২৯	১২	মহাত্ম্যমদ্ভুতম্	মাহাত্ম্যমদ্ভুতম্
৩০	৮	রাজন	রাজন্
৩৩	১৫	বিনির্ন্দিকা	বিনিন্দকাঃ
৩৪	১১	পুবাণে	পুরাণে
৩৬	১০	যাবচ্ছী	যাবচ্ছ ী
৩৭	১৩	প্রযত্নতঃতথা	প্রযত্নতস্তথা
৪৭	২	পরিক্ষিতং	পরীক্ষিতং
ঐ	৪	সাম্মো	সম্মো
৪০	১০	পরম	পরং
ঐ	১৬	দৌষৈক	দোষৈক
৪১	১০	কি	কিং
৪২	৮	বৈনতেয়	বৈনতেয়ং
৪৩	৫	দুর্ব্বাষা	দুর্ব্বাসা
৪৩	১৭	গচ্ছন	গচ্ছন্
৪৩	২০	যাত	যাতি
৪৩	২০	নাস্মান্নু	নামান্নু

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪৪	৩	গ্রীতং	প্রীতং
৪৪	১৩	ঘোরি	ঘোর
৪৫	৯	শয়ন	শয়ন্
৪৫	১২	পৰ্ব্ব	সৰ্ব্ব
৪৫	১৭	পৃণু	শৃণু
৪৬	২	সন্থে	স্তো
৪৬	৮	কৃত্যং দ্বৈ	কৃত্যং বৈ
৪৬	১৭	মসা	সয়া
৪৮	১৪	বির্ব্বিকারঃ	নির্ব্বিকারং
৫০	১	নামত্মকং	নামাত্মকং
৫১	৬	মুক্তিমায়তি	মুক্তিমায়াতি
৫১	৮	পুণ্ডরীকাক্ষং	পুণ্ডরীকাক্ষং
৫২	৩	পরম	পরং
৫২	৭	নিষ্ঠনাম্	নিষ্ঠানাম্
৫২	৭	মহাঘবান	মহাঘবান্
৫৩	৬	রামস্পদং	রামাস্পদং
৫৭	২	ত্বাদৃক	তাদৃক্
৫৯	১৪	শ্রীমদ	শ্রীমদ্
৬০	১৮	পরম	পরম্
৬০	১৯	তন্মুখ	তন্মুখং
৬১	৩	নরানাচা	নরানীপ
৬৫	১০	মুক্তিবীর্জং	মুক্তিবীজং
৬৮	৩	মহাত্মন	মহাত্মান
৬৯	১২	ক্লেশ	ভক্তি
৬৯	১	প্রভাবে	প্রভাব
৭২	১৫	তত্রৈব্য	তত্রৈব
৭৩	১০	ত্যক্তশ	ত্যক্ত্ব
৭৩	১৪	অঙ্গীরস	আঙ্গীরস
৭৩	২০	প্রতি	প্রীতি

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৭৪	১৮	তত্রেব্য	তত্রৈব
৭৪	১৬	হীননাং	হীনানাং
৭৫	১২	গতিম	গতিম্
৭৬	৫	পরিকরাণাম	পরিকরাণাম্
৭৬	৯	পূরণে	পুরাণ
৭৯	৬	অহর্নিশঃ	অহর্নিশ
৭৯	১১	সুধামায়	সুধাময়
৮১	৩	লজ্জনৈঃ	সজ্জনৈঃ
৮১	১৮	নরকান	নরকান্
৮২	৭	নিরয়াবহম	নিরয়াবহম্
৮২	১৮	অত্যান্ত	অত্যন্ত
৮৪	২০	সংকীত্ত্য	সংকীর্ত্ত্য
৮৫	২০	দ্রোহ	দ্রোহ
৮৭	১৬	পরাত্মানি	পরাত্মনি
৮৮	৮	সমস্তা	সমস্ত
৮৮	১৮	জান	জ্ঞান
৮৯	১২	স্মরণ	স্মরণ্
৯০	২	পরম	পরম্
৯০	৩	সপ্তকস্তওদা	সন্তকস্তুতদা
৯০	১৪	নাম্নৌ	নাম্নৌ
৯০	১৭	স্মরণের	স্মরণের
৯১	১৬	রান	নাম
৯২	২	না যাতি	ন যাতি
৯২	১০	নস্মরন্তি	ন স্মরন্তি
৯৩	২০	শোষোপি	শেষোপি
৯৪	৩	বাক্যং	বাক্য
৯৫	১০	তাহা	তাহার
৯৬	৩	যেনোক্ত	যেনোক্তং
৯৭	১৬	স্তুতিভিঃ	স্তুতিভিঃ

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৯৮	১০	ভাবুকা	ভাবুকাঃ
৯৮	১৪	নাস্তি	নাস্তি
৯৯	২	ধার্য্যতে	ধার্যতে
৯৯	১৫	স্তাগো	স্ত্যাগো
১০০	১১	ত্যত্বা	ত্যক্ত্বা
১০০	১৩	ত্যত্ত্যা	ত্যক্ত্বা
১০২	১	পরমা	পরয়া
১০২	৬	জগেদ	জগদ
১০৩	১	নামনি	নামানি
১০৩	১	নরা	নরাঃ
১০৩	৩	নরাধম	নরাধমাঃ
১০৩	১১	জানান	জনান্
১০৪	৪	সংস্থতিম	সংস্থতিন্
১০৪	১২	মাযয়চ	ময়ায়চ
১০৪	১৩	মাহাত্মং	মাহাত্ম্যং
১০৯	১২	বেদেয়	বেদের
১১০	১৯	সাদরম	সাদরম্
১১০	২২	মহান র্বং	মহান র্ব
১১১	১	ল স্বোদরোপি	লম্বোদরোপি
১১১	৭	পরতরং	পরেতরো
১১১	৯	মুনীশ্বগণ	মুনীশ্বরগণ
১১১	১১ }	অবিনাসী	অবিনাশী
১১১	১২ }		
১১১	১৫	মার্কন্ডেয়	মার্কণ্ডেয়
১১১	১৮	হইবে	হইয়া
১১১	২০	নারদেয়	নারদের
১১১	২৩	গন্ধর্বাদি	গন্ধর্বাদি
১১২	৭	সংদাত্মা	সন্দাত্মা

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১১২	১০	সর্ব্বোপারস্যং	সর্ব্বোপাস্যং
১১২	১১	সর্ব্বেষ্যম্	সর্ব্বেষাম্
১১২	১১	মেকাং	মেকং
১১১	২০	শ্রীরামনাম	শ্রীরাম নাম।
১১২	২১	(আবশ্যক নাই)	
১১৩	৩	তস্যেৎ	তৎ স্যাৎ
১১৪	২	কর্ত্তিত	কীর্ত্তিত
১১৪	৭	ছত্রের	ছত্রেরা
১১৪	১০	জৈমিনে	জৈমিণী
১১৯	১৬	হইবে	হইতে
১২০	১৭	স্তৎক্ষণাৎ	তৎক্ষণাৎ
১২১	১৪	নিপীড়িতাংগম	নিপীড়িতাংগম্
১২২	২	কলীগ্রস্ত	কলিগ্রস্ত
১২২	১৭	ভবহেতুনিতান্তের	ভবহেতুনিতান্তেব
১২৩	২১	সাক্ষাং	সাক্ষাৎ
১২৪	৬	অনস্ত	অনন্ত
১২৪	১৩	সন্মন্ত্র	সন্মন্ত্র
১২৬	১	পাতকম	পাতকম্
১২৬	৫	রামতি	রামেতি
১২৬	১৪	নারায়নের	নারায়ণের
১২৮	৯	গোবধাদ্যুপপাপনিহ্	গোবধাদ্যুপপাপানিহ্ন
১৩১	২১	আস্মাৎ	তস্মাৎ
১৩৩	১৫	দেশেং	দেশে
১৪২	৩	কারন্ত	কারান্ত
১৪৬	১	প্রদানোপি	প্রদানেপি
১৪৬	২০	ধর্ম্মত	ধর্ম্ম ও
১৪৭	৪	রাম নাম	রাম নামা
১৪৮	২০	নিরুপিত	নিরূপিত
১৫০	১	মকার	"নমঃ" কার

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৬০	২৩ পর	"দৃঢ় অভ্যাস পূর্ব্বক শান্তচিত্ত হইয়া যিনি শ্রীরাম নামে রমণ করেন শ্রীজানকীপতি তাঁহার অভয় দাতা।" এই অংশ ছাড় হইয়াছে।	
১৬৩	২০	"কর্ণ" শব্দ থাকিবে না।	
১৬৪	১	মোক্ষরুপী	মোক্ষরূপী
১৬৫	১৪	"সদা" শব্দ দোকর আছে	
১৬৫	১০	পাত্রং	পাত্রেং
১৬৬	৮	সর্ব্বে্য	সর্ব্ব
১৬৭	১১	নামাখ্যং	নামাখ্য
১৬৯	১৬	সোল্ল্য	সোল্ল
১৬৯	১৮	রামনামাক্ষ্যং	রামনামাখ্য:
১৭০	১৬	অবস্থা	অবস্থায়
১৭২	১১	কোম	কোন
১৭৫	৬	হত	হতং
১৭৫	৭	বুধা	বুধাঃ
১৭৭	৩	যণ্মাত্রা	যণ্মাত্রা
১৭৯	১৮	তস্মাতাৎপর্য্য	তস্মাত্তাৎপর্য্য
১৮০	৮	মহাতো	মহতো
১৮২	১২	কার্য্য	কার্য্যং
১৮৩	৩	বদাপি	বদামি
১৮৪	১৫	অয়ম	অয়ম্
১৮৫	৮	ভাব	ভাব
১৯৩	৮		ভজেৎ
১৯৪	৮	যথায়	যথায়
১৯৮	১৬	তাবতিষ্ঠতি	তাবত্তিষ্ঠতি
২০৩	২১	তেষাম	তেষাম্
২০২	২১	কলত্রাদ্দে	কলত্রাদ্যে
২০৪	৪	ব্রহ্ম	ব্রহ্মা
১০২	২২	সার্য্যয	সাযুজ্য

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২০৪	৫	ঐহার	ইহার
২০৪	১৯	আকাশ	আকাশে
২০৮	৩	মুণিরূপ	মুণিরূপ বিহঙ্গম
২০৯	১২	নারায়ণ	রামায়ণ
২১৮	২৩	অসংখৈঃ	অসংখ্যৈঃ
২১৯	২	সততঃ	সততং
২১৯	৪	মকার	মকারা
২২০	৬	মুস্থঃ	মুহুঃ
২২১	১৮	নরাকরং	নরাকারং
২২১	১৮	নরোত্তমম	নরোত্তমং
২২২	৪	মে	দোকর আছে হইবে না
২২৩	১০	নামস্ত	নামস্বরূপতঃ
২২৩	১৯	ব্রহ্মন্থা	ব্রহ্মাদ্যা
২২৪	১৬	রাজসুনোর	রাজসুনো
২২৪	৬	সুক্তিনোলল	শুক্তিনোনল